উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৮১,৪৬৩.০৯ (-৭২১.০৮)
নিফটি : ২৪,৮৩৭.০০ (-২২৫.১০)

ইন্দিরার রেকর্ড ভাঙলেন মোদি
১৯৬৬ সালের ২৪ জানুয়ারি থেকে ১৯৭৭ সালের ২৪ মার্চ পর্যন্ত একটানা ৪,০৭৭ দিন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন ইন্দিরা গান্ধি। শুক্রবার সেই রেকর্ড ভেঙে দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। » ৭

অশ্লীল ভিডিও, বন্ধ ২৫ ওটিটি
অবশেষে পদক্ষেপ। অশ্লীল ও বেআইনি বিষয়বস্তুর বিরুদ্ধে কঠোর হল কেন্দ্রীয় সরকার। বন্ধের নির্দেশ দেওয়া হল ২৫টি ওটিটি প্ল্যাটফর্ম। » ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
৩২° সর্বোচ্চ / ২৭° সর্বনিম্ন	৩৩° সর্বোচ্চ / ২৭° সর্বনিম্ন	৩৪° সর্বোচ্চ / ২৭° সর্বনিম্ন	৩৪° সর্বোচ্চ / ২৭° সর্বনিম্ন

অপরাজিতা বিল ফেরত
অপরাজিত বিল ফেরত পাঠালেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। এই বিলে রাজ্যের প্রস্তাবিত ফাঁসির সাজা নিয়ে আপত্তি রয়েছে কেন্দ্রের। » ৫

শিলিগুড়ি ৯ শ্রাবণ ১৪৩২ শনিবার ৫.০০ টাকা 26 July 2025 Saturday 14 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 69

সাদা চোখে সাদা কথায়

ভয় ধরিয়ে কিস্তিমাতের ছকে মরিয়া দুই ফুলই

গৌতম সরকার

ভিনরাজ্যে হয়রানি। একের পর এক। তার ওপর জুড়ে বসল এনআরসি, ডিটেনশন ক্যাম্প...। ভয়ের পরিবেশ চারপাশে। আধার বা ভোটার কার্ড নাকি নাগরিকত্বের প্রমাণ ধরা হবে না। বিহারের পর ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনী নাকি বাংলাতেও হবে। জন্ম তারিখ, জন্মস্থান, কার্যত বাবা-মায়ের ঠিকুজি না পেলে ভোটার তালিকা থেকে 'জাস্ট' ঘ্যাঁচাং ফু সময়ের অপেক্ষা।

ভয় তো ধরবেই। ধরানোও হচ্ছে। প্রচার করা হচ্ছে- দেখেছ কাণ্ড! কাদের হাতে দিয়েছ দেশশাসনের ভার! তোমায় তো দেশ ছাড়া করে ছাড়বে হে। কয়েকজনকে বাংলাদেশে পুশব্যাকের ঘটনায় যেন ভয়ের ফ্লাডগেট খুলে গিয়েছে। নাগরিকত্ব হারানোর ভয়! ভোটাধিকার হারানোর ভয়! নথি না থাকলে তো কথাই নেই। থাকলেও অনেক সময় রেহাই মিলবে না। রাষ্ট্র তাড়িয়ে দিলে কী হবে, ভাবতেই গায়ে কাঁটা দেয়।

ইতিমধ্যে বিতাড়িত কিছু মানুষের কাঁটাতারের ওপারে বাংলাদেশ জিরো পয়েন্টে খোলা আকাশের তলায় রাত্রিবাসের বিভীষিকা সামনে এসেছে। ভারত ঠেলে দিলেও বাংলাদেশ তাঁদের নেয়নি। ভারতও ঠাঁই দিতে অস্বীকার করেছে। ভাবুন কী যন্ত্রণা! দেশ, নাগরিকত্ব হারানোর ভয়! উত্তরবঙ্গবাসীর এই ভয় পাওয়ার যুক্তিসংগত কারণ আছে। সাবেক ছিটমহলবাসীর নজিরে নাগরিকত্বহীনতার যন্ত্রণা স্মৃতিতে এখনও টাটকা। না ছিল নাগরিকত্ব, না ছিল ভোটাধিকার।

রাষ্ট্রহীন একদল মানুষ মিথ্যা পরিচয়ে বেঁচে ছিলেন। অন্যকে বাবা সাজিয়ে, অন্যের ঠিকানা দেখিয়ে ছেলেমেয়েদের স্কুলে ভর্তি করতে হয়েছে। সন্তান প্রসবের জন্য হাসপাতালের নথিতে অন্য কাউকে স্বামী সাজাতে হয়েছে। পরিচয় লুকিয়ে সবসময় ধরা পড়ে যাওয়ার ভয় নিয়ে জীবনধারণ। অসমে এনআরসি আরও উদ্বেগের ছোঁয়া বয়ে এনেছিল উত্তরবঙ্গে। অথচ এনআরসি একটি প্রশাসনিক প্রক্রিয়া। রাষ্ট্রের স্বাভাবিক উদ্যোগ।

কিন্তু সেই গেরোয় নথিপত্র নিয়ে হয়রানিটাও বাস্তব। অসমে বিশেষ করে বাংলাভাষী অনেকে সেই দুর্ভোগের শিকার হয়েছেন। নথিপত্র না থাকলে বা কিছু গরমিল থাকলে সোজা চালান ডিটেনশন ক্যাম্পে। আলিপুরদুয়ারের বারবিশা কিংবা কোচবিহারের বক্সিরহাটে সীমানা পেরিয়ে সেই বন্দি জীবনের আতঙ্ক ছুঁয়েছিল উত্তরবঙ্গকে। এখন সেই আতঙ্ক একেবারে ঘাড়ের ওপর। অসম থেকে এনআরসি নোটিশ এসে উপস্থিত উত্তরবঙ্গে।

দিনহাটার উত্তমকুমার ব্রজবাসী, আলিপুরদুয়ার জেলার জটেশ্বরের অঞ্জলি শীলের ঠিকানায়

এরপর বারোর পাতায়

গর্বের সার্কিট বেঞ্চ

উত্তরের আইনি ব্যবস্থায় জুড়ছে নতুন পালক। স্থায়ী পরিকাঠামোয় জলপাইগুড়িতে শুরু হতে চলেছে কলকাতা হাইকোর্টের সার্কিট বেঞ্চ। আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা। তার আগে নতুন পরিকাঠামোর হালহকিকত খতিয়ে দেখলেন সৌরভ দেব ও পূর্ণেন্দু সরকার

যা থাকছে

- ৪০ একর জমির ওপর স্থায়ী পরিকাঠামো
- পাঁচতলার মূল ভবন
- ১৩টি আদালত কক্ষ
- ৫টি ডিভিশন বেঞ্চ এবং ৭টি সিঙ্গল বেঞ্চ
- এখনও পর্যন্ত প্রধান বিচারপতির আদালত সহ মোট ৫টি আদালত তৈরির কাজ শেষ, বাকি আদালত তৈরির কাজ চলছে
- অ্যাডভোকেট জেনারেল, অতিরিক্ত অ্যাডভোকেট জেনারেল, সলিসিটর জেনারেল, অতিরিক্ত সরকারি আইনজীবীদের অফিস
- আধুনিক রেকর্ড রুমের পাশাপাশি তথ্য সংরক্ষণের জন্য আলাদা ডেটা সেন্টার
- বিচারপতিদের জন্য আলাদা গ্রন্থাগার
- আইনি পরিষেবা কেন্দ্রের অফিস
- মেডিটেশনের জন্য আলাদা ঘর
- অডিটোরিয়াম, বিচারপতিদের জন্য ক্লাব
- তৈরি হচ্ছে আলাদা পুলিশ ব্যারাক
- রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের শাখা, এটিএম এবং পোস্ট অফিসের শাখা

আইনজীবীদের জন্য

- তিনটি বসার ঘর, মহিলা আইনজীবীদের জন্য আরও তিনটি ঘর
- আইনজীবীদের জন্য বার লাইব্রেরি

শুরুর কথা

- জলপাইগুড়িতে সার্কিট বেঞ্চ তৈরির দাবিতে আন্দোলন শুরু হয়েছিল ১৯৬২ সাল থেকে
- ১৯৯৩ সালে আন্দোলন আরও জোরদার, শুরু ধর্মঘট-অবরোধ
- ২০১২ সালে জলপাইগুড়ি স্পোর্টস কমপ্লেক্স ময়দানে সার্কিট বেঞ্চের স্থায়ী পরিকাঠামোর শিলান্যাস
- ২০১৯ সালে জলপাইগুড়িতে জেলা পরিষদের ডাকবাংলোর অস্থায়ী পরিকাঠামোতে সার্কিট বেঞ্চের কাজ শুরু
- ওই বছরই পাহাড়পুরে ৩১ডি জাতীয় সড়কের পাশে শুরু স্থায়ী পরিকাঠামো তৈরির কাজ

কী সুবিধা?

- উচ্চ আদালতে বিচার পেতে উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের হত্যে দিয়ে কলকাতায় পড়ে থাকতে হত। তাতে সময় ও খরচ দুই-ই বেশি লাগত। বিচার ঝুলে থাকত দীর্ঘসময়। এবার সেই বিচার ব্যবস্থা খানিক ত্বরান্বিত হবে।

প্রশস্ত প্রবেশপথ

- আদালত ভবনে প্রবেশের জন্য মোট ৭টি দরজা। মূল রাস্তা থেকে সার্কিট বেঞ্চ চত্বরে ঢোকার জন্য চারটি গেট। আদালত চত্বরে রয়েছে গাড়ি পার্কিংয়ের জন্য তিনটি আলাদা জায়গা।

বাসভবন

- বর্তমানে বিচারপতিরা জুবিলি পার্ক এবং রেসকোর্সপাড়া তিস্তা ভবনে অস্থায়ী পরিকাঠামোয় থাকছেন। পাহাড়পুর এলাকায় স্থায়ী পরিকাঠামোয় প্রধান বিচারপতি সহ অন্য বিচারপতিদের জন্য ১০টি বাংলো তৈরি হচ্ছে। যার মধ্যে ইতিমধ্যে তিনটি বাংলো নির্মাণের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে।
- বর্তমানে সার্কিট বেঞ্চের কর্মীরা রাজবাড়িপাড়ার কম্পোজিট কমপ্লেক্সের সরকারি আবাসনে থাকছেন। এই কর্মীদের জন্য পাহাড়পুরের স্থায়ী পরিকাঠামোতে ৭টি বহুতলে মোট ৮০টি ফ্ল্যাট তৈরি হচ্ছে।

নতুন থানাও

- সার্কিট বেঞ্চের জন্য আলাদাভাবে একটি থানাও তৈরি হবে। যেখানে একজন ইনস্পেকটর পদমর্যাদার আধিকারিক থাকবেন

ওঁরা বলছেন

এই সার্কিট বেঞ্চ শুধু জলপাইগুড়ি নয়, গোটা উত্তরবঙ্গের আইনি পরিষেবার ক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত হতে চলেছে। এতে আর্থিক পরিকাঠামো যথেষ্ট চাঙ্গা হবে।
- **অভিজিৎ সরকার**, *সম্পাদক, জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চ বার অ্যাসোসিয়েশন*

সার্কিট বেঞ্চ আমাদের আইনজীবী এবং সাধারণ মানুষের আবেগ। অনেক আন্দোলন করে আমরা এটা পেয়েছি। তবে দাবি থাকবে, স্থায়ী পরিকাঠামোয় যাতে স্থায়ী বেঞ্চ চালু হয়।
- **গৌতম দাস**, *সদস্য, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বার কাউন্সিল*

আমাদের দাবি, উদ্বোধনের প্রথম দিন থেকেই যাতে এখানে স্থায়ী বেঞ্চ চালু হয়। তাহলেই আমাদের দীর্ঘদিনের আন্দোলন এবং সকলের প্রচেষ্টা একটা ভিন্ন মাত্রা পাবে।
- **কমল বন্দ্যোপাধ্যায়**, *সভাপতি, জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চ বার অ্যাসোসিয়েশন*

ছবি : শানু শুভঙ্কর চক্রবর্তী
গ্রাফিক্স : তপু দেবনাথ

নয়ের দশকের শুরুতে আমি এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলাম। সেই সময় রেল অবরোধ থেকে শুরু করে সার্কিট বেঞ্চের দাবিতে ছয়টি সাধারণ ধর্মঘট হয়েছিল জলপাইগুড়িতে। এখন স্থায়ী পরিকাঠামোর কাজ যখন শেষের মুখে, তখন আমরা জানতে পারছি এখানে সার্কিট বেঞ্চই থাকছে। আমাদের দাবি, মাদুরাই বেঞ্চের মতো এখানে স্থায়ী বেঞ্চ দিয়ে কাজ শুরু হোক।
-**গৌতম পাল**, *সহ সম্পাদক, সার্কিট বেঞ্চ দাবি আদায় সমন্বয় কমিটি*

উত্তমের মতোই নোটিশ নিশিকান্তকে

রাকেশ শা

ঘোকসাডাঙ্গা, ২৫ জুলাই : শুধু উত্তমকুমার ব্রজবাসী নন, অসম থেকে এনআরসি'র নোটিশ পেয়েছেন মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের লতাপাতা এলাকার এক বাসিন্দা নিশিকান্ত দাসও। নোটিশ পাওয়ার পর সত্তরোর্ধ্ব ওই বৃদ্ধ অসমে গিয়ে জমির দলিল সহ অন্যান্য নথিপত্রও দেখিয়েছেন। কিন্তু ফরেনার ট্রাইবিউনাল তাতে সন্তুষ্ট হয়নি। আর এতেই চিন্তায় নিশিকান্ত। তৃণমূল কংগ্রেসের কোচবিহার জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক সাবলু বর্মনের কথায়, 'আমার বিষয়টি জানা নেই। তবে, আমরা দলের তরফে এখনই খোঁজ নিয়ে দেখছি। আমরা ওই ব্যক্তির পাশে আছি।'

কোচবিহার জেলার দিনহাটার বাসিন্দা উত্তমকুমার ব্রজবাসীর কাছে ফরেনার ট্রাইবিউনাল থেকে এনআরসি'র নোটিশ আসায় রাজ্য রাজনীতি তোলপাড়। এমনকি ২১শে জুলাই ধর্মতলার শহিদ স্মরণ সমাবেশে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে এক মঞ্চে হাজির করানো হয় উত্তমকে। আর সেই মঞ্চ থেকেই 'বাঙালিদের হেনস্তার' প্রতিবাদে আন্দোলনের বার্তা দেন দলের সুপ্রিমো তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এদিন নিশিকান্ত জানিয়েছেন, প্রায় ৩০ বছর আগে কাজের সন্ধানে তিনি অসমে গিয়েছিলেন। সেখানে এয়ারপোর্ট সংলগ্ন ভিআইপি চৌপথি এলাকা থেকে অসম পুলিশ তাঁকে বাংলাদেশি সন্দেহে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। তিনি যাঁর অধীনে কাজে গিয়েছিলেন তিনি থানায় গিয়ে জানিয়েছিলেন, নিশিকান্ত বাংলাদেশি নন। তিনি কোচবিহার জেলার বাসিন্দা। তারপর তিনি প্রয়োজনীয় কাগজপত্রও দেখান। সেই সময় অসম পুলিশ তাঁকে ছেড়ে দেয়। প্রায় ছয় মাস কাজ করার পর কাজ ছেড়ে ফিরে আসেন নিশিকান্ত।

নয় বছর আগে তাঁর স্ত্রী রাধারানি দাসের মৃত্যু হয়েছে। তাঁর দুই ছেলে ও তিন মেয়ে। তিন মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন। গ্রামে বাড়ি বাড়ি ঘুরে হাঁস-মুরগির ডিম সংগ্রহ করে বিক্রি করে কোনওরকমে সংসার চালান।

গত মে মাসের প্রথম সপ্তাহে তাঁর কাছে ফরেনার ট্রাইবিউনাল থেকে নোটিশ আসে।

এরপর বারোর পাতায়

তৃণমূল ঘনিষ্ঠের পাব ক্রোকে ঝামেলা

ফোর্স দেওয়ায় টালবাহানা

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৫ জুলাই : তৃণমূল ঘনিষ্ঠের পাব কাম বারের জায়গা ক্রোক করতে গিয়ে কার্যত হুমকির মুখে পড়লেন অ্যাডভোকেট কমিশনার সহ আইনজীবীরা। থানা থেকে ফোর্স দেওয়ার কথা থাকলেও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির কথা বলে শেষমুহূর্তে ফোর্স দেওয়া হয়নি অ্যাডভোকেট কমিশনারকে। এক পুলিশকর্মী এলেও পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে তিনিও কিছুক্ষণ থাকার পর ওই পাব কাম বারের সামনে থেকে ফিন্যান্স কোম্পানি, আইনজীবী, অ্যাডভোকেট কমিশনারকে ছেড়ে 'পালিয়ে' যান।

অভিযোগ, এরপর অ্যাডভোকেট কমিশনার সহ আইনজীবী, ফিন্যান্স কোম্পানির সদস্যরা ফিরে যাওয়ার সময় তাঁদের বাধা দেন ওই বারের দুজন কর্মী। হুমকির সুরে তাঁদের বলতে শোনা যায়, 'চলে যাচ্ছেন কেন? পাবে বসে যান। চা-জলখাবার খেয়ে যান।' ঘটনায় অ্যাডভোকেট কমিশনার লব দাস আশঙ্কিত হয়ে পড়েন। তিনি বলেন, 'ফোর্স দেওয়া হল না। ফোর্সের দায়িত্বে থাকা পুলিশকর্মী এলেও আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। আমাদেরও হুমকির মুখে পড়তে হল।' কোনওভাবে সেখান থেকে বেরিয়ে এরপর অ্যাডভোকেট কমিশনার সহ আইনজীবী, ফিন্যান্স কোম্পানির কর্তারা শিলিগুড়ি পুলিশে কমিশনারেটে যান। ফিন্যান্স কোম্পানির তরফে আইনজীবী রোশন ঝা বলেন, 'আমরা এসিপির সঙ্গে কথা বলি। এসিপি জানিয়েছেন, আইনশৃঙ্খলার কারণে অন্যত্র ফোর্স পাঠাতে হয়েছে। পরবর্তীতে কবে দিনক্ষণ পাব, সেটাও পরিষ্কার করে বলা হয়নি।'

তবে এবারেই প্রথম নয়, চলতি বছরের এপ্রিল মাসে শহরের অদূরে মাটিগাড়ার শপিং মলে ওই পাব কাম বারের জায়গা ক্রোক করতে গিয়ে একই ধরনের অভিজ্ঞতার মুখে পড়তে হয়েছে অ্যাডভোকেট কমিশনার সহ আইনজীবী, ফিন্যান্স কোম্পানিকে। সেক্ষেত্রে বার কাম পাবের সামনে ফোর্স এসে যাওয়ার পরেও হঠাৎ আসা একটি ফোনে ফিরে যায়। প্রশ্ন উঠছে, ওই পাব কাম বারে তৃণমূল ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ী পিন্টু দাস জড়িয়ে থাকার কারণেই কি বারবার ফোর্স তুলে নেওয়া হচ্ছে? পিন্টুর অবশ্য বক্তব্য, 'আমি ওই জায়গাটা ভাড়ায় নিয়েছি। আমার সঙ্গে লোনের কোনও সম্পর্ক নেই।' শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং বলছেন, 'ফোর্স না দেওয়ার কারণ খোঁজ নিয়ে দেখা হচ্ছে।'

পাব ক্রোক করতে এসে অপেক্ষায় আইনজীবীরা। শিলিগুড়িতে।

প্রশ্নে পুলিশ

- পাব কাম বারের সম্পত্তি ক্রোক করতে গিয়ে হুমকির মুখে অ্যাডভোকেট কমিশনার
- পুলিশ এদিন ফোর্স দেবে বলে জানালেও শেষ মুহূর্তে তা দেয়নি
- একজন পুলিশকর্মী থাকলেও পরিস্থিতি বেগতিক দেখে তিনি চলে যান
- বিষয়টি নিয়ে আদালতে যেতে পারে সংশ্লিষ্ট ফিন্যান্স কোম্পানি

আইনজীবী রোশন জানিয়েছেন, ভবিষ্য নির্মাণ প্রাইভেট লিমিটেড নামের এক সংস্থা, এই পাব কাম বারের জায়গা মর্টগেজ রেখে তিন কোটি টাকা ঋণ নিয়েছিল। পরবর্তীতে কোনও কিস্তি শোধ করা হয়নি। এই কারণে ২০২২ সালে ওই জায়গা নন পারফর্মিং অ্যাসেট (এনপিএ) করে দেওয়া হয়। পরবর্তীতে ফিন্যান্স কোম্পানি জেলা শাসকের দ্বারস্থ হয়। সেখানে পাব কাম বারের ওই জায়গা ক্রোকের অনুমতি চাওয়া হয়। তিন বছর কেটে গেলেও জেলা শাসকের অফিস থেকে কোনও অনুমতি না পাওয়ায় চলতি বছরের ১৩ মার্চ শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতের দ্বারস্থ হয় ওই কোম্পানি। এরপর ২৭ মার্চ আদালত থেকে ক্রোক করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। ২৮ মার্চ ওই সাতদিনের মধ্যে পাবের সেই জায়গা খালি করার জন্য নোটিশও দেওয়া হয়। পরবর্তীতে ১৫ এপ্রিল ফোর্স দেওয়া হয়। শপিং মলে ফোর্স এলেও শেষমুহূর্তে তুলে নেওয়া হয়।

রোশন বলেন, পরবর্তীতে বিষয়টা নিয়ে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে দ্বারস্থ হলে মাটিগাড়া থানার আইসিকে শোকজ করা হয়। সেসময় শোকজের জবাব হিসেবে ল' অ্যান্ড অর্ডারের কথা বলে পরে যাওয়ার ব্যাপারে আশ্বাস দেওয়া হয়। এরপর পুলিশ প্রশাসনের তরফেই ২৫ তারিখ ক্রোক করার দিন ঠিক করে দেওয়া হয়।

এরপর বারোর পাতায়

এডিশন স্পেশাল

'আপনার লেকচার আদালত শুনবে না'
» পাঁচের পাতায়

প্রয়াত কবি রাহুল পুরকায়স্থ
» পাঁচের পাতায়

সোমবার সচল হতে পারে সংসদ
» সাতের পাতায়

মাংসে ফাঙ্গাস, মেয়াদ উত্তীর্ণ সস-জুস

কার্যত পচে যাওয়া সসেজ। শিলিগুড়ির একটি শপিং মলে।

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২৫ জুলাই : শুক্রবার সেবক রোডের একটি শপিং মলের ফুড কোর্টে বসে প্রেমিকার সঙ্গে গল্প জুড়েছেন সুভাষপল্লির এক তরুণ। কিছুক্ষণ আগেই একটি দোকান থেকে চিকেন চাউমিন, জুস সহ আরও বেশ কয়েকটি খাবার অর্ডার দিয়েছেন। এখন অপেক্ষা করছেন, কখন টোকেন নম্বর ধরে ডাক আসে। ঘড়ির কাঁটায় তখন দুপুর বারোটা। হঠাৎ দলবল নিয়ে ফুড কোর্টে ঢুকলেন খাদ্য সুরক্ষা দলের আধিকারিকরা।

কী ব্যাপার, প্রথমটায় ঠাওর করে উঠতে পারেননি ওই যুগল। কড়াইতে সেসময় তেল গরম হচ্ছে। পাশে রাখা আগে থেকে রান্না করা মুরগির মাংস। কবেকার রান্না, তা অবশ্য রহস্য। চাউমিনে ব্যবহার করা হবে। সামনে গিয়ে মাংসের দিকে ঝুঁকতেই চক্ষু ছানাবড়া আধিকারিকদের। ওপরে ফাঙ্গাস জন্মেছে। বাইরে থেকে কথোপকথন কানে এল চাউমিনের জন্য অপেক্ষারত তরুণ-তরুণীর। দোকানটির ভেতরে উঁকি দিতেই মাথায় হাত। খানিকক্ষণ আগে তো তাঁদের সামনে দিয়ে এক ডেলিভারি বয় খাবার নিয়ে গেলেন। তবে কি এই ফাঙ্গাস জন্মানো মাংস দিয়ে তৈরি খাবার দেওয়া হল তাঁকে? ভাবতেই গা গুলিয়ে উঠছে। দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেলেন তাঁরা।

শুধু এটুকুই নয়, কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে বেরিয়ে এসেছে কেউটে। খাবারে যে টমেটো সস ব্যবহার করা হচ্ছিল, সেটা মেয়াদ উত্তীর্ণ। অভিযোগ, জুসের নামে গ্লাসে ঢেলে যে সমস্ত ঠান্ডা পানীয় দেওয়া হচ্ছিল, মেয়াদ পার করেছে সেগুলোও। সবকিছু দেখে চটলেন অভিযানকারী দলের সদস্যরা।

এরপর বারোর পাতায়

শ্রমিককে জোর করে 'পুশব্যাক' বাংলাদেশে

সেনাউল হক

কালিয়াচক, ২৫ জুলাই : বাংলার শ্রমিককে 'বাংলাদেশি' তকমা দিয়ে সে দেশে জোর করে 'পুশব্যাক' করার অভিযোগ উঠেছে। শুধু তাই নয়, ওই শ্রমিককে পে লোডার দিয়ে বাংলাদেশগামী একটি গাড়িতে বিএসএফ ছুড়ে ফেলে বলে অভিযোগ। মালদার কালিয়াচকের বাসিন্দা ওই পরিযায়ী শ্রমিক রাজস্থানে কাজ করতে গিয়েছিলেন। ঘটনার কথা পরিবারের সদস্যরা জানার পরই দুশ্চিন্তায় পড়েছেন। দ্রুত তাঁকে বাড়িতে ফিরিয়ে আনার দাবি তুলেছেন পরিবারের সদস্যরা। ইতিমধ্যে জেলা প্রশাসনের কাছে বিষয়টি জানানো হয়েছে।

বাংলাদেশে বসে অসহায় হয়ে কাঁদছেন পরিযায়ী শ্রমিক আমির শেখ। সোশ্যাল মিডিয়া থেকে আমির শেখের কান্নার ওই ছবি দেখে তাঁর পরিবারেও শুরু হয়েছে কান্নার রোল। তাঁর শোকে রান্নাবান্না বন্ধ হয়েছে পরিবারে। শুক্রবারে এমনই দৃশ্য দেখা গেল কালিয়াচকের জালালপুরের নারায়ণপুর গ্রামের পরিযায়ী শ্রমিক আমির শেখের বাড়িতে।

রাজস্থানে কাজ করতে গিয়ে বিপাকে পড়েছেন কালিয়াচকের ওই পরিযায়ী শ্রমিক। বাংলা ভাষায় কথা বলার জন্য রাজস্থান পুলিশ বাংলাদেশি সন্দেহে তাঁকে গ্রেপ্তার করে বলে অভিযোগ।

আমিরের বাবা জিয়েম শেখও পরিযায়ী শ্রমিক। বর্তমানে বিহারের গয়ায় রয়েছেন।

এরপর বারোর পাতায়

পুজোয় এবার ডেস্টিনেশন ডোকালাম

উত্তরবঙ্গ সংবাদ স্পেশাল

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ২৫ জুলাই : 'যুদ্ধক্ষেত্র'ই নাকি আগামীর গন্তব্য! বছর আটেক আগে যে জায়গার অধিকার নিয়ে ভারত-চিন বিবাদে জড়িয়েছিল, এখন সেই ডোকালাম সেজে উঠছে পর্যটকদের জন্য।

পুজোর মুখে এই 'যুদ্ধক্ষেত্র'-তে পর্যটকদের প্রবেশে ছাড়পত্র দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সিকিম প্রশাসন। বিদেশমন্ত্রক সবুজ সংকেত দেওয়ায় দ্রুত পরিকাঠামো গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পাহাড়ি রাজ্যটির পর্যটন দপ্তর। ফলে নাথু লা, চো লা'র পর আরও একটি 'সংঘাত ভূমি' হয়ে উঠছে পর্যটনস্থল। সিকিম পর্যটন দপ্তরের প্রধান সচিব সি সুভাকর রাও বলছেন, 'ডোকালামে পর্যটন পরিকাঠামো গড়ে তোলা হচ্ছে। সেপ্টেম্বর মাস থেকেই পর্যটকদের ছাড়পত্র দেওয়া শুরু হবে।'

কিন্তু বরফ গলল কীভাবে? এর পিছনে বিদেশসচিব বিক্রম মিস্রির হাত দেখছে কূটনৈতিক মহল। কৈলাস মান সরোবর যাত্রার পাশাপাশি ডোকালামে পর্যটনে ছাড়পত্র দিতে চিনকে তিনিই রাজি করিয়েছেন, মনে করছেন কূটনীতিবিদরা।

শুধু প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের টানে নয়, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ শাসনের সামরিক ক্ষমতা কেমন ছিল, তা পরখ করতে অনেকেই ছুটে আসেন দার্জিলিংয়ের তাকদায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সঙ্গেও নাম জড়িয়ে রয়েছে তাকদার। ফলে এই অঞ্চল এখন অন্যতম পর্যটনকেন্দ্র। ঠিক সেভাবেই আগামীর সম্ভাবনাময় পর্যটনস্থল হয়ে উঠতে পারে ডোকালাম, এমনটাই আশা পর্যটন মহলের।

১৯৬৭ সালে সীমান্তের অধিকার নিয়ে ভারত-চিন মুখোমুখি হয়েছিল নাথু লা এবং চো লা'য়। সংঘাতে জড়িয়েছিল ভারতীয় সেনা ও চিনের পিপলস লিবারেশন আর্মি। ওই দুটি জায়গাই এখন পর্যটনকেন্দ্র। এবার পর্যটকদের জন্য খুলে দেওয়া হচ্ছে ভারত-ভুটান-চিন, ত্রি-সংযোগস্থলে অবস্থিত ডোকালাম। সীমান্তের এই এলাকাকে পর্যটন মানচিত্রে অন্তর্ভুক্ত করে নাম দেওয়া হয়েছে 'ভারত রণভূমি দর্শন'।

বিশিষ্ট পর্যটন ব্যবসায়ী রাজ বসু মনে করছেন, 'সীমান্তগুলিকে যত বেশি গুরুত্ব দেওয়া হবে, ততই দুই দেশের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে উঠবে। যে কারণেই বর্ডার ট্যুরিজমে জোর দেওয়ার কথা আমরা দীর্ঘদিন ধরে বলে আসছি।'

বিতর্ক, বিবাদ অবশ্য পিছনে ফিরে দেখতে চাইছে না সিকিম। বিদেশমন্ত্রক থেকে সবুজ সংকেত পেতেই ডোকালাম নিয়ে পরিকল্পনা শুরু করে দিয়েছে প্রেম সিং তামাংয়ের প্রশাসন। 'এবার পুজোয় ডেস্টিনেশন হোক ডোকালাম', সিকিম পর্যটনে নতুন ক্যাচলাইন তৈরি করে ফেলা হয়েছে।

সিকিম প্রশাসন সূত্রে খবর, সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১৩,৭৮০ ফুট উচ্চতায় মালভূমি ডোকালামের জন্য নতুন রাস্তা তৈরি, গাড়ি রাখার জায়গা তৈরির কাজে হাত দেওয়া হচ্ছে। আগামী দেড় মাসের মধ্যে সমস্ত কাজ শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে। গ্যাংটক থেকে ৫৮ কিলোমিটার দূরের নাথু লা'তে যখন ছুটছেন পর্যটকরা, তখন ৬৮

এরপর বারোর পাতায়

এই জায়গাতেই আগামীতে পা পড়বে পর্যটকদের।

শিয়ালদহ ডিভিসনে রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত কাজের জন্য ট্রেন চলাচলে নিয়ন্ত্রণ

শিয়ালদহ ডিভিসনের দমদম জংশন স্টেশন লিমিটে, পয়েন্ট নং ২৩১এ/২৩০বি (ডিডিএস) সম্পূর্ণ রূপান্তরের জন্য, আপ/সিসিআর লাইনে ২৬/২৭.০৭.২০২৫ (শনিবার/রবিবার) তারিখের মধ্যবর্তী রাত্রে ৭ ঘন্টার (০০.০০ ঘ. থেকে ০৭.০০ ঘ. পর্যন্ত) ট্রাফিক ব্লকের প্রয়োজন হবে। তদনুযায়ী, ট্রেন চলাচলে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা করা হয়েছে: ● ২৬.০৭.২০২৫ (শনিবার) ট্রেন বাতিল: শিয়ালদহ-ডানকুনি: আপ ৩২২৪৯/ডাউন ৩২২৫২। ● ২৭.০৭.২০২৫ (রবিবার) ট্রেন বাতিল: শিয়ালদহ-হাবরা : আপ ৩৩৬৫৩/ডাউন ৩৩৬৫৪। শিয়ালদহ-দত্তপুকুর: ডাউন ৩৩৬১২। শিয়ালদহ-বনগাঁও: আপ ৩৩৮১৭/ডাউন ৩৩৮২৪। শিয়ালদহ- বারাসাত: আপ ৩৩৪৩১/ডাউন ৩৩৪৩২। শিয়ালদহ-ডানকুনি : আপ ৩২২১১, ৩২২১৩, ৩২২১৫, ৩২২১৭, ৩২২১৯/ডাউন ৩২২১২, ৩২২১৪, ৩২২১৬, ৩২২১৮, ৩২২২০। ● ২৭.০৭.২০২৫ (রবিবার) ট্রেনের সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ ও সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু: (১) রবিবার ৩৩৮১২ ডাউন বনগাঁও-শিয়ালদহ লোকাল শিয়ালদহ-এর পরিবর্তে দমদম ক্যান্টনমেন্ট-এ সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ করবে এবং ৩৩৮১৩ আপ শিয়ালদহ-বনগাঁও লোকাল শিয়ালদহ-এর পরিবর্তে দমদম ক্যান্টনমেন্ট থেকে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু করবে। (২) রবিবার ৩৩৮১৪ ডাউন বনগাঁও-শিয়ালদহ লোকাল শিয়ালদহ-এর পরিবর্তে বারাসাত-এ সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ করবে এবং ৩৩৮১৫ আপ শিয়ালদহ-বনগাঁও লোকাল শিয়ালদহ-এর পরিবর্তে বারাসাত থেকে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু করবে। ● ডাউন মেল/এক্সপ্রেস ট্রেনের পুনর্নির্ধারণ : ২২২০২ ডাউন পুরী-শিয়ালদহ দুরন্ত এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৭.২০২৫) ০৩ ঘন্টা ৩০ মিনিটের জন্য পুনর্নির্ধারিত হবে, অর্থাৎ পুরী থেকে ১৯.৪৫ ঘ:-এর পরিবর্তে ২৩.১৫ ঘ:-তে ছাড়বে এবং ব্লক বাতিল হওয়া পর্যন্ত বরাহনগর রোড স্টেশনে নিয়ন্ত্রিত হবে। ● ডাউন মেল/এক্সপ্রেস ট্রেনের পথ পরিবর্তন: (১) ১৩১৪৮ ডাউন বামনহাট-শিয়ালদহ উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৭.২০২৫) ডানকুনি-দমদম জংশন হয়ে চলার পরিবর্তে ব্যান্ডেল-নৈহাটী-দমদম জংশন হয়ে পরিবর্তিত পথে চলবে এবং বেলঘরিয়াতে থামবে। (২) ১২৩৪৪ ডাউন হলদিবাড়ী-শিয়ালদহ দার্জিলিং মেল (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৭.২০২৫) এবং (৩) ১২৩৭৮ ডাউন নিউ আলিপুরদুয়ার-শিয়ালদহ পদাতিক এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৭.২০২৫) ডানকুনি-দমদম জংশন হয়ে চলার পরিবর্তে ব্যান্ডেল-নৈহাটী-দমদম জংশন হয়ে পরিবর্তিত পথে চলবে। ব্লক চলাকালীন ট্রেন চলাচলে বিলম্ব হতে পারে। অসুবিধার জন্য দুঃখিত।

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, শিয়ালদহ

পূর্ব রেলওয়ে

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

e-Tender Notice
Office of the BDO & EO,
Banarhat Block, Jalpaiguri

Notice inviting e-Tender by the undersigned for different works vide NIT No. e-NIT No BANARHAT/EO/NIT-005/2025-26 Last date of online bid submission 09-08-2025 Hrs 06:00 P.M. For further details you may visit https://wbtenders.gov.in

Sd/-
BDO & EO, Banarhat Block

ব্যালাস্ট লেস ট্র্যাকের ব্যবস্থা

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. জিএমডব্লিউ-০৭২০২৫-এমএলজি, তারিখ: ২২-০৭-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: কাজের নাম: উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে-এর বঙ্গাইগাঁও, হোজাই, আগরতলা, ফকিরাগ্রাম জং., কোকরাঝাড়, ধুবরি, নিউ কোচবিহার, ধূপগুড়ি এবং কামাখ্যাগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনগুলিতে ব্যালাস্ট লেস ট্র্যাকের ব্যবস্থা (মোট দৈর্ঘ্য - ১৬.১৩ কিমি)। আনুমানিক টেন্ডার মূল্য: ১০০,৬১,৫৬,৩৫০.২৪ টাকা; বায়নার অর্থ: ৫১,৮০,৮০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ২১-০৮-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং ২১-০৮-২০২৫ তারিখের ১৫.১৫ ঘণ্টায় প্রিন্সিপাল চিফ ইঞ্জিনিয়ার/ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, মালিগাঁও, গুয়াহাটি-৭৮১০১১, আসাম কার্যালয়ে খোলা হবে। বিশদ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in দেখুন।

ডিওয়াই. চিফ ইঞ্জিনিয়ার/ট্র্যাক, মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

তীর্থঙ্করের টলিউড পাড়ি

আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

আলিপুরদুয়ার, ২৫ জুলাই : কিছুদিন আগে মুক্তি পেয়েছে সৌরভ পালধির পরিচালনায় 'অঙ্ক কি কঠিন'। তিন শিশুর এই কাহিনীতে মজেছেন অনেকেই। এই সিনেমার সঙ্গে উত্তরবঙ্গের যোগ প্রথম তৈরি করেছিলেন শিলিগুড়ির অঙ্কিত সেনগুপ্ত। অঙ্কিত এই সিনেমার সিনেমাটোগ্রাফার। কিন্তু এই সিনেমার সঙ্গে উত্তরবঙ্গের যোগ তৈরি করেছেন আলিপুরদুয়ার শহরের ১ নম্বর ওয়ার্ডের উত্তর অরবিন্দনগরের বাসিন্দা তীর্থঙ্কর রায়ও। তীর্থঙ্কর এই সিনেমার জন্য প্রোমোশনাল কনটেন্ট তৈরির দায়িত্ব পেয়েছিলেন।

প্রথমে অল্প দায়িত্ব পেলেও তাঁর কাজ এতই ভালো লাগে পরিচালকের যে, এই সিনেমার বেশিরভাগ প্রোমোশনাল কনটেন্ট তৈরির দায়িত্ব তীর্থঙ্করকেই দেওয়া হয়। তবে আলিপুরদুয়ার থেকে টলিউড অবধি এই যাত্রা কিন্তু মোটেও সহজ ছিল না।

দুম করে চাকরি ছেড়ে দিয়ে তীর্থঙ্কর পাড়ি দেন অনিশ্চয়তার পথে, লক্ষ্য একটাই সিনেমায় কাজ করা। এরইসঙ্গে চলতে থাকে ফুড ব্লগিং। এরপর হঠাৎই সুযোগ আসে অপরাজিতা আঢ্য, মধুমিতা সরকার অভিনীত 'চিনি ২' সিনেমায় অ্যাসোসিয়েট এডিটর হিসেবে কাজ করার।

এরপর শ্রীজিৎ মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় এবং প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, অনির্বাণ ভট্টাচার্য অভিনীত 'দশম অবতার' সিনেমাতেও অ্যাসিস্ট্যান্ট এডিটর হিসেবে কাজ করেন। সেইসঙ্গে দেব অভিনীত 'টেক্কা' সিনেমাতেও অ্যাসিস্ট্যান্ট এডিটর হিসেবে কাজের

সুযোগ পান। প্রসঙ্গত এই সিনেমায় অ্যাসিট্যান্ট ডিরেক্টর হিসেবে কাজ করেছিলেন কোচবিহারের সুরাইয়া পারভিনও।

কলকাতা থেকে তীর্থঙ্কর বলেন, 'নিজেকে দিনের পর দিন আরও তৈরি করছি। এখন পর্যন্ত যেসব দায়িত্ব সামলেছি সেখান থেকে অভিজ্ঞতা নিয়ে এগোচ্ছি।' খুব লড়াই করে তীর্থঙ্কর এই জায়গায় পৌঁছেছে বলে জানান তীর্থঙ্করের পাড়ার বন্ধু সুতীর্থ ভট্টাচার্য। খুব গর্বিত ওঁর জন্যে। আরেক বন্ধু কিংকর করও খুব খুশি বন্ধুর সাফল্যে।

মোবাইল লঞ্চ

নিউজ ব্যুরো

২৫ জুলাই : এক্সক্লুসিভ ভিভো লঞ্চের মাধ্যমে পূর্ব ভারতে নজির তৈরি করল খোসলা ইলেক্ট্রনিক্স। জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলা সিনেমার প্রখ্যাত অভিনেত্রী কোয়েল মল্লিক। লঞ্চ করা হয়েছে ভিভো এক্স২০০ এফই ও এক্স ফোল্ড ৫। খোসলা ইলেক্ট্রনিক্স পশ্চিমবঙ্গের প্রথম রিটেল ব্র্যান্ড হিসেবে ভিভোর জন্য এধরনের ক্রেতা-কেন্দ্রিক অনুষ্ঠান আয়োজন করল। কোয়েল সেদিন প্রথম কুড়িজন ক্রেতার হাতে মোবাইল তুলে দিয়েছেন।

উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ ও আন্দামানের দায়িত্বে থাকা ভিভোর ডিজিএম সেলস ভাস্কর সেনগুপ্ত, খোসলার দুই ডিরেক্টর মনোজ ও মণীশ খোসলা। ছিলেন খুশবু খোসলা (সেলস ডিরেক্টর) ও ভনশিকা খোসলা (মার্কেটিং ডিরেক্টর)। এই আয়োজনের মধ্য দিয়ে খোসলা ইলেক্ট্রনিক্স প্রমাণ করল, শুধুমাত্র ঘরে ব্যবহৃত বৈদ্যুতিক সরঞ্জামই নয়, মোবাইল ফোনের রিটেল ব্যবসাতেও তারা এগিয়ে আরও অনেকের থেকে।

ভারত সরকার, রেলওয়ে মন্ত্রণালয়
রেলওয়ে নিয়োগ বোর্ড (আরআরবিএস)
কেন্দ্রীভূত কর্মসংস্থান বিজ্ঞপ্তি (সিইএন) নং - ০৩/২০২৫
বিভিন্ন প্যারামেডিকেল পদের শ্রেণিগুলিতে নিয়োগ
নির্দেশিকা বিজ্ঞপ্তি

যোগ্য প্রার্থীদের কাছ থেকে নিম্নে উল্লেখিত তালিকাটিতে বর্ণিত বিভিন্ন প্যারামেডিকেল পদের শ্রেণিগুলির জন্য আবেদনের আহ্বান করা হচ্ছে। আবেদনপত্রগুলি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ০৮.০৯.২০২৫। আবেদনপত্রগুলি সকল ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ করতে হবে এবং শুধুমাত্র অনলাইন মোডের মাধ্যমে জমা করতে হবে।

গুরুত্বপূর্ণ তারিখগুলি
আবেদনপত্র দাখিল করার সূচনার তারিখ : ০৯ই অগাস্ট ২০২৫
আবেদনপত্র জমা দেওয়ার সমাপ্তির তারিখ : ০৮ই সেপ্টেম্বর ২০২৫ (২৩:৫৯ ঘটিকায়)

পদের নাম	সপ্তম সিপিসি অনুসারে বেতনের স্তর	প্রাথমিক বেতন (টাঃ)	চিকিৎসা যোগ্যতা	বয়স (০১.০১.২০২৬ অনুযায়ী)	মোট শূন্যপদ (সমস্ত আরআরবিগুলির)
নার্সিং সুপারিন্টেন্ডেন্ট	৭	৪৪৯০০	সি ১	২০-৪০	২৭২
ডায়ালিসিস টেকনিশিয়ান	৬	৩৫৪০০	বি ১	২০-৩৩	৪
স্বাস্থ্য এবং ম্যালেরিয়া ইনস্পেক্টর গ্রেড-II	৬	৩৫৪০০	সি ১	১৮-৩৩	৩৩
ফার্মাসিস্ট (প্রবেশ মানদণ্ড)	৫	২৯২০০	সি ২	২০-৩৫	১০৫
রেডিওগ্রাফার এক্স-রে টেকনিশিয়ান	৫	২৯২০০	বি ১	১৯-৩৩	৪
ইসিজি টেকনিশিয়ান	৪	২৫৫০০	সি ১	১৮-৩৩	৪
ল্যাব সহকারী গ্রেড-II	৩	২১৭০০	বি ১	১৮-৩৩	১২
সর্বমোট (সমস্ত আরআরবি -এর)					৪৩৪

প্রার্থীদের তাদের প্রাথমিক বিবরণ যাচাইকরণের জন্য আধার ব্যবহার করার জন্য দৃঢ়তার সহিত পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। কারণ আধারবিহীন যাচাইকৃত আবেদনপত্রগুলি নিয়োগ প্রক্রিয়ার প্রতিটি পদক্ষেপে বিশেষভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খ যাচাইকরণের ফলে যে অসুবিধা এবং অতিরিক্ত সময় অপচয় হয় তা এড়িয়ে চলার জন্য। সাফল্যের সহিত যাচাইকরণ প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ করতে আধার ব্যবহার করুন এবং ওই আধারে থাকা আপনার নাম, জন্ম তারিখ আপডেট করতে হবে আপনার দশম শ্রেণির উত্তীর্ণ পত্রে থাকা সম্পূর্ণ নাম এবং জন্ম তারিখের সাথে ১০০% মিলের জন্য। অনুরূপভাবে আধারটিতে আপনার সাম্প্রতিক ছবি এবং সাম্প্রতিক বায়োমেট্রিক (আঙুলের ছাপ এবং চোখের মণি) অনলাইনে আবেদনের পূর্বে আপডেট করতে হবে।
বিজ্ঞপ্তিটি সম্পূর্ণরূপে ইঙ্গিতমূলক প্রকৃতির, আরও বিস্তারিত বিবরণের জন্য আবেদনকারীদের কেন্দ্রীভূত কর্মসংস্থান বিজ্ঞপ্তি নং ০৩/২০২৫ (প্যারামেডিকেল) অনলাইনে আবেদনপত্রটি সম্পূর্ণ করার পূর্বে বিশদভাবে দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
কেন্দ্রীভূত কর্মসংস্থান বিজ্ঞপ্তি ০৩/২০২৫-এর বিশদ বিবরণ এবং কোনোপ্রকার সংশোধনী/ সংযোজন উল্লেখিত নিয়োগ প্রক্রিয়ার বিজ্ঞপ্তি সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলি সময় বিশেষে নিম্নের তালিকাতে উল্লেখিত আরআরবিগুলির ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে।

সিইএন নং- ০৩/২০২৫-এ অংশগ্রহণকারী আরআরবিগুলির ওয়েবসাইট		
আহমেদাবাদ www.rrbahmedabad.gov.in	গুয়াহাটি www.rrbguwahati.gov.in	প্রয়াগরাজ www.rrbald.gov.in
আজমের www.rrbajmer.gov.in	জম্মু-শ্রীনগর www.rrbjammu.nic.in	রাঁচি www.rrbranchi.gov.in
ভোপাল www.rrbbhopal.gov.in	কলকাতা www.rrbkolkata.gov.in	সেকেন্দ্রাবাদ www.rrbsecunderbad.gov.in
ভুবনেশ্বর www.rrbbbs.gov.in	মালদা www.rrbmalda.gov.in	শিলিগুড়ি www.rrbsiliguri.gov.in
বিলাসপুর www.rrbbilaspur.gov.in	মুম্বই www.rrbmumbai.gov.in	বেঙ্গালুরু www.rrbbnc.gov.in
চণ্ডীগড় www.rrbcdg.gov.in	মুজাফ্ফরপুর www.rrbmuzaffarpur.gov.in	গোরক্ষপুর www.rrbgkp.gov.in
চেন্নাই www.rrbchennai.gov.in	পাটনা www.rrbpatna.gov.in	

নং- আরআরবি/ পিএটি/ ০৩-২৫ (প্যারাম্যাডিকেল)/২০২৫/০৫
তারিখ : ২৬.০৭.২০২৫
পিআর/০৫৮৬/ আরআরবি/ এমএইচএক্স/এন/২৫-২৬/২০৪

চেয়ারপার্সন
রেলওয়ে নিয়োগ বোর্ড

"দালাল, প্রতারক, অবৈধভাবে চাকরি প্রদানের জালিয়াতি থেকে সতর্ক থাকুন।"

এক হোয়াটসঅ্যাপেই বিজ্ঞাপন

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

একইভাবে ফেসবুকেও বিজ্ঞাপন দিতে পারেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

Army Public School, Bengdubi
PO: Bengdubi, Dist : Darjeeling (WB)
Phone No. . 2480238, Mob No: 8207070238

HEADMASTER/HEADMISTRESS OF PRIMARY WING
REQUIRED ON REGULAR BASIS

Army Public School, Bengdubi invites applications from dynamic, experienced candidates having good inter personal communication & IT skills.
Eligibility Criteria :- (a) Graduation in any specialization with minimum 50% marks in each an overall aggregate.(b) B.Ed, M.Ed/ B.El.Ed/ two years diploma in elementary education. (c) Minimum 08 years of teaching experience with atleast of 05years as PRT in a CBSE recognized school.(d) Age- Maximum 55 years and 57 years for ESM/teachers from the same school. (e) Qualified in CTET and OST. (f) IT/Computer literate. (g)Teachers from the same school who fulfill the minimum QR as laid down above would be preferred.
Pay & allowances :- As per School norms.
How to Apply :- Interested candidates may download application form available on school website 'apsbengdubi.org' and submit the same duly completed alongwith passport size photograph, photocopies of all testimonials/ certificates in a sealed envelopes duly marked "Application for the post of Headmaster/Headmistress" by Registered Post/Speed Post / by hand to APS Bengdubi latest by 05 Aug 2025
Incomplete applications and application received after due date will be rejected..
Selection Process :- Through Panel Interview (Only candidates shortlisted, based on qualification, experience and other criteria as may be considered by the Management, will be called for interview. Those who have applied earlier may apply afresh.
Note :-The decision of school management shall be final and binding in candidate selection.

Sd/- Principal

ট্রাইবাল কোঅপারেটিভ মার্কেটিং ডেভেলপমেন্ট ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড (ট্রাইফেড)
(উপজাতীয় বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ভারত সরকার)
প্রধান কার্যালয় : এনএসআইসি বিজনেস পার্ক, এনএসআইসি এস্টেট, ওখলা ফেস-III, ওখলা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া, নিউ দিল্লি-১১০০২০

TRIFED

ট্রাইফেড বিড আমন্ত্রণ জানিয়েছে (জিইএম/২০২৫/বি/৬৪১৭৭৩৪)

ট্রাইবাল কোঅপারেটিভ মার্কেটিং ডেভেলপমেন্ট ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড (ট্রাইফেড) উপজাতীয় বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে তৃতীয় পক্ষের মূল্যায়ন অধ্যায়নের জন্য একটি এজেন্সি নিয়োগের প্রস্তাবনা (আরএফপি) প্রকাশ করছে।

১. নিম্নলিখিত কেন্দ্রীয় সেক্টর স্কিমগুলির কার্যকারিতা মূল্যায়ন করতে : প্রধানমন্ত্রী জনজাতীয় বিকাশ মিশন (পিএমজেভিএম), প্রধানমন্ত্রী জনজাতীয় আদিবাসী ন্যায় মহা অভিযান (পিএমজনমন) এবং উত্তর পূর্বাঞ্চল (পিটিপি-এনইআর) থেকে উপজাতীয় পণ্যের প্রচার।

২. ট্রাইবস ইন্ডিয়া স্টোরগুলির একটি বিস্তারিত প্রয়োজন মূল্যায়ন সমীক্ষা পরিচালনা করতে।

কাজের পরিধি, সময়সীমা, যোগ্যতার মানদণ্ড এবং বিড জমা দেওয়ার শর্তাবলির সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য www.trifed.tribal.gov.in/ www.gem.gov.in-এ পরিদর্শন করুন।

CBC 43104/12/0007/2526

ভর্তি

শিক্ষাবর্ষে 2025-27 D.EL.ED কোর্সে স্বল্প খরচে ভর্তি চলছে। MOB- 9851070787/ 8944884979. Mekhliganj Netaji P.T.T.I, CoochBehar, Pin-735304. President.(S/C)

অ্যাফিডেভিট

আমার আসল নাম Naresh Chandra Sarkar S/O Sudhir Chandra Sarkar. Vill: Dangsal, Ramganj, U.Dinajpur, ভুলবশত আধার ও ভোটার কার্ডে আমার ও আমার বাবার নাম মুদ্রিত হয়েছে যথাক্রমে Naresh Sarkar S/O Sudhir Sarkar এবং Sarkar Nareshchandra, S/O Sudheer. গত 19.07.25 তারিখে ইসলামপুর কোর্টের জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে অ্যাফিডেভিট করে Naresh Chandra Sarkar S/O Sudhir Chandra Sarkar নামে পরিচিত হলাম। উল্লেখ্য, Naresh Chandra Sarkar S/O Sudhir Chandra Sarkar, Naresh Sarkar S/O Sudhir Sarkar এবং Sarkar Nareshchandra, S/O Sudheer একজনেরই নাম ও বাবার নাম।(S/N)

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে ভোলারডাবরী মৌজা, জেএল নং-৫৬, থানা-আলিপুরদুয়ার, জেলা-আলিপুরদুয়ার-এ দাগ নং-৬৫৫ তে মোট ২৪ ডেসিমেল আদিবাসী জমি বিক্রয় হবে যার বাজারমূল্য এগারো লাখ টাকা। যদি কোনও আদিবাসী ক্রেতা এই জমি কিনতে ইচ্ছুক থাকেন, তাহলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের এক মাসের মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করবেন অন্যথায় ধরে নেওয়া হবে যে কোনও আদিবাসী ব্যক্তি উপরোক্ত জমি ক্রয় করিতে আগ্রহী নন-
প্রকল্প আধিকারিক তথা অনগ্রসর কল্যাণ আধিকারিক, অনগ্রসর কল্যান বিভাগ, আলিপুরদুয়ার, ডুয়ার্সকন্যা, ১২১ নং ঘর, আলিপুরদুয়ার জেলা শাসকের কার্যালয়, পোস্ট+থানা+জেলা- আলিপুরদুয়ার
দূরভাষ-০৩৫৬৪-২৫৫৩০৮

সুরক্ষা কাজের মেরামত এবং উন্নতকরণ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ৩৬/ডব্লিউ-২/এপিডিজে তারিখ: ২২-০৭-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার সংখ্যা. ২৩-এপি-III-২০২৫। কাজের নামঃ এসএসই/ডব্লিউ/মালবাজারের অধীনে সিভক-রাঙ্গাপোর মধ্যের তিস্তা সেতুর (সেতু নং. ৫২) সুরক্ষা কাজের জন্যে মেরামত এবং উন্নতকরণ কাজ। টেন্ডার রাশিঃ ১১,৮০,৬৪,১৭১.২৪/- টাকা। বায়না রাশিঃ ৭,৪০,৩০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১২-০৮-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবে ১২-০৮-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং. ইএল-এমএলডিটি-ই-টেন্ডার-৩৭৪, তারিখ ২৩.০৭.২০২৫। সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (জি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর -ঝলঝলিয়া, জেলা - মালদা, পিন- ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) কর্তৃক প্রখ্যাত, অভিজ্ঞ এবং আর্থিকভাবে সঙ্গতিপন্ন সংস্থা/এজেন্সি/ঠিকাদারদের নিকট থেকে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি আহ্বান করা হচ্ছে : কাজের নাম : ০৩ বছরের জন্য সাহেবগঞ্জ, জামালপুরে আরআরআইতে প্রতিষ্ঠিত ৩x১৩.৫ টন ক্ষমতার স্ক্রোল কম্প্রেসার সহ এয়ার কুলড স্ক্রোল মাউন্টেড প্যাকেজড ইউনিট এয়ার কন্ডিশনার-এর বার্ষিক সার্বিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি (এএমসি) এবং ইসিডিস, জঙ্গীপুর রোড, নিউ ফারাক্কা সেন্ট্রাল-এ রিলে রুমে ২x৮.৫ টন প্যাকেজড এসি প্ল্যান্ট ও আহিরনে রিলে রুমে, ধুলিয়ান গঙ্গা, সুজনিপাড়া, নিউ ফারাক্কাতে রিলে হাটে, ২x৫.৫ টন, কালিপ্রীতে ১৬.৫ টন, মহানন্দা ভবনে ৩৮.৫ টন এবং মালদা টাউনে কনফারেন্স রুমে ২২ টনের বার্ষিক সার্বিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি (এএমসি)। টেন্ডার মূল্য : ৮০,০৩,২৯৩.৮৩ টাকা। বায়না অর্থ : ১,৬০,১০০.০০ টাকা। টেন্ডার নথির মূল্য : শূন্য। ই-টেন্ডার দাখিলের তারিখ ও সময় : ৩১.০৭.২০২৫ তারিখ থেকে ১৪.০৮.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩টে ৩০ মিনিট পর্যন্ত। ওয়েবসাইটের বিবরণ ও নোটিস বোর্ড : ওয়েবসাইট - www.ireps.gov.in এবং নোটিস বোর্ড - সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার (জি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন-এর কার্যালয়। টেন্ডারদাতাগণকে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং নথি পড়ে দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। হাতে হাতে দাখিল করা কোনো প্রস্তাব কোনো অবস্থাতেই গৃহীত হবে না।

MLD-120/2025-26
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৮৮০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৯৩০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৪৩৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১১৫৫০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১১৫৬০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

কর্মখালি

হোটেলের জন্য সিকিউরিটি গার্ড (5'9" উচ্চতা), অভিজ্ঞ ক্যাপ্টেন ও মহিলা রিসেপশনিস্ট চাই (থাকা + খাওয়া ফ্রি), M- 9832489908 (C/117549)

•

Leads Overseas Pvt Ltd. কোম্পানিতে কিচেন চিমনি ও ওয়াটার পিউরিফায়ার Manufacturing এর জন্য টেকনিশিয়ান চাই। Salary (11000 - 16000) ESI, PF সহ অন্যান্য সুবিধে। শিলিগুড়ি, Ph- 9832889005 (C117548)

•

শিলিগুড়ি ঝংকার মোড়-এ গাড়ির শোরুম-এর জন্য দিনের গার্ড চাই। বেতন ১০,০০০/- M- 9933119446(C/117664)

অ্যাফিডেভিট

I am Bikram Ram, S/O Jahali Ram, R/O Paschim Jitpur, PO: Alipurduar Junction, Dist: Alipurduar. In birth certificate(Reg No 807,Dt. 23.02.2011) of my son, Aman Ram, my wife's name has been wrongly recorded as Mamata Devi in place of Mamata Ram Devi. Hence, by Affidavit on 24.07.2025 at Alipurduar Ld. 1st class J.M. court, my wife's name has been rectified from Mamata Devi to Mamata Ram Devi. Mamata Devi & Mamata Ram Devi is one and same identical person.(C/117041)

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং. ইএল-এমএলডিটি-ই-টেন্ডার-৩৭৩, তারিখ ২৩.০৭.২০২৫। সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার (জি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর -ঝলঝলিয়া, জেলা - মালদা, পিন- ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) কর্তৃক প্রখ্যাত, অভিজ্ঞ এবং আর্থিকভাবে সঙ্গতিপন্ন সংস্থা/এজেন্সি/ঠিকাদারদের নিকট থেকে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি আহ্বান করা হচ্ছে : কাজের নাম : এসএসই/ই/জি/মালদা টাউন, ভাগলপুর, সাহেবগঞ্জ, জামালপুর-এর আওতাধীনে ০৩ বছরের মেয়াদের জন্য এআরটি ডিজি সেটসমূহ সমেত মালদা ডিভিসনের ৩২টি ডিজির বার্ষিক সার্বিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি। টেন্ডার মূল্য : ৬৬,৪২,৬৫৩.৭৮ টাকা। বায়না অর্থ : ১,৩২,৯০০.০০ টাকা। টেন্ডার নথির মূল্য : শূন্য। ই-টেন্ডার দাখিলের তারিখ ও সময় : ৩১.০৭.২০২৫ তারিখ থেকে ১৪.০৮.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩টে ৩০ মিনিট পর্যন্ত। ওয়েবসাইটের বিবরণ ও নোটিস বোর্ড : ওয়েবসাইট - www.ireps.gov.in এবং নোটিস বোর্ড - সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার (জি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন-এর কার্যালয়। টেন্ডারদাতাগণকে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং নথি পড়ে দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। হাতে হাতে দাখিল করা কোনো প্রস্তাব কোনো অবস্থাতেই গৃহীত হবে না।

MLD-119/2025-26
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

অ্যাফিডেভিট

আমি Sefali Khatun আমার WBBSE অ্যাডমিট কার্ড Roll-106084 N, No-0012 ও সমস্ত পড়াশোনার কাগজপত্রে ও WBCHSE ROLL- 160121, No- 2483 এবং সমস্ত পড়াশোনার কাগজপত্রে আমার বাবার নাম ভুল থাকায় গত 10/07/2025-এ E.M চাঁচল মালদা কোর্টে অ্যাফিডেফিট বলে ভুল সংশোধন করে, আমার বাবার নাম MD. Mostafa থেকে Mostafa করা হলো যা উভয় এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।(C/117662)

•

ড্রাইভিং লাইসেন্স নং WB-6320050963670 আমার নাম এবং বাবার নাম ভুল থাকায় 24-07-25, E.M., সদর , কোচবিহার অ্যাফিডেভিট বলে আমি Gautam Kumar Deb, S/O Bimal Krishna Deb এবং Goutam Kr. Deb, S/O Lt. Bimal Krishna Deb এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। দক্ষিণ খাগড়াবাড়ী, পুণ্ডিবাড়ি, কোচবিহার।(C/117122)

•

ড্রাইভিং লাইসেন্স নং WB-64/57622 আমার নাম এবং বাবার নাম ভুল থাকায় 22.07.25, সদর কোচবিহার E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Ajit Mia, S/O Ajgar Ali Mia এবং Ajit Miah, S/O Ajgar Ali এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। (C/117121)

•

আমি Kalipada Barui. ব্যাঙ্ক-এর বইতে Kalipad Barui থাকায় গত ইং 22/07/25 তারিখে জলপাইগুড়ি E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Kalipad Barui ও Kalipada Barui এক ও একই ব্যক্তি বলে পরিচিত হলাম। ভেমটিয়া, ধূপগুড়ি। (A/B)

•

আমি Mallika Roy আমার ব্যাংক-এর বইতে Malika Roy থাকায় গত ইং 22/7/25 তারিখে জলপাইগুড়ি E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Mallika Roy ও Malika Roy উভয়ই এক ও একই ব্যক্তি বলে পরিচিত হলাম। বাড়ঘরিয়া, ধূপগুড়ি। (A/B)

•

আমি Akhtarujjaman, পিতা Late Golam Rabbani, গ্রাম মজিদপাড়া, পো: ছোট সুজাপুর, কালিয়াচক, মালদা। আমার মেয়ের জন্ম প্রমাণ পত্রে (যার রেজি নং 12934, তাং 21/12/2009) মেয়ের নাম ভুল থাকায় গত 10/07/25 তারিখে মালদা ১ম শ্রেণি J.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে মেয়ের নাম Mst. Afia Mannat থেকে Afia Mannat করা হইল। (C/117663)

আজ টিভিতে

আজ রাঁধুনি বাটায় ইলিশ এবং জাফরানি চিংড়ি রাঁধবেন সীমা পোদ্দার সাহা। **রাঁধুনি দুপুর ১.৩০ আকাশ আট**

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.৩০ রাম লক্ষ্মণ, দুপুর ১.৪০ হরিপদ ব্যান্ডওয়ালা, বিকেল ৪.৫০ কি করে তোকে বলবো, রাত ৮.০৫ দাদা, ১১.১০ শুধু তোমার জন্য
জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ দিওয়ানা, দুপুর ২.০০ পূজা, বিকেল ৫.০০ পিতা মাতা সন্তান, রাত ৯.৩০ বেদের মেয়ে জোসনা, ১২.৪৫ কিডন্যাপ
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৮.০০ মা, দুপুর ১.০০ জোশ, বিকেল ৪.০০ রণক্ষেত্র, সন্ধে ৭.০০ প্রেমী, রাত ১০.০০ ইন্দ্রজিৎ, ১.০০ ঈগলের চোখ
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ অন্তরঙ্গ, সন্ধে ৭.৩০ ওগো বধূ সুন্দরী
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ রিফিউজি
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ মর্যাদা
সোনি ম্যাক্স টু : সকাল ১০.৪৮ জঙ্গ, দুপুর ১.২৬ শোলা অওর শবনম, বিকেল ৪.৫৬ গীতাঞ্জলি, সন্ধে ৭.৫১ আঁখে, রাত ১১.২২ আশিকি
এমএনএক্স : বেলা ১১.১১ ট্রেসার্স, দুপুর ১২.৪৬ সুপারফাস্ট, ২.২৩ রকি, বিকেল ৫.৫১ ব্রেভেন, সন্ধে ৭.২৬ হান্ট টু কিল, রাত ১০.৩২ ওয়াইল্ড কার্ড, ১১.৫৬ অ্যাসল্ট অন ওয়াল স্ট্রিট
মুভিজ নাউ : দুপুর ২.০৯ স্পাইডারম্যান-থ্রি, বিকেল ৫.৫৬ ট্রান্সপোর্টার-টু, সন্ধে ৭.২১ চাইল্ড'স প্লে, রাত ৮.৪৫ রাশ আওয়ার-থ্রি, ১০.১০ রকি-থ্রি, ১১.৪৮ ফাইনাল স্কোর

জোশ দুপুর ১.০০
কালার্স বাংলা সিনেমা

হরিপদ ব্যান্ডওয়ালা
দুপুর ১.৪০ জলসা মুভিজ

ঘোস্ট অ্যাডভেঞ্চার্স
সন্ধে ৬.০৯ ডিসকভারি

স্পাইডারম্যান-থ্রি দুপুর ২.০৯ মুভিজ নাউ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বহুদিনের কোনও চেনা মানুষের দ্বারা আর্থিক ক্ষতি হতে পারে। উচ্চশিক্ষায় বাধা কাটবে। বৃষ : বাবার পরামর্শে লাভবান হবেন। আচমকা পড়ে গিয়ে চোট-আঘাত লাগতে পারে। মিথুন : স্ত্রীর নামে কোনও ব্যবসার পরিকল্পনায় লাভবান হবেন। সংসারে দায়িত্ব বাড়বে। কর্কট : কাউকে উপকার করতে গিয়ে অপমানিত হতে পারেন। তর্কবিতর্ক থেকে নিজেকে দূরে রাখুন। সিংহ : কর্মক্ষেত্রে কাজের চাপ আপনাকে চিন্তায় রাখবে। দূরের কোনও বন্ধুর দ্বারা উপকৃত হবেন। কন্যা : নিজের চেষ্টায় কোনও জটিল কাজের সমাধান করে প্রশংসিত হবেন। ধর্মকর্মে আগ্রহ। তুলা : কর্মক্ষেত্রে নতুন কোনও পরিকল্পনার সফল রূপায়ণ করতে পারবেন। কলাকুশলীদের স্বীকৃতিলাভ। বৃশ্চিক : ব্যবসায় নতুন কোনও লগ্নি এখনই নয়। পড়ুয়ারা অধিক পরিশ্রমের সাফল্য পাবে। ধনু : কর্মপ্রার্থীরা দুপুরের পর ভালো খবর পাবেন। বহুদিনের বকেয়া পাওনা উদ্ধার হতে পারে। মকর : খুব দরকারি কাগজপত্র সাবধানে রাখুন। কর্মক্ষেত্রে নিজের প্রভাব বজায় রাখতে সক্ষম হবেন। কুম্ভ : পারিবারিক দায়িত্ব পালনে ব্যয় বাড়বে। দাম্পত্যে সম্পর্ক অটুট থাকবে। মীন : কাউকে উপকার করতে গিয়ে সমস্যায় পড়তে হতে পারে। নতুন বাড়ি কেনার স্বপ্ন সফল হবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৯ শ্রাবণ, ১৪৩২, ভাঃ ৪ শ্রাবণ, ২৬ জুলাই, ২০২৫, ৯ শাওন, সংবৎ ২ শ্রাবণ সুদি, ৩০ মহরম। সূঃ উঃ ৫।৭, অঃ ৬।২১। শনিবার, দ্বিতীয়া রাত্রি ১১।৩০। অশ্লেষানক্ষত্র অপরাহ্ণ ৫।৩৩। অসৃকযোগ দিবা ৭।৫৮। বালবকরণ দিবা ১১।৪৫ গতে কৌলবকরণ রাত্রি ১১।৩০ গতে তৈতিলকরণ। জন্মে- কর্কটরাশি বিপ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী বুধের দশা, অপরাহ্ণ ৫।৩৩ গতে সিংহরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা। মৃতে- দ্বিপাদদোষ, রাত্রি ১১।৩০ গতে একপাদদোষ। যোগিনী- উত্তরে, রাত্রি ১১।৩০ গতে অগ্নিকোণে। কালবেলাদি ৬।৪৬ মধ্যে ও ১।২৩ গতে ৩।২ মধ্যে ও ৪।৪১ গতে ৬।২১ মধ্যে। কালরাত্রি ৭।৪১ মধ্যে ও ৩।৪৬ গতে ৫।৮ মধ্যে। যাত্রা-নাই। শুভকর্ম- নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- দ্বিতীয়ার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৯।৩০ গতে ১।২ মধ্যে এবং রাত্রি ৮।২৯ গতে ১০।৩৮ মধ্যে ও ১২।৪ গতে ১।৩০ মধ্যে ও ২।১৩ গতে ৩।৩৯ মধ্যে।

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

ঘোষপুকুরকে কেন্দ্র করে ভেজালের কারবার

‘কয়লা’য় ক্ষতি চা শিল্পে

রণজিৎ ঘোষ

প্রতীকী ছবি

শিলিগুড়ি, ২৫ জুলাই : ভেজাল কয়লায় ক্ষতি হচ্ছে চা কারখানার। অথচ কয়লা মাফিয়াদের দাপটে সেই কয়লাই নিতে বাধ্য হচ্ছেন চা মালিকরা! অভিযোগ, তরাইয়ের চা কারখানাগুলিতে যে কয়লা সরবরাহ করা হচ্ছে, সেই কয়লায় প্রচুর ভেজাল মেশানো থাকছে।

ঘোষপুকুরের কয়েকটি জায়গায় উন্নতমানের কয়লা গাড়ি থেকে নামিয়ে তার সঙ্গে মেশানো হচ্ছে পাথর, কাঠের পোড়া অংশ এবং প্রচুর পরিমাণে জল। নর্থবেঙ্গল টি প্রডিউসার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের উপদেষ্টা প্রবীর শীল বলেন, ‘অসম এবং হলদিয়া থেকে এখানকার চা কারখানাগুলিতে কয়লা আসে। সেই কয়লায় বিভিন্ন জায়গায় মারাত্মকভাবে ভেজাল মেশানো হচ্ছে। যার জেরে কারখানার তো ক্ষতি হচ্ছেই, উৎপাদন খরচও মারাত্মক বেড়ে যাচ্ছে। এর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করাটা জরুরি।’ শিলিগুড়ির মহকুমা শাসক অবধ সিংহলের দাবি, বাগান মালিকদের তরফে তাঁকে কিছু জানানো হয়নি। তবে লিখিতভাবে অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন।

শিলিগুড়ি মহকুমা এবং সংলগ্ন উত্তর দিনাজপুর জেলার চোপড়া ব্লক মিলিয়ে ১০০টির বেশি চা কারখানা রয়েছে। এর মধ্যে সেট চা বাগানের সংখ্যা ৬০। বাকিগুলি বটলিফ চা কারখানা রয়েছে। প্রতিটি চা কারখানা চালানোর জন্য প্রতিদিন গড়ে ৬০০০-৮০০০ কেজি ভালো কয়লা প্রয়োজন হয়। মাসে হিসাব কষলে গড়ে ২০০ টনের বেশি কয়লা নেয় এক একটি চা কারখানা। কিন্তু দিন-দিন কয়লায় ভেজালের মাত্রা মারাত্মকভাবে বেড়ে যাওয়ায় আমদানিও বাড়াতে হচ্ছে।

বাগান মালিকরা জানাচ্ছেন, দিনে ৬০০০ কেজি খাঁটি কয়লা দিয়ে কারখানায় দিনভর বয়লার চালু থাকার কথা। কিন্তু ভেজাল মিশ্রিত কয়লার তাপ খুব অল্প সময় স্থায়ী হচ্ছে। ফলে কয়লা কিনতে হচ্ছে। এতে পাল্লা দিয়ে চায়ের উৎপাদন খরচ বাড়ছে। ভেজাল কয়লার বেশিরভাগটাতেই পাথর, মাটি, কাঠের পোড়া অংশ থাকছে। যা মেশিনের ক্ষতি করছে।

চা শিল্পপতি সূত্রে জানা গিয়েছে, মূলত অসমের দিসপুর থেকে এবং হলদিয়া হয়ে ইন্দোনেশিয়ার কয়লা শিলিগুড়ি মহকুমা এবং চোপড়ার কারখানাগুলিতে আসে। এ রাজ্যে কয়লা ঢোকার পরেই বিভিন্ন জায়গায় সেগুলির সঙ্গে ভেজাল মেশানো হচ্ছে। যোগীঘোপা থেকে শুরু করে শিলিগুড়ির ঘোষপুকুর সহ ফাঁসিদেওয়া ব্লকের বিভিন্ন জায়গায় রীতিমতো ভেজাল মেশানোর জন্য বিশেষ ‘ব্যবস্থা’ তৈরি হয়েছে। গাড়ি থেকে উন্নত কয়লার অর্ধেকটা নামিয়ে নিয়ে সেই জায়গায় কালো জলে ধোয়া পাথর, মাটি, পাথুরে বালি এবং কিছুক্ষেত্রে কাঠ পুড়িয়ে সেই গুঁড়োও মেশানো হচ্ছে। বাগান মালিকরা বলছেন, কয়লা কারখানায় পৌঁছানোর পরে সেগুলির মধ্যে কালো রং করা পাথর, মাটি পাওয়া যাচ্ছে। অনেক সময় মেশিনে পাথরগুলি আটকে বয়লার কাজ করা বন্ধ করে দিচ্ছে। কিন্তু কয়লা সিন্ডিকেটের দাপট এতটাই যে কেউ তাতে বাধা দেওয়ার সাহস পাচ্ছেন না। এই পরিস্থিতিতে তাঁরা প্রশাসনিক পদক্ষেপ চাইছেন।

বাড়ছে খরচ

- ৬ হাজার কেজি খাঁটি কয়লায় দিনভর মেশিন চলার কথা
- কয়লায় ভেজাল মেশানো থাকায় কিছুক্ষণই সেটির তাপ স্থায়ী হচ্ছে
- পাল্লা দিয়ে বাড়ছে চায়ের উৎপাদন খরচ
- নষ্ট হয়ে যাচ্ছে মেশিনও

টাকা লুকিয়ে রাখতে ভুয়ো অ্যাকাউন্ট

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৫ জুলাই : ভুয়ো অ্যাকাউন্ট তৈরি করে লক্ষ লক্ষ টাকা লেনদেনের ঘটনায় অভিযুক্ত অজয় দত্তকে জেরা করে চাঞ্চল্যকর তথ্য পেল প্রধাননগর থানার পুলিশ। অবৈধভাবে জমি বিক্রির টাকা প্রশাসনের নজরের বাইরে রাখতে তাঁর ভুয়ো অ্যাকাউন্টের কৌশল, তদন্তে জানতে পেরেছে পুলিশ। এর পিছনে যে একাধিক মাথা রয়েছে, সে ব্যাপারেও অনেকটা নিশ্চিত পুলিশকর্তারা। পাঁচদিনের পুলিশ হেপাজত শেষে শুক্রবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে ধৃতের বিরুদ্ধে জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

সেপ্টেম্বর মাস থেকে এখনও পর্যন্ত ভুয়ো অ্যাকাউন্টটিতে ৫০ লক্ষ টাকা লেনদেন হয়েছে। পুলিশ জানতে পেরেছে, একাধিক অ্যাকাউন্টেও টাকা ট্রান্সফার হয়েছে। যদিও বর্তমানে ভুয়ো অ্যাকাউন্টটি থেকে সমস্ত টাকা তুলে নেওয়া হয়েছে। টাকার উৎসের খোঁজ করতে গিয়ে তদন্তে উঠে আসে বেশ কিছু তথ্য। প্রকৃত প্রদীপ শর্মার প্যান

অবৈধভাবে জমি বিক্রি

কার্ড, আধার কার্ডের নকল তৈরি করে একজনকে প্রদীপ শর্মা সাজিয়ে তাঁকে দিয়ে সেপ্টেম্বরে অ্যাকাউন্টটি খোলেন অজয়। ওই অ্যাকাউন্টে যে ৫০ লক্ষ টাকা ঢুকেছে, তা ঋণের টাকা হিসেবে দেখানো হয়। এই সূত্র ধরে পুলিশ জানতে পারে, দেবীডাঙ্গায় ৫০ লক্ষ টাকায় একটি জমি বিক্রি করে অজয়ের চক্র। ওই জমি এর আগেও একাধিকবার অবৈধভাবে বিক্রি হয়েছে। ক্রেতার বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়ানোর জন্য ভুয়ো অ্যাকাউন্টটি তৈরি করা হয়েছিল। অ্যাকাউন্টটিতে থাকা মোবাইল ফোন নম্বর ও ই-মেল আইডির সূত্র ধরেই অজয়কে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। কিন্তু কে প্রদীপ শর্মার পরিচয়ে ব্যাংকে গিয়েছিল, তা এখনও জানতে পারেনি পুলিশ। অজয়কে জেরা করেও এই সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যায়নি। অবৈধভাবে জমি বিক্রির ক্ষেত্রে মূলত অ্যাকাউন্টে ঢোকা টাকার সূত্র ধরেই জমি মাফিয়াদের গ্রেপ্তার করে পুলিশ। সে কারণেই ভুয়ো অ্যাকাউন্ট তৈরি করে টাকার লেনদেন করা হয়েছিল বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা।

প্রকৃত প্রদীপের বক্তব্য, কয়েকদিন ধরে মোবাইল ফোনে মেসেজ না পেয়ে ব্যাংকে খোঁজ করতে গিয়ে তিনি জানতে পারেন মোবাইল ফোন নম্বর বদলে গিয়েছে। এর কারণ খুঁজতে গিয়ে তাঁর নামে আরও একটি অ্যাকাউন্টের হদিস পান। এরপরেই বিষয়টি তিনি পুলিশকে জানান। তদন্তে নেমেই পুলিশ অজয়ের খোঁজ পায়। ১৯ জুলাই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। তবে প্রদীপের প্যান কার্ড, আধার কার্ড কোথা থেকে অজয়দের কাছে গেল, তা স্পষ্ট নয়। সমস্ত দিকই তদন্ত করে দেখা হচ্ছে বলে জানান প্রধাননগর থানার আইসি বাসুদেব সরকার।

উত্তরকন্যা অভিযানের পর কেটে গিয়েছে পাঁচটা দিন। এখনও শিলিগুড়ির এসএফ রোডে উড়ছে বিজেপির পতাকা। ছবি : সূত্রধর।

তালিকা সংশোধনে নজরদারিতে সংশয়

শিলিগুড়িতে ছন্নছাড়া তৃণমূল

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৫ জুলাই : জেলা সভাপতি নেই, যথারীতি জেলা কমিটিও নেই। ফলে শিলিগুড়িতে ছন্নছাড়া অবস্থায় তৃণমূল কংগ্রেস। দলীয় কর্মসূচি বলতে মাঝেমধ্যে পার্টি অফিসে বৈঠক আর রাজ্য থেকে কর্মসূচি দিলে তা কোনওক্রমে পালন। এরই মধ্যে ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ শুরু হওয়ায় তা কীভাবে হবে, সংশয়ে নেতা-নেত্রীরা। ভোটার তালিকা থেকে ভুয়ো ভোটারের নাম বাদ দেওয়া, প্রকৃত ভোটারের নাম অন্তর্ভুক্তিতে বড় ভূমিকা থাকে শাসকদলের। কিন্তু নেতা-নেত্রীদের নির্দেশ কে দেবেন?

দলের জেলা চেয়ারম্যান সঞ্জয় টিব্রুয়াল বলেছেন, ‘রাজ্য নেতৃত্ব নিশ্চয়ই শিলিগুড়ি নিয়ে ভাবছে। তবে, জেলা সভাপতি বা জেলা কমিটি না থাকলেও আমরা সবাই মিলে শিলিগুড়িতে খুব ভালোভাবে দলের কাজকর্ম করছি।’

বছর ঘুরলে যেহেতু বিধানসভা নির্বাচন, তাই সেদিকে নজর রেখে গত ১৬ মে রাজ্যজুড়ে প্রতিটি জেলায় চেয়ারম্যান, জেলা সভাপতি অথবা কোর কমিটি ঘোষণা করেছে তৃণমূল। ওই তালিকায় দার্জিলিং জেলার সমতলে সঞ্জয় টিব্রুয়ালকে চেয়ারম্যান করা হলেও, জেলা সভাপতির নাম ছিল না। পাশাপাশি, উত্তর ২৪ পরগনার জেলা চেয়ারম্যান ও জেলা সভাপতির নাম পরে ঘোষণা হবে বলে ওইদিন জানানো হয়েছিল। তালিকা প্রকাশের ১৫ দিনের মাথায় উত্তর ২৪ পরগনা জেলা কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু দার্জিলিং জেলা সমতলের জেলা সভাপতির নাম এখনও ঘোষণা করা হয়নি। যা নিয়ে দলের অন্দরেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। কেউ মজা করে বলছেন, ‘দল হয়তো শিলিগুড়ি নিয়ে ভাবছেই না।’ কেউ আবার বলছেন, ‘শিলিগুড়িকে কেন্দ্র করে আগামী বিধানসভা ভোটে তেমন কোনও আশা নেই দেখেই দল চুপচাপ রয়েছে।’

দলের একটি সূত্রে জানা গিয়েছে, দার্জিলিং জেলা সমতলে জেলা সভাপতি না করে নয় সদস্যের কোর কমিটি তৈরি হতে পারে। পাশাপাশি, শহরের তিনটি ব্লক কমিটি ভেঙে ছ’টি ব্লক কমিটি তৈরি হবে। এই সূত্র মানা হলে এখানে দল চাঙ্গা হবে বলে অনেকেই মনে করছেন। কিন্তু সেই কমিটি ঘোষণা কবে হবে, সেই জল্পনার অন্ত নেই।

এরই মধ্যে ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ শুরু হচ্ছে। বিধানসভা ভোটের কথা মাথায় রেখে ভোটার তালিকা নিয়ে দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যজুড়ে দলের সমস্ত স্তরের নেতা-কর্মীদের নজরদারির নির্দেশ দিয়েছেন। এই কাজ করার জন্য প্রতিটি জেলায় জেলা সভাপতির ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। কিন্তু দার্জিলিং জেলায় (সমতল) জেলা সভাপতি নেই, কমিটি নেই। তাহলে এখানে কীভাবে সেই নজরদারি হবে, সেই প্রশ্ন উঠছে।

অন্যদিকে, জেলা সভাপতি না থাকায় নেতা-নেত্রীদের একাংশ মর্জিমাফিক কর্মসূচি নিচ্ছেন বলে অভিযোগ উঠছে। গত ১৮ জুলাই দলের জেলা চেয়ারম্যান, যুব সভাপতিকে অন্ধকারে রেখে শহরে একটি বাইক র‍্যালি করেন। যে র‍্যালিতে দলের প্রাক্তন যুব সভাপতি, দলের প্রাক্তন জেলা সভানেত্রী অংশ নিয়েছিলেন।

প্রশ্ন অন্দরে

- জেলা সভাপতি না থাকায় নেই জেলা কমিটি, রয়েছেন শুধু চেয়ারম্যান
- কেন জেলা সভাপতির নাম ঘোষণা হচ্ছে না, প্রশ্ন উঠছে দলের মধ্যেই
- ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজে, নজরদারি কীভাবে, সংশয়ে নেতা-নেত্রীরা

পানিট্যাঙ্কিতে ধৃত বাংলাদেশি

খড়িবাড়ি, ২৫ জুলাই : ভারত-নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কিতে ফের এসএসবি-র জালে ধরা পড়েছেন এক বাংলাদেশি। শুক্রবার গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে এসএসবি-র ৪১ নম্বর ব্যাটালিয়নের স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ পানিট্যাঙ্কি সংলগ্ন চরনাজোত এলাকায় অভিযান চালায়। ধৃতের নাম অত্যেত রায়। তিনি আদতে বাংলাদেশের ঠাকুরগাঁও জেলার বাসিন্দা। ধৃতের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে বাংলাদেশের জাতীয় পরিচয়পত্র ও শিক্ষাগত যোগ্যতার শংসাপত্র। ধৃতকে এদিন খড়িবাড়ি পুলিশের হাতে তুলে দেয় এসএসবি। পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে। খড়িবাড়ি থানার ওসি অভিজিৎ বিশ্বাস বলেন, ‘শনিবার ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হবে। ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।’

ধৃতকে এসএসবি আটক করে পানিট্যাঙ্কি বিওপিতে নিয়ে এসে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। ধৃত এসএসবি-র আধিকারিকদের জানান, বাংলাদেশে হাসিনা সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভের সময় তিনি হাসিনার পক্ষে সমাজমাধ্যমে একটি পোস্ট করায় সেখানকার মৌলবাদী সংগঠনগুলি তাঁর ওপর অত্যাচার শুরু করে। প্রাণে বাঁচতে তিনি এদেশে এসেছিলেন।

জিজ্ঞাসাবাদ থেকে জানা যায়, ধৃত প্রায় ৬ মাস আগে চোরাপথে রায়গঞ্জ সীমান্ত দিয়ে এক দালালের মাধ্যমে ১২ হাজার টাকার বিনিময়ে কাঁটাতারের বেড়া টপকে ভারতে প্রবেশ করেছিলেন। তার পরেরদিন সকালে রায়গঞ্জ থেকে বাসে করে শিবমন্দিরে এসেছিলেন। এরপর তিনি পানিট্যাঙ্কিতে আশ্রয় নেন। শিবমন্দিরে ৫ মাস শ্রমিকের কাজ করার পর বুড়াগঞ্জের খয়েরমণিজোতে তেজপাতার ব্যবসা শুরু করেছিলেন।

স্থানীয় প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্যের বাড়ির সামনে মহিলাদের জটলা। শুক্রবার বড় ঝাড়ুজোতে।

অপরিস্রুত জল খেয়ে ডায়ারিয়া, জ্বর

পাম্পসেট বন্ধ, বিক্ষোভ মহিলাদের

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ২৫ জুলাই : পানীয় জলের দাবিতে নকশালবাড়িতে বিক্ষোভ স্থানীয় মহিলাদের। নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের বড় ঝাড়ুজোতের একমাত্র মার্ক-টু টিউবওয়েলটি নষ্ট হয়ে গিয়েছে অনেকদিন আগেই। তারপর এতদিন গ্রামবাসী পাম্পসেট চালিয়ে জল তুলে পান করতেন। তিন সপ্তাহ ধরে পাম্প চালানো হচ্ছে না। ফলে রিজার্ভারে জল নেই। প্রতিদিন জলের জন্য কলের সামনে হত্যে দিয়ে পড়ে থাকলেও খালি হাতেই ফিরতে হয় সবাইকে। শুক্রবার বাধ্য হয়ে বাসিন্দারা নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে গিয়ে পঞ্চায়েত প্রধানকে নিজেদের সমস্যার কথা জানিয়ে লিখিত অভিযোগ করেন।

এই এলাকাটিতে প্রায় চারশো পরিবারের বসবাস। অধিকাংশ পরিবারই কৃষক এবং দিনমজুর। নুন আনতে পান্তা ফুরোয় অবস্থা সকলের। স্থানীয় বাসিন্দা শান্তি সিংহ জানালেন, দুই মাস আগে মার্ক-টু টিউবওয়েলটি নষ্ট হয়ে যায়। বছরদুয়েক আগে এলাকায় তৈরি গ্রাম পঞ্চায়েতের পানীয় জলপ্রকল্প থেকে এতদিন জল মিলত। এখন তো সেটাও চলছে না। তাঁর কথায়, ‘গ্রামজুড়ে জলের জন্য হাহাকার শুরু হয়েছে। যাঁদের টাকা আছে, তাঁরা জল কিনে পান করছেন। আমরা গরিবরা কোথায় যাব?’

> গ্রামজুড়ে জলের জন্য হাহাকার শুরু হয়েছে। যাঁদের টাকা আছে, তাঁরা জল কিনে পান করছেন। আমরা গরিবরা কোথায় যাব?
>
> -শান্তি সিংহ *স্থানীয় বাসিন্দা*

কিন্তু পাম্পসেট চালানো হচ্ছে না কেন? স্থানীয়রা জানালেন, পাম্পসেট চালানোর সুইচটি প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্য গৌতম সিংহের বাড়িতে রয়েছে। কিন্তু সেই বাড়ি গত তিন সপ্তাহ ধরে তালাবন্ধ। বাড়িতে কেউ নেই। ফলে রিজার্ভারে জলও উঠছে না, বাসিন্দারা জলও পাচ্ছেন না। এদিন তাঁর বাড়ির সামনেও বিক্ষোভ দেখান মহিলারা।

তিন সপ্তাহ ধরে বাসিন্দারা কুয়ো, নদী ও ঝোরার জল খেয়েই দিন কাটাচ্ছেন। দিনের পর দিন অপরিস্রুত জল খেয়ে কেউ ভুগছেন জ্বরে, কারও হচ্ছে পেটের রোগ। এলাকাবাসী পূর্ণিমা কর্মকার বলেন, ‘কুয়োর জল খেয়ে এলাকার শিশু থেকে বয়স্ক সকলে পেটের রোগে ভুগছেন। অনেকের আবার ডায়ারিয়াও হয়ে গিয়েছে। এখন আমরা কী করব?’

মমতা বর্মন নামক আরেক বাসিন্দার অভিযোগ, বিদ্যুতের খরচ বহন করতে না পেরে প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্যের বাড়ির লোক সেটা বন্ধ করে দিয়েছেন। নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান বিশ্বজিৎ ঘোষ অবশ্য আশ্বাসের বাণী শোনালেন। তিনি বললেন, ‘এলাকাবাসীর অভিযোগ হাতে পেয়েছি। প্রশাসনের সহযোগিতা নিয়ে ওই এলাকায় প্রকল্পটি পুনরায় চালু করা হবে।’ তাঁর সংযোজন, ‘যাঁদের বাড়িতে পাম্প চালানোর সুইচ রয়েছে, তাঁদের সঙ্গেও আমরা আলোচনা করব। মার্ক-টু টিউবওয়েলটিও মেরামত করা হবে।’

থানায় বিক্ষোভ

বাগডোগরা, ২৫ জুলাই : মাটিগাড়া ব্লক কংগ্রেসের তরফে শুক্রবার মাটিগাড়া থানায় বিক্ষোভ দেখানো হয়। বিভিন্ন রাজ্যে বাংলাভাষী পরিযায়ী শ্রমিকদের ওপর অত্যাচারের ঘটনার প্রতিবাদ জানানো হয়। মাটিগাড়া এলাকায় মাদকের কারবার এবং মাদকাসক্তের সংখ্যা বেড়ে যাওয়া, আইনশৃঙ্খলার অবনতির মতো বিষয়েরও প্রতিবাদ জানানো হয়। পরে থানার আইসিকে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। মাটিগাড়া ব্লক কংগ্রেসের সভাপতি সুব্রত কুণ্ডু, দার্জিলিং জেলা কংগ্রেসের আহ্বায়ক সুবীন ভৌমিক, সহ আহ্বায়ক জীবন মজুমদার, অমিতাভ সরকার, আলি আক্তার মোসেলউদ্দিন, অম্লান মুন্সী প্রমুখ এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন।

পরিযায়ীদের ফেরাতে উদ্যোগ

গোয়ালপোখর, ২৫ জুলাই : হরিয়ানার পানিপতে বাংলাদেশি সন্দেহে আটক গোয়ালপোখরের শ্রমিকদের ফিরিয়ে আনতে প্রশাসনিক তৎপরতা শুরু হয়েছে। শুক্রবার থেকে একটি হেল্পলাইন নম্বর চালু করা হয়েছে, যাতে শ্রমিকরা সেখানে তাঁদের সমস্যার কথা জানাতে পারেন। গোয়ালপোখরের বেশ কয়েকজন শ্রমিক পানিপতের বিভিন্ন কাপড়ের কারখানায় কাজ করছিলেন। বাংলাদেশি নাগরিক সন্দেহে সম্প্রতি তাঁদের হরিয়ানার বিভিন্ন থানায় আটক করা হয়েছে। আটক শ্রমিকদের উপর মানসিক নির্যাতন চালানোর অভিযোগ উঠেছে। প্রশাসন জানিয়েছে, সমস্যা মেটাতে ৯৬৩৫৪৩৭২৮৭ নম্বরে একটি হেল্পলাইন চালু করা হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা আজাদ আলি বলেন, ‘আমরা চাই আমাদের মানুষ নিরাপদে ঘরে ফিরে আসুক। প্রশাসনের এই পদক্ষেপ আমাদের মধ্যে আশার আলো জাগিয়েছে।’ উত্তর দিনাজপুর জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি গোলাম রসুলের বক্তব্য, ‘সমস্যা দ্রুত মেটাতে চেষ্টা চলছে।’

গ্রামে মাদকের কারবার রুখতে ‘সোর্স’ পড়ুয়ারা

রাহুল মজুমদার

ফাঁসিদেওয়া, ২৫ জুলাই : মাদকের কারবারে অতিষ্ঠ গ্রামীণ পুলিশ। ফাঁসিদেওয়া থেকে শুরু করে নকশালবাড়ি, খড়িবাড়ির ভারত-নেপাল সীমান্ত এলাকায় মাদকের কারবার মারাত্মক আকার নিচ্ছে বলে অভিযোগ। প্রায়ই ওই এলাকায় অভিযান চালিয়ে একাধিক কারবারিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। মাদকের কারবার রুখতে এবং সচেতনতা বাড়াতে এবার পড়ুয়াদের থেকেও পরামর্শ চাইছে দার্জিলিং জেলা পুলিশ। তাই শিলিগুড়ি মহকুমা এলাকার বিভিন্ন স্কুল এবং কলেজে গিয়ে শিবির করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দার্জিলিং জেলা পুলিশ। সেইমতো তারা কাজও শুরু করে দিয়েছে। নকশালবাড়ির এসডিপিও আশিস কুমারের বক্তব্য, ‘মাদকের কারবার রুখতে পড়ুয়াদের সচেতন করা হচ্ছে। এই সমাজে পড়ুয়াদের একটা বড় ভূমিকা রয়েছে। প্রয়োজনে তারা আমাদের গোপনে মাদক কারবারিদের খোঁজও দিতে পারবে।’

শিলিগুড়িতে পুলিশের স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ তৈরি হওয়ার পর মাদকের বিরুদ্ধে অলআউট অভিযান শুরু হয়। এর জেরে শিলিগুড়ির ঝংকার মোড়ের মাদকের কারবারি তামান্না ও তাঁর স্ত্রী সহ একাধিক বড় মাদক কারবারি সমস্যায় পড়েন। এর জেরে শহর ছেড়ে অনেক কারবারিই এই মুহূর্তে গ্রামীণ এলাকায় গা-ঢাকা দিয়েছেন। মূলত পানিট্যাঙ্কিতে ভারত-নেপাল সীমান্ত, খড়িবাড়ি, নকশালবাড়ি, ফাঁসিদেওয়ার একাধিক এলাকায় এই কারবারিরা গোপন পরিচয়ে থাকতে শুরু করেছেন। সেখানেই তাঁদের কারবারের সাম্রাজ্য খুলে বসেছেন। মালদা, মুর্শিদাবাদ থেকে মাদক নিয়ে শিলিগুড়িতে প্রবেশ করা এখন কারবারিদের পক্ষে সহজ নয়। বিহার মোড় পার হলেই ধরা পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই সেফ করিডর হিসেবে গ্রামীণ এলাকাকেই বেছে নিচ্ছেন কারবারিরা। নেপাল ও বিহার সীমান্ত এলাকায় তুলনায় সহজে মাদক আনতে পারছেন কারবারিরা। গত এক বছরে গ্রামীণ এলাকা থেকে কয়েক কোটি টাকার ব্রাউন সুগার উদ্ধার হয়েছে। উদ্ধার হয়েছে নগদ টাকাও।

দিন পাঁচেক আগে খড়িবাড়িতে মালদার কালিয়াচকের বাসিন্দা দীপঙ্কর মণ্ডলকে ৫১১ গ্রাম ব্রাউন সুগার সমেত গ্রেপ্তার করেছে খড়িবাড়ি থানার পুলিশ। উদ্ধার হয়েছে নগদ চার লক্ষ টাকা। সেইসঙ্গে গ্রেপ্তার হয়েছেন স্থানীয় হ্যান্ডলার এম সাবির। এরপরেই জেলা পুলিশের তরফে সিদ্ধান্ত হয় গ্রামীণ এলাকার বিভিন্ন কলেজ-স্কুলে সচেতনতার পাঠ দেবে পুলিশ। সেইমতো বুধবার ঘোষপুকুর কলেজের পড়ুয়াদের সচেতন করা হয়েছে। কীভাবে কারবারিদের শনাক্ত করা যায়, কোথাও বিক্রি হলে কী করে পুলিশকে জানানো যায় সেই বিষয়ে জানানো হয়েছে। পুলিশকর্তারা নিজেদের ফোন নম্বরও দিয়েছেন। পড়ুয়াদের পরিচয় গোপন রাখা হবে বলে জানানো হয়েছে।

বাইক চুরি, গ্রেপ্তার ২

শিলিগুড়ি, ২৫ জুলাই : শহরে এসে বাইক চুরি করে ময়নাগুড়িতে নিয়ে পালায় দুই দুষ্কৃতী। শেষমেশ বিক্রির উদ্দেশ্যে ময়নাগুড়িতে ঘোরাঘুরির সময় ময়নাগুড়ি থানার সহযোগিতায় অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করল মাটিগাড়া থানার পুলিশ।

২১ তারিখ রাতে মাটিগাড়া থানা এলাকার পেট্রোল পাম্পের সামনে থেকে একটি বাইক খোয়া যায়। এরপর বাইকের মালিক গত বুধবার মাটিগাড়া থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে পুলিশ বুঝতে পারে, ঘটনায় জড়িত দুই তরুণই বাইরের জেলার। সংলগ্ন জেলার থানাগুলোতে খোঁজ নিয়ে ময়নাগুড়ির সূত্র মেলে। মাটিগাড়া থানার পুলিশের একটি টিম ময়নাগুড়িতে পৌঁছে চুরি যাওয়া বাইক সহ পাচারকারীদের পাকড়াও করে।

ধৃত দুজন ময়নাগুড়ির আনন্দনগরের বাসিন্দা। ধৃতদের নাম স্বপ্নময় দাস ও রুপল দেবগুপ্ত। রুপলের বিরুদ্ধে ময়নাগুড়ি থানায় মাদক পাচারের অভিযোগ রয়েছে। শুক্রবার ধৃত দুজনকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। রুপলের সঙ্গে স্বপ্নময়ের কীভাবে যোগাযোগ হল, মাদক ছেড়ে হঠাৎ বাইক চুরির সঙ্গে রুপল জড়িয়ে পড়ল কীভাবে, তদন্ত করছে পুলিশ।

অন্য সমাজের স্বপ্ন দেখিয়ে সংবর্ধিত ত্রয়ী

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ২৫ জুলাই : সহপাঠী যে ক্লাসে আসছে না তা বেশ কয়েকদিন ধরেই নজরে আসছিল। এমনটা তো হওয়ার কথা নয়! সেই সহপাঠী তো প্রতিদিন পেছনের বেঞ্চে বসে একমনে ক্লাস করত! তাহলে ক্লাসে না আসার কারণ কী? গাঠিয়া চা বাগানের সান্দু লাইনের রিশিকা শবরের মনে কু-ডাকে। নাগরাকাটা হিন্দি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের একাদশ শ্রেণির ওই ছাত্রী ঘটনার কথা তার সঙ্গী খুশবু মুন্ডাকে জানায়। খুশবু লুকসানের লালবাহাদুর শাস্ত্রী বাংলা-হিন্দি স্মারক হাইস্কুলে দশম শ্রেণিতে পড়ে। এতটুকু দেরি না করে দুজনে গিয়ে সেই গরহাজির মেয়েটির বাড়িতে উপস্থিত হয়। সেখানে গিয়ে পরিবারের অনটনের বিষয়টি জানা যায়। জানা যায়, স্কুল নয়, সহপাঠী কাজে ঢুকবে বলে সিদ্ধান্ত হয়েছে। সহপাঠীর বাড়ির লোককে হাজার বুঝিয়েও লাভ হয়নি। এরপর রিশিকা ও খুশবু ঘটনার কথা এলাকার চাইল্ড প্রোটেকশন কমিটির বড়দের জানায়। তাঁরা এরপর উদ্যোগী হয়ে ড্রপআউটের দোরগোড়ায় থাকা ওই ছাত্রীকে ফের স্কুলে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। এমন উদাহরণ সেখানে আরও আছে।

বানারহাটের দেবপাড়া চা বাগানের হসপিটাল লাইনে শশীকান্ত গোয়ালা নামে দশম শ্রেণির এক ছাত্রের বাড়ি। সে বানারহাট হাইস্কুলে পড়াশোনা করে। তল্লাটে কেউ প্রলোভনে পড়ে পাচারের শিকার হচ্ছে কি না সেই খবরাখবর সে রেখে চলে। বছর দুয়েক আগের ঘটনা। এমনই কিছু একটা হতে চলেছে আগাম অনুমান করে সেখানকার নায়েক লাইনের একটি মেয়ে যে বিপদে পড়তে পারে তা সে এলাকার চাইল্ড প্রোটেকশন কমিটিকে জানায়। সবার মিলিত উদ্যোগে মেয়েটি রক্ষা পায়। ওই তিনজনের ধারাবাহিক সামাজিক কাজের বিষয়টি এবারে কলকাতায় ঝলমলিয়ে উঠবে। ৩০ জুলাই বিশ্ব মানব পাচার বিরোধী দিবসে রাজ্য শিশু সুরক্ষা কমিশন তাদের সংবর্ধনা জানাবে। আরও আছে। চা শ্রমিক কন্যা রিশিকা সেদিনের জন্য প্রতীকী হিসেবে কমিশনের কলকাতার দপ্তরে চেয়ারপার্সনের ভূমিকা পালন করবে। রাজ্য শিশু সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপার্সন তুলিকা দাস বলেন, ‘ওদের আরও ভালো কাজে উদ্বুদ্ধ করতেই এই উদ্যোগ।’

শিশু সুরক্ষা কমিশনের পক্ষ থেকে প্রতি বছর ৩০ জুলাই দিনটিকে একটু অন্যভাবে পালন করা হয়। ব্যতিক্রমী ছাপ ফেলা সমাজমনস্ক শিশুদের সেখানে কুর্নিশ জানানো হয়। উত্তরের চা বাগান থেকে এই প্রথম তিন স্কুল পড়ুয়া ওই অনুষ্ঠানে যাচ্ছে। প্রত্যেকেই আবার প্রথমবারের জন্য তিলোত্তমায় পা রাখতে চলেছে। রিশিকা বলছে, ‘আমাদের নিয়ে যে ভাবা হতে পারে তা কখনও কল্পনাও করিনি। খুবই ভালো লাগছে। সেদিন কত বড় মানুষের সান্নিধ্য পাব। দিনটি জীবনের পরম পাওনা হয়ে থাকবে।’ বিভিন্ন চা বাগান থেকে স্কুলে যাতায়াতের সমস্যা রয়েছে বলে রিশিকা ও খুশবু জানাচ্ছে। আরও গাড়ি প্রয়োজন। বিষয়টি তারা ভবিষ্যতে নানা মহলে তুলে ধরতে চায়।

রিশিকা শবর।

খুশবু মুন্ডা।

শশীকান্ত গোয়ালা

রোগা হওয়া কি অতই সহজ

টক অফ দ্য টাউন

শিলিগুড়ি, ২৫ জুলাই : বাকি আর দু'মাস। এর মধ্যে ভুঁড়ি কমাতে না পারলে পুজোর সাজ মাঠে মারা যাবে। 'মিন্ত্রা'র কার্টে বেশ কয়েকটি টি-শার্ট, কুর্তা জমিয়ে রেখেছে রাজ। কোন সেলুন থেকে চুল কাটাবে, ফেসিয়াল করাবে- ঠিক করে ফেলেছে সব। সপ্তমীর সন্ধ্যায় একেবারে চমকে দিতে চাইছে ঈশাকে। কিন্তু ভুঁড়িটাই চিন্তার কারণ।

কী করি কী করি, ভাবতে ভাবতে গুগল-দেবতার শরণাপন্ন হল রাজ। সেখানে ডায়েট চার্ট আর শরীরচর্চার রুটিন দেখে চোখ কপালে ওঠার জোগাড়। এত খাটুনির ধকল সইতে পারবে না সে। সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মনে পড়ল, সেই যে একবার পশ্চিম ভক্তিনগরে গিয়েছিল কোনও একটি কাজে। দেওয়ালের গায়ে সাঁটা পোস্টার পড়েছিল চোখে, 'পরিশ্রম ছাড়াই দ্রুত ওজন ও ভুঁড়ি কমান'।

পরিশ্রম ছাড়া? সত্যিই সম্ভব? এত গভীরে ভাবার সময় নেই। একবার গিয়ে দেখাই যাক না। যেতে যেতে একইরকম পোস্টার নজরে এল দেশবন্ধুপাড়ায়। পুরোটা একবার পড়ে নিয়ে মনটা বেশ ফুরফুরে হয়ে গেল রাজের। জিভে লাগাম পরাতে না পেরে বা অন্য কোনও ভাবে শরীরে জমা মেদ ঝরে যাক, কে না চায় বলুন তো।

পশ্চিম ভক্তিনগরে ওই প্রতিষ্ঠান খুলেছেন এক ব্যক্তি। নিজেকে ওয়েলনেস কোচ হিসেবে দাবি করেন। লেখেন প্রেসক্রিপশনও। সেখানে অবশ্য তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতার কোনও উল্লেখ নেই। এব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে ব্যক্তিটি জানিয়েছেন, উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন তিনি। একটি ঘরে চলছে ওই সেন্টার। রোগা হতে নাম লিখিয়েছেন একঝাঁক তরুণ-তরুণী থেকে প্রবীণ। ঘরে কয়েকটি চেয়ার পাতা। এককোনায় এক ভদ্রলোক ছোট অফিস টেবিল সামনে নিয়ে বসে রয়েছেন। আরেক কোনায় অন্য এক ব্যক্তি মিক্সার গ্রাইন্ডারে বিশেষ ধরনের পানীয় বানাচ্ছেন। সেই পানীয় গ্লাসে ভরে এনে এক তরুণী তুলে দিচ্ছেন ওজন ও ভুঁড়ি কমানোর স্বপ্ন দেখা ছেলেমেয়েদের হাতে। ওই

প্রতীকী ছবি/ -এআই

ব্যক্তির দাবি, পানীয়টি খেলে কমবে ওজন। সঙ্গে শুধু বন্ধ রাখতে হবে দুপুরের খাবার। খরচ কত? মাসিক সাত হাজার দুশো পঞ্চাশ টাকা।

এই 'ওয়েলনেস কোচ' অবশ্য খাদ্যপ্রেমীদের চটাতে চান না। পোস্টারে সেই বার্তা স্পষ্ট, 'পছন্দের খাবার খাওয়া যাবে'। যদিও প্রেসক্রিপশনের নীচে ফাস্ট ফুড, রেড মিট, দুধ ও মিষ্টি ইত্যাদি কয়েকটি খাবার এক মাস কম খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। অর্থাৎ, শুধুমাত্র দুপুরে খাওয়া বন্ধ রেখে তাঁর দেওয়া দাওয়াই খেলে দিনে বাকি সময় ইচ্ছেমতো উদরপূর্তি চলতে পারে।

দাওয়াই হিসেবে কী দিচ্ছেন? এক গ্লাস করে এনার্জি ড্রিংক ও নিউট্রিশন ড্রিংক।

শুধুমাত্র এই একটি প্রতিষ্ঠান কিন্তু নয়। শিলিগুড়ির মূল রাস্তা থেকে অলিগলি ঘুরলে এমন প্রচুর পোস্টার চোখে পড়বে। যেখানে পরিশ্রম ছাড়াই কার্যসিদ্ধির হাতছানি রয়েছে। কতটা বিজ্ঞানসম্মত এমন বিজ্ঞাপন? শহরের প্রখ্যাত চিকিৎসক শঙ্খ সেনের সাফ কথা, 'সুগার বা প্রেশার কমানোর থেকেও কঠিন হল ওজন কমানো। এর জন্য সঠিক বৈজ্ঞানিক পন্থা মেনে চলা উচিত। একবেলা খাওয়া বন্ধ রাখা একমাত্র সমাধান নয়।'

যাঁরা নিয়মিত জিমে গিয়ে ঘাম ঝরাচ্ছেন, তাঁরাও পোস্টার দেখে নিরাশ হচ্ছেন। কারণ, সেখানে লেখা 'NO GYM'। সুধাংশু সাহা নামে এক জিম ট্রেনারের কথায়, 'এরকম বহু পোস্টার আগেও সাঁটা হয়েছে। তবে দীর্ঘদিন হেলথ ড্রিংক খেয়ে কাঙ্ক্ষিত ফল না পেয়ে অনেকের ভুল ভেঙেছে। এমন বহু সেন্টারের ঝাঁপ বন্ধ হয়েছে শহরে। মেদ ঝরাতে দৈহিক পরিশ্রমের কোনও বিকল্প নেই।'

নিয়ম অনুযায়ী, একজন পুষ্টিবিদ বা ফিটনেস কোচকে তাঁর যোগ্যতার পরিচয় স্পষ্ট করে চেম্বার খুলতে হবে। এপ্রসঙ্গে পুষ্টিবিদ ডঃ প্রজ্ঞা চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিক্রিয়া, 'পড়াশোনা করে রেজিস্ট্রেশন নিয়ে প্র্যাকটিসের অনুমতি পেয়েছি। উচ্চমাধ্যমিক পাশ করে এই পেশার সঙ্গে যুক্ত হওয়া কখনোই সম্ভব নয়। একেকজনের শারীরিক চাহিদা একেকরকম। কারও ক্ষেত্রে প্রোটিন ও ভিটামিন বেশি, কারও ক্ষেত্রে আবার কম প্রয়োজন। কারও কারও শরীর নির্দিষ্ট কিছু উপাদান সহ্য করতে পারে না বা কম পরিমাণে পারে। এবার যদি সকলের ওপর কেউ একই ধরনের পন্থা প্রয়োগ করে, সেক্ষেত্রে গুরুতর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।'

অতএব ভাবিয়া করিও কাজ, করিয়া ভাবিও না...

খুনে যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্তর জামিন

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ২৫ জুলাই : দুই ব্যবসায়ী খুনে নিম্ন আদালতে যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত অভিযুক্তকে শর্তসাপেক্ষে জামিন দিল কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চ। পুলিশ আদালতে সঠিক তথ্যপ্রমাণ দাখিল করতে না পারায়, বিচারপতি জামিন দিয়েছেন বলে জানান অভিযুক্ত সুরেন্দ্রকুমার মিশ্রর আইনজীবী অখিল বিশ্বাস।

২০১৩ সালে রংটংয়ের কাছে খাদের থেকে নেপালের দুই ব্যবসায়ী গঙ্গাভূষণ রাঠি ও চন্দ্রপ্রসাদ জুরেলের পঁচাগলা মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। অভিযোগ ওঠে, নেপালের ওই দুই ব্যবসায়ীকে শিলিগুড়ির মাটিগাড়া থানা এলাকা থেকে অপহরণ করে খুন করা হয়। দুই ব্যবসায়ী পরিবারের তরফে পুলিশকে জানানো হয়, ১০ জানুয়ারি গঙ্গাভূষণ এবং চন্দ্রপ্রসাদ শিলিগুড়ি আসার জন্য নেপাল থেকে রওনা দেন।

এরপরেই তাঁরা নিখোঁজ হয়ে যান। অনেক খোঁজ করেও আত্মীয়রা খোঁজ পায়নি। ১১ জানুয়ারি রাতে বাড়ির লোকদের ফোন করে দুই লক্ষ মার্কিন ডলার মুক্তিপণ দাবি করা হয়। প্রথমে পুলিশকে না জানিয়ে পরিবার দুটির তরফে ৫০ লক্ষ টাকা দেওয়া হয় অপহরণকারীদের। কিন্তু এরপরেও ব্যবসায়ীদের ছাড়া হয়নি। এরপর পুরো বিষয়টি জানিয়ে শিলিগুড়িতে পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন ব্যবসায়ীদের পরিবারের সদস্যরা।

সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে পুলিশ বোলপুরে দার্জিলিং মেল থেকে নগদ ৫০ লক্ষ ১১ হাজার টাকা সহ সুরেন্দ্রকুমারকে গ্রেপ্তার করে। সেই ঘটনায় অভিযুক্তের কাস্টডিয়াল ট্রায়াল চলছিল। প্রায় ১১ বছর পর ২০২৪ সালের ২৪ এপ্রিল শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতের বিচারক অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং ১৫ হাজার টাকা জরিমানার নির্দেশ দেন।

মহকুমা আদালতের ওই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে আবেদন করেন সুরেন্দ্রকুমার। যার শুনানি চলে জলপাইগুড়ির সার্কিট বেঞ্চে। শুনানিতে তাঁর আইনজীবীরা বিচারপতিকে জানান, ইতিমধ্যে ১১ বছর জেল খেটেছে সুরেন্দ্রকুমার। পাশাপাশি, যে দুজনের দেহ উদ্ধার হয়েছিল রংটং থেকে তাঁদের সে সময় ডিএনএ পরীক্ষাও হয়নি।

তাঁরা আদালতকে এও জানান যে, খুনের সময় সুরেন্দ্রকুমার বাংলাদেশে ছিলেন। স্বপক্ষে নথি দাখিল করেন আদালতে। এমন সওয়ালের ভিত্তিতেই বিচারপতি অভিযুক্তের শর্তসাপেক্ষে জামিন মঞ্জুর করেন। আদালতে শর্ত অনুযায়ী, অভিযুক্ত মাসে একবার করে মাটিগাড়া থানার আইসি'র কাছে হাজিরা দেবেন।

মামলার নিস্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত মাটিগাড়া থানা এলাকা ছেড়ে বাইরে যাবেন না। মামলা সংক্রান্ত তথ্যপ্রমাণ লোপাট করার চেষ্টা করবেন না। অভিযুক্ত সমস্ত শর্ত পালন করবে বলে জানিয়েছেন তাঁর আইনজীবী অখিল বিশ্বাস।

ফিরে দেখা

- ২০১৩-তে দুই ব্যবসায়ীর মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছিল রংটংয়ের কাছে খাদ থেকে
- ৫০ লক্ষ টাকা মুক্তিপণ দেওয়ার পরেও খুন, অভিযোগ পরিবারের
- নগদ টাকা সহ পুলিশ দার্জিলিং মেল থেকে গ্রেপ্তার করে সুরেন্দ্রকুমার মিশ্রকে
- ২০২৪ সালে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ শিলিগুড়ির মহকুমা আদালতের, জামিন মিলল সার্কিট বেঞ্চে

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

নিসর্গের হাতছানি। লামাহাটায় ছবিটি তুলেছেন সত্যজিৎ চক্রবর্তী।

শ্মশানযাত্রার প্রস্তুতি স্বামীর

স্ত্রীকে খুন করে নির্বিকার

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ২৫ জুলাই : প্রেমিক সাহিল শুক্লার সঙ্গে মিলে উত্তরপ্রদেশের মুসকান রাস্তোগি তাঁর স্বামী সৌরভ রাজপুতকে খুন করে ১৫ টুকরো করেছিলেন। এরপর টুকরোগুলি প্লাস্টিকের ড্রামে ভরে সিমেন্ট চাপা দিয়ে তাঁরা বেড়াতে গিয়েছিলেন। এবছরের মার্চ মাসে ঘটনাটি সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হলে দেশজুড়ে চাঞ্চল্য ছড়ায়। বীরপাড়া চা বাগানের মাগা লাইনে বৃহস্পতিবার রাতে খুনের ঘটনায় যেন সেই মুসকান কাণ্ডেরই ছায়া। এখানেও বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের যোগসূত্র।

তবে এবার স্বামী নন, স্ত্রী ঘটনার বলি হয়েছেন। অভিযোগ, স্বামী কুঞ্জল মুন্ডা স্ত্রী রুপনি খালকোকে কোদাল দিয়ে আঘাত করে খুন করে দেহ শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। পুলিশ শেষ মুহূর্তে তাঁকে ধরে ফেলে। শুক্রবার কুঞ্জলকে আলিপুরদুয়ার মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়। বীরপাড়া থানার ওসি নয়ন দাস বললেন, 'খুনের কারণ জানতে তদন্ত করা হয়েছে। বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

কুঞ্জল রুপনিকে কোদাল দিয়ে কোপাননি। বরং কোদালের পেছনের অংশ দিয়ে বেশ কয়েকবার আঘাত করেন বলে অভিযোগ। রুপনিকে যে খুন করা হয়েছে সেটা পড়শিদের কেউ প্রথমে টের পাননি। অসুস্থতার কারণে স্ত্রী মারা গিয়েছেন বলে কুঞ্জল পড়শিদের জানান। এরপর রুপনিকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি শুরু হয়। যেভাবে ঘটনাটিকে ঠান্ডা মাথায় স্বাভাবিক মৃত্যু হিসেবে স্থানীয়দের একাংশকে বিশ্বাস করানোর চেষ্টা করা হচ্ছিল তাতে বীরপাড়া থানার পুলিশ তাজ্জব। বীরপাড়ার ওসি বিশেষ টিম নিয়ে বৃহস্পতিবার রাতে ঘটনাস্থলে যান। স্ত্রীর মৃত্যুর কারণ নিয়ে ওসি কুঞ্জলকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেন।

পুলিশ অবাক

- কুঞ্জল মুন্ডা স্ত্রীকে কোদালের আঘাতে খুন করে দেহ শ্মশানে নেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন
- পুলিশের কাছে পর্যাপ্ত তথ্য থাকায় সেইমতো পদক্ষেপ করে, গোটা ঘটনাটি পরিষ্কার হয়
- বৃহস্পতিবার রাতে বীরপাড়া চা বাগানের মাগা লাইনের ঘটনা
- উত্তরপ্রদেশের মুসকান রাস্তোগি কাণ্ডের মতো এখানেও বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের যোগসূত্র

অসুস্থতার কারণে স্ত্রীর মৃত্যু বলে কুঞ্জল ওসিকে জানান। কিন্তু আগেভাগেই 'খবর' থাকায়, ওসি কুঞ্জলকে চেপে ধরেন। মৃতদেহ ঢেকে রাখা কাপড়টি সরাতে বলা হয়। কিন্তু কুঞ্জল রাজি হননি। এরপর অন্য কারও সাহায্যে কাপড়টি সরাতেই দেখা যায় রুপনির মৃতদেহ রক্তাক্ত। মাথা, পা সহ শরীরের বিভিন্ন জায়গায় আঘাত রয়েছে। এরপর জেরায় কুঞ্জল খুনের অভিযোগ স্বীকার করেন বলে পুলিশ জানিয়েছে। জানা গিয়েছে, ঝগড়াঝাঁটির পর পাশের বাড়িতে গিয়ে রুপনি শুয়ে পড়েছিলেন। কুঞ্জল সেখানেই তাঁকে বেধড়ক মারধর করেন। মারধরের জেরে রুপনি অজ্ঞান হয়ে গেলে তাঁকে বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। কিছুক্ষণ পর রুপনি মারা যান। অসুস্থতার কারণে স্ত্রী মারা গিয়েছেন বলে কুঞ্জল সবাইকে জানান। কিন্তু এলাকারই কেউ গোপনে থানায় খবর দেন।

খুনের ঘটনায় ব্যবহৃত কোদালটি পুলিশ কুঞ্জলের বাড়ি থেকে বাজেয়াপ্ত করেছে। ওসি জানান, রাতেই ঘটনার পুনর্নির্মাণ করা হয়। কিন্তু খুনের ঘটনার কারণ নিয়েই পুলিশ ধন্দে। থানা সূত্রের খবর, কুঞ্জল বীরপাড়া চা বাগানেরই একজনের সঙ্গে বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছিল বলে খবর। এ নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দীর্ঘদিন ধরেই বিবাদ চলছিল।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে কুঞ্জল পুলিশের কাছে বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের বিষয়টি কোনওভাবেই স্বীকার করতে রাজি হননি। বরং তাঁর দাবি, অন্য কারণে ঝগড়াঝাঁটির সময় তিনি স্ত্রীকে আঘাত করেন। কিন্তু স্ত্রীকে খুন করার উদ্দেশ্য তাঁর ছিল না।

মৃতার বোন ফুলমতি খালকো বললেন, 'বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের জেরেই জামাইবাবু আমার দিদিকে খুন করেছেন।' মৃতার দিদি জয়মন্তী ওরাওঁ বলেন, 'স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে অশান্তি চলছিল। কিন্তু এর জেরে শেষপর্যন্ত যে আমার বোনকে প্রাণ হারাতে হবে তা কল্পনাও করিনি।'

হাতি মেরে সাথি।। কুনকির পিঠে চেপে নজরদারি জলদাপাড়ায়।

ভিনরাজ্যে তদন্তে খরচে চিন্তা

ফুটেজ-ফাঁদে পুলিশ

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৫ জুলাই : একবার নয়, বারংবার একই দাবি জানিয়েছিলেন আবাসিকরা। নিরাপত্তার অভাব বোধ করায় সিসিটিভি ক্যামেরা বসানোর জন্য আর্জি জানিয়েছিলেন পুলিশকে। কিন্তু কে শোনে কার কথা! বাস্তবের মুখ দেখেনি সেই দাবি। আর তার কী পরিণাম হতে পারে, তা এখন হাড়েহাড়ে টের পাচ্ছে পুলিশ। কার্যত সিসিটিভির অভাবেই মুখ থুবড়ে পড়েছে এটিএম লুটের তদন্ত। আবার গাঁটে টান পড়ায় ভিনরাজ্যে তদন্তে যাওয়াও এখন বড় চ্যালেঞ্জ। সবমিলিয়ে ফাঁপরে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ। যদিও অভিযুক্তদের দ্রুত ধরার ব্যাপারে আশাবাদী শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং। তাঁর বক্তব্য, 'তদন্ত এগোচ্ছে। আমরা খুব দ্রুতই অভিযুক্তদের পাকড়াও করে ফেলব।'

আশিঘর ফাঁড়ি এলাকায় 'অপারেশন' চালিয়ে গাড়ি নিয়ে হিমাঞ্চল বিহারে ঢুকেছিল দুষ্কৃতীরা। ঢোকার পর তারা ঠিক কী করেছিল, আগেও ওই দুষ্কৃতীরা ঢুকেছিল কি না সেসংক্রান্ত তথ্য খুঁজে পেতে এখন কালঘাম ছুটছে পুলিশের। কারণ, হিমাঞ্চল বিহারের ওই এলাকায় কোথাও কোনও সিসিটিভি ক্যামেরাই নেই। বিষয়টি নিয়ে সরব হয়েছেন হিমাঞ্চল বিহার সোশ্যাল ওয়েলফেয়ারের সম্পাদক মিলন বোস। তিনি বলছেন, 'আমরা এখানে নিরাপত্তাহীনতায় রয়েছি দীর্ঘদিন। কিন্তু এটা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায়নি।'

শহরে একের পর এক গ্যাংয়ের দাপট। কখনও সোনা লুট, কখনও আবার এটিএম। সবক'টি ক্ষেত্রেই রয়েছে ভিনরাজ্যের যোগ। তদন্তের জন্য টানা অন্যত্র গিয়ে পড়ে থাকতে হচ্ছে পুলিশকে। 'এত টাকা আসবে কোথা থেকে? এখানে তো আর গৌরী সেন নেই', কথাটা বলেই জোরে নিঃশ্বাস ফেললেন এক পুলিশকর্তা।

পুলিশ সূত্রে খবর, চম্পাসারিতে এটিএম লুটের ঘটনায় অভিযুক্তকে হরিয়ানার নূ্য থেকে পাকড়াও করে নিয়ে আসতে প্রায় দুই লক্ষ টাকা খরচ হয়েছিল। সোনা লুটের ঘটনায় দুষ্কৃতীদের ধরতে এখনও পর্যন্ত খরচ হয়েছে প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ টাকা। লোকনাথ বাজারে এটিএম লুটের ঘটনাতেও যে মোটা টাকা খসবে, তা নিয়ে নিশ্চিত তদন্তকারীরা। আর চিন্তাটা এখানেই।

তদন্তে নেমে পুলিশকর্তারা মনে করছেন, গোটা অপারেশনে গাড়িতে থাকা চারজনের পাশাপাশি আরও কেউ ছিল। লোকাল লিংকের দায়িত্ব পালন করা সেই অদৃশ্য ব্যক্তি বা ব্যক্তিদেরই এখন খুঁজছে পুলিশ। কারণ একটি সিসিটিভি ফুটেজে পুলিশ দেখেছে, অপারেশন চলাকালীন যখনই কোনও গাড়ি আসছিল, এটিএম কাউন্টারের বাইরে থাকা দুইজন গাড়ির মধ্যে ঢুকে আবার বেরিয়ে আসছিল। যদিও পুলিশের টহলদারি ভ্যান আসার সময় ওই দুইজন গাড়িতে

লুটের পর হিমাঞ্চল বিহারের এই জায়গায় রাখা ছিল গাড়ি।

এটিএম কাণ্ড

- এটিএম লুট করে হিমাঞ্চল বিহারে ঢুকেছিল দুষ্কৃতীরা
- সেখানে সিসিটিভি ক্যামেরা না থাকায় দুষ্কৃতীরা ঠিক কী করেছিল, জানতে পারছে না পুলিশ
- ওই এলাকা রীতিমতো অপরাধীদের আঁতুড় হয়ে উঠেছে বলে অভিযোগ
- একের পর এক ঘটনায় ভিনরাজ্যে তদন্তে যাওয়ায় আর্থিক চাপে পুলিশ

ঢুকে যাওয়ার পর চালক গাড়িটি নিয়ে এগিয়ে যায়। এটিএমের বাইরে থাকা দুষ্কৃতীও ভেতরে ঢুকে যায়। অর্থাৎ ওই গাড়ি যে টহলদারি ভ্যান, সেটা আগাম খবর পেয়ে গিয়েছিল দুষ্কৃতীরা। সেক্ষেত্রে ইস্টার্ন বাইপাসের রাস্তায় আরও কেউ ছিল, সেটা স্পষ্ট। তার বা তাদের খোঁজেও তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ।

হিমাঞ্চল বিহারকেও দুষ্কৃতী 'সেফ' প্যাসেজ বানানোয় আতঙ্ক বাড়ছে সেখানে। মিলন বলছেন, 'এখানে আমরা ৬০০ পরিবার থাকি। অপরাধীদের আঁতুড় হয়ে গিয়েছে এই এলাকা। যার যখন ইচ্ছে আসছে-যাচ্ছে। শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষকে বলেও আর কোনও কাজ হচ্ছে না।'

শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান দিলীপ দুগার অবশ্য আশ্বাস দিচ্ছেন, 'বিষয়টা আমরা দেখব।'

কাটল গাছ

শিলিগুড়ি, ২৫ জুলাই : অভিযোগ, রাতের অন্ধকারে মহাসড়কের ধারে থাকা ১৫টিরও বেশি গাছ কেটে ফেলেছে দুষ্কৃতীরা। ১০ থেকে ১৫ ফুট দৈর্ঘ্যের গাছগুলো করাত দিয়ে কাটা হয়। ২০২০ সাল নাগাদ সেগুলো লাগিয়েছিল মহাসড়ক কর্তৃপক্ষ। শুক্রবার সকালে ঘটনাস্থলে আসেন মহাসড়ক কর্তৃপক্ষের আধিকারিকরা। তাঁরা এলাকা পরিদর্শনের পর পুরো বিষয়টি জানান বন দপ্তরকে। এরপর সেখানে পৌঁছান আমবাড়ি রেঞ্জের বনকর্মীরা। দপ্তরের তরফে একটি মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু হয়েছে। আমবাড়ির রেঞ্জ অফিসার পুকর তামাংয়ের বক্তব্য, 'তদন্ত চলছে।'

ফুলবাড়ি থেকে জটিয়াকালী যাওয়ার পথে রাস্তার ধারে গাছগুলো ছিল। অভিযোগ, কাটার পর রাস্তার ধারেই ফেলে রাখা হয়েছিল সেসব। সকালে স্থানীয়দের নজরে আসে বিষয়টি। বন দপ্তর ফের সেখানে বৃক্ষরোপণের পরিকল্পনা নিচ্ছে।

বৃক্ষরোপণ

শিলিগুড়ি, ২৫ জুলাই : বোর্ড গঠনের তৃতীয় বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে শুক্রবার বৃক্ষরোপণ করল মাটিগাড়া-১ গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ। কলমজোতে কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া সহ বিভিন্ন প্রজাতি মিলিয়ে ৩০টি গাছ লাগানো হয়। এদিনের কর্মসূচিতে গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান কৃষ্ণ সরকার, উপপ্রধান রেখা মল্লিক সহ অন্যরা অংশ নিয়েছিলেন।

গ্রেপ্তার দুই

শিলিগুড়ি, ২৫ জুলাই : আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ সহ দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল ভক্তিনগর ও প্রধাননগর থানার পুলিশ। ধৃতদের নাম যথাক্রমে দীপরাজ সিং ও দাওয়া তামাং। দীপরাজ আপার ভানুনগর এবং দাওয়া গ্যাংটকের বাসিন্দা। দীপরাজকে শুক্রবার জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হলে জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

সোনা সহ ধৃত

শিলিগুড়ি, ২৫ জুলাই : সোনা বিক্রির ফাঁকে সুযোগ বুঝে ৭ লক্ষ টাকার সোনা নিয়ে চম্পট দিয়েছিলেন গয়নার দোকানের এক কর্মচারী। স্বর্ণ ব্যবসায়ীর অভিযোগের ভিত্তিতে অবশেষে ওই কর্মচারীকে গ্রেপ্তার করেছে পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ির পুলিশ। ধৃত ওই ব্যক্তির নাম সঞ্জয় সূত্রধর। খড়িবাড়িতে তাঁর বাড়ি থাকলেও তিনি এনজেপি থানা এলাকায় ঘরভাড়া নিয়ে থাকতেন।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ক্ষুদিরামপল্লিতে থাকা একটি গয়নার দোকানের ব্যবসায়ী অভিযোগ করেন, চলতি মাসের ২১ তারিখ হঠাৎ তাঁর নজরে আসে, দোকানে থাকা ৭ লক্ষ টাকার সোনা নেই। সঞ্জয়ও হঠাৎ করে নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছেন। সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে ধরা পড়ে, ২১ তারিখ বিকেলে দোকান থেকে সোনা চুরি করে চলে যাচ্ছেন সঞ্জয়। এরপরই বৃহস্পতিবার পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ির দ্বারস্থ হন ওই ব্যবসায়ী। তদন্তে নেমে ভাড়াবাড়ি থেকেই অভিযুক্ত সঞ্জয়কে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতের কাছ থেকে ৫ লক্ষ টাকার সোনাও উদ্ধার করা হয়েছে। ধৃতকে শুক্রবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। বাকি সোনার খোঁজ করছে পুলিশ।

স্মারকলিপি

শিলিগুড়ি, ২৫ জুলাই : গরমে নাজেহাল শহরবাসী। আগাম নোটিশ না দিয়ে যাতে লোডশেডিং না হয় সেজন্য শুক্রবার মিলনপল্লি ইলেক্ট্রিক অফিসের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন পুরনিগমের ২৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার জয় চক্রবর্তী।

রেলমন্ত্রীকে মেট্রোর প্রস্তাব বিস্টের

শিলিগুড়ি, ২৫ জুলাই : যানজটে আটকে থাকা শহরে মেট্রোরেলের প্রস্তাব। রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের সঙ্গে দেখা করে শিলিগুড়িতে মেট্রোরেল চালানোর প্রস্তাব দিয়েছেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট। মেট্রোরেলের পাশাপাশি শিলিগুড়িতে রেল কোচ তৈরির কারখানা এবং নমো ভারত র‍্যাপিড রেল সিস্টেম তৈরির আবেদনও রেখেছেন তিনি। সাংসদ যে প্রস্তাবনাপত্র তুলে দিয়েছেন রেলমন্ত্রীর হাতে, তাতে পুরো বিষয়টি নিয়ে একটি পরিকল্পনা তুলে ধরা হয়েছে।

রেলমন্ত্রক চিঠি দিয়ে বিস্টকে জানিয়েছে, শিলিগুড়িতে মেট্রোরেল চালানো সহ বাকি সব আবেদন বিবেচনা করে দেখা হচ্ছে। শুক্রবার রেলমন্ত্রক থেকে সেই চিঠি পেয়ে সংবাদমাধ্যমে বিষয়টি জানিয়েছেন সাংসদ। তাঁর বক্তব্য, 'শিলিগুড়ি এবং সংলগ্ন এলাকার জন্য মেট্রোরেল পরিষেবা হলে সাধারণ মানুষের অনেক সুবিধা হবে। তাই আমি রেলমন্ত্রীর কাছে সেই দাবি রেখেছি।'

রেল কোচ কারখানারও দাবি

শিলিগুড়িতে মেট্রোরেলের স্বপ্ন নতুন নয়। অতীতেও এমন পরিকল্পনার কথা শোনা গিয়েছে। এবার রেলমন্ত্রীর কাছে এমন দাবি তুলে ধরে নতুন করে স্বপ্নটিকে জাগিয়ে তুললেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ বিস্ট। বিস্ট রেলমন্ত্রীর কাছে শিলিগুড়িতে কোচ তৈরির কারখানার প্রস্তাব দিয়েছেন। পাশাপাশি, নমো ভারত র‍্যাপিড রেল পরিষেবার কথা বলেছেন। এই পরিষেবা হল, সেমি হাইস্পিড ইন্টারসিটি রেল সার্ভিস।

মূলত ১০০ থেকে ২৫০ কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করার জন্য এই পরিষেবা রয়েছে রেলের। সেইমতো তিনি বেশ কিছু প্রস্তাব দিয়েছেন। রয়েছে শিলিগুড়ি থেকে মালদা ভায়া বাগডোগরা, নকশালবাড়ি খড়িবাড়ি, বিধাননগর, চোপড়া, ইসলামপুর, রায়গঞ্জ হয়ে ট্রেন চালানোর প্রস্তাব।

শিলিগুড়ি থেকে হাসিমারা ভায়া সেবক, বাগ্রাকোট, ওদলাবাড়ি, মালবাজার, চালসা, নাগরাকাটা, বানারহাট, বীরপাড়া এবং হাসিমারা হয়ে ট্রেন চালানোর প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছে। ভবিষ্যতে যাতে শিলিগুড়ির সঙ্গে সেবক রংপোর যোগাযোগ স্থাপন করা যায়, সেই বিষয়টিও তিনি প্রস্তাবে রেখেছেন। তাঁর সমস্ত প্রস্তাব বিবেচনা করে দেখা হচ্ছে বলে রেলমন্ত্রক থেকে জানানো হয়েছে।

সরকারের আলু যাবে মিড-ডে মিলে

সপ্তর্ষি সরকার

ধূপগুড়ি, ২৫ জুলাই : কৃষকের থেকে ন্যূনতম সহায়কমূল্যে কেনা আলু এবারে বাজারদরের চেয়ে কম দামে স্কুল পড়ুয়াদের মিড-ডে মিলে সরবরাহ করা হবে জলপাইগুড়ি জেলায়। ইতিমধ্যেই শিক্ষা প্রশাসনের কর্তারা স্কুলে আলুর সাপ্তাহিক প্রয়োজনীয়তার হিসেব কষতে শুরু করেছেন। 'যত দ্রুত সম্ভব' জেলার হিমঘরগুলোয় রাজ্য কৃষিজ বিপণন দপ্তরের তরফে কিনে রাখা আলু পৌঁছাবে পড়ুয়াদের পাতে।

জেলার মিড-ডে মিলের অফিসার ইনচার্জ সঞ্জীব দাস বলেন, 'বর্তমানে বাজার থেকে যে দামে মিড-ডে মিলের আলু কেনা হচ্ছে তার থেকে কম দামে পড়ুয়াদের খাবার জন্য আলু দেওয়া হবে। সমস্ত স্কুল থেকে যে তথ্য আমাদের হাতে পৌঁছেছে, তার ভিত্তিতেই সমস্ত পরিকল্পনা তৈরি হচ্ছে। বণ্টন প্রক্রিয়া নিয়ে সব থেকে সুবিধাজনক পদ্ধতি বেছে নেওয়া হচ্ছে।'

চলতি বছরে সরকারিভাবে ঘোষিত ন্যূনতম ৯ টাকা প্রতি কেজি দরে সাদা জ্যোতি ও লাল হল্যান্ড প্রজাতি মিলে জেলায় ৬৮২ মেট্রিক টন আলু কিনে হিমঘরে মজুত রেখেছে রাজ্য কৃষিজ বিপণন দপ্তর। সেই আলুই এবারে দেওয়া হবে মিড-ডে মিলে। শিক্ষা প্রশাসনের তরফে মিড-ডে মিলের আলু বিলির খবর চাউর হতেই হরেক প্রশ্ন এবং ক্ষোভ দেখা দিয়েছে শিক্ষকদের মধ্যে। বাম প্রাথমিক শিক্ষক সংগঠন এবিপিটিএ'র জলপাইগুড়ি জেলা সম্পাদক বিপ্লব ঝা বলেন, 'যতদূর জেনেছি, এসআই অফিস থেকে আলু বিলির পরিকল্পনা একরকম চূড়ান্ত। সেটা হলে পরিবহণ খরচ কে দেবে জানা নেই। অতিমারি সময়ের মতো আলু স্কুলে পৌঁছে দেওয়া হোক।'

জলপাইগুড়ি জেলায় মোট প্রায় দুই লক্ষ পড়ুয়া দৈনিক মিড-ডে মিল খায়। সেই হিসেবে এই মুহূর্তে জেলায় সরকারের হাতে আলুর মজুতের যা পরিমাণ তাতে শিক্ষাবর্ষের বাদবাকি অনেকটা সময় সরকারি আলুতেই মিল চলবে। এমনিতেও আলুর বর্তমান পাইকারি বাজার একেবারেই মন্দা। চলতি সপ্তাহে পাইকারি বাজারে কেজি প্রতি ৫ থেকে ৫.৫০ টাকায়

এক স্কুলে মিড-ডে মিল পরিবেশন।

বিক্রি হচ্ছে আলু। হিমঘরের ভাড়া, ঝাড়াই বাছাই, ঘাটতি হিসেব করে সেই আলুর দর দাঁড়াচ্ছে ৮ টাকার মতো। খোলাবাজারে সেই আলু বিক্রি হচ্ছে ১২ থেকে ১৩ টাকা কেজি। রাজ্য সরকার ৯ টাকা কেজি দরে যে আলু কিনে রেখেছে তা হিমঘরের ভাড়া মিটিয়ে বস্তা প্রতি সাড়ে তিন কেজি ঘাটতি বাদ দিয়ে, ঝাড়াই বাছাই করে পরিবহণ খরচ সহ স্কুলে পৌঁছাতে খরচ পড়ে যাবে কেজি প্রতি ১৫ টাকার বেশি। এরপর বাজারদরের চাইতে কম দামে আলু মিড-ডে মিলে দিতে হলে বড় লোকসান হবে রাজ্য কৃষিজ বিপণন দপ্তরের।

বঙ্গীয় নব উন্মেষ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির রাজ্য নেতৃত্ব শুদ্ধসত্ত্ব চৌধুরী বলেন, 'খারাপ মানের যে আলু সরকার কিনে হিমঘরে রেখেছে, তা এমনিতেও বাজারে বিক্রি হত না। সেই আলু মিড-ডে মিলে দিয়ে সরকার মিড-ডে মিলের ফান্ড থেকে আলু কেনার লোকসান পুষিয়ে নিতে চাইছে।' জেলা প্রশাসনের প্রস্তুতি অনুযায়ী অগাস্ট মাসের গোড়া থেকেই জেলার স্কুলে মিড-ডে মিলে মিলবে সরকারি আলু। হিমঘর থেকে বেরিয়ে সেই আলু কীভাবে স্কুলে পৌঁছায় এবং তার দর কত ধার্য হয়, সেটাই দেখার।

অভিযান

ফুটপাথবাসীদের রাস্তা থেকে সরাতে ফের অভিযান শুরুর সিদ্ধান্ত কলকাতা পুরসভার। অগাস্ট থেকে ধারাবাহিকভাবে এই অভিযান চলবে। ১০ দিন অন্তর কর্মসূচি নেওয়া হবে।

অভিযোগ

বিধায়ক পরেশ পাল সহ স্বপন সমাদ্দার ও পাপিয়া ঘোষের বিরুদ্ধে নারকেলডাঙা থানায় খুনের চেষ্টার অভিযোগ দায়ের করলেন নিহত বিজেপি কর্মী অভিজিৎ সরকারের দাদা।

মারধর

সল্টলেকের রাস্তায় মহিলা যাত্রীকে মারধরের অভিযোগ উঠল ক্যাব চালকের বিরুদ্ধে। নির্ধারিত ভাড়ার থেকে বেশি টাকা চাইলে ওই মহিলা ভাড়া দিতে অস্বীকার করেন বলেই দাবি।

ঘাটালে বন্যা

টানা বৃষ্টিতে বন্যা পরিস্থিতি ঘাটালে। চাষবাসের ক্ষতি হয়েছে। দুর্গতদের পাশে দাঁড়িয়েছে ভারত সেবাশ্রম সংঘ। চিঁড়ে, গুড়, বিস্কুট, মুড়ি সহ শুকনো খাবার পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।

ভাসছে কলকাতা, বাড়ছে বৃষ্টি

কলকাতা, ২৫ জুলাই : দফায় দফায় বৃষ্টিতে জলমগ্ন শহর কলকাতা। ডুবে গিয়েছে কলকাতা মেডিকেল কলেজ, বিবি গাঙ্গুলি স্ট্রিট, দমদম, সল্টলেক ও হাওড়া সহ একাধিক ব্যস্ততম এলাকা। শুক্রবার বিকেল পর্যন্ত শহরে কোথাও বৃষ্টি হয়েছে ১৫০ মিলিমিটার, কোথাও বা ৯০ মিলিমিটার। এর জেরেই কার্যত ব্যাহত বাস, অটো, ট্রেন সহ অন্যান্য যান পরিষেবা। রাস্তায় বেরিয়ে প্রবল ভোগান্তিতে পড়েছেন অফিস, কলেজ ও স্কুল যাত্রীরা। হাওয়া অফিস জানিয়েছে, বৃষ্টি চলবে আগামী এক সপ্তাহ।

বৃষ্টির জেরে এদিন গিরিশপার্ক, বিবি গাঙ্গুলি স্ট্রিট ও বৌবাজার মার্কেটে ভেঙে পড়েছে পুরোনো বিপজ্জনক বাড়ির একাংশ। বঙ্গোপসাগরের ওপর তৈরি হওয়া নিম্নচাপ সাগরদ্বীপ থেকে ১৫০ কিলোমিটার পূর্ব-দক্ষিণপূর্ব থেকে শনিবার গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ বরাবর পশ্চিম-উত্তরপশ্চিম দিকে সরে যাচ্ছে। বেশকিছু জায়গায় জল জমা নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন সাধারণ মানুষ। তাঁদের প্রশ্ন, 'কলকাতা পুরসভা জল সরাতে পারে না কেন?' শিয়ালদা ও হাওড়াগামী একাধিক ট্রেন এদিন ৪০-৪৫ মিনিট দেরিতে চলাচল করেছে।

হাওড়া পুরসভা সূত্রে খবর, সালকিয়া, বেলগাছিয়া, ধর্মতলা রোড, ঘুসুড়ি ও হাওড়া ময়দান সংলগ্ন এলাকায় জমেছে জল। প্রাকৃতিক দুর্যোগে জরুরিকালীন ব্যবস্থা নিতে রাজ্য পুলিশ ও কলকাতা পুলিশ একযোগে হ্যাম রেডিওর প্রশিক্ষণ নিয়েছে এদিন। হ্যাম রেডিও ক্লাবের তরফে এদিন ওই প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। মৎস্যজীবীদেরও সমুদ্রে যেতে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

এরপর দেখছি সাঁতার শিখতে হবে...

কোথাও স্কুল ফেরত পড়ুয়াদের ফিরতে হল হাঁটুজলে। কোথাও আটকাল বাস, ট্যাক্সি। সমস্যায় পড়লেন চাকরিজীবীরা। শুক্রবার কলকাতার এমন অবস্থা ধরা পড়ল রাজীব মণ্ডল ও আবির চৌধুরীর ক্যামেরায়।

'আপনার লেকচার আদালত শুনবে না'

কল্যাণকে ধমক, মামলা ছাড়লেন বিচারপতি

কলকাতা, ২৫ জুলাই : 'এখানে আপনার লেকচার শোনা হবে না', আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশে এমনটাই মন্তব্য করে মামলা ছাড়লেন হাইকোর্টের বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ। বিজেপি কর্মী খুনের ঘটনায় ধৃত পুলিশ অফিসারদের জামিন মামলার শুনানিতে কল্যাণের বক্তব্যে শুক্রবার চরম ক্ষোভ প্রকাশ করেন বিচারপতি ঘোষ। শুনানি চলাকালীনই ওই দুই পুলিশ অফিসারের অন্তর্বর্তী জামিন নিয়ে এদিনই ফয়সালা করার জন্য জোর সওয়াল করেন কল্যাণ। তিনি মন্তব্য করেন, 'বিচারপতিদের কৃপার দিকে আমাদের তাকিয়ে থাকতে হয়, এটাই দুর্ভাগ্য।' তারপরই চরম বিরক্তি প্রকাশ করেন বিচারপতি। কল্যাণকে কার্যত ধমক দিয়ে এই ধরনের আচরণ বরদাস্ত করা হবে না বলেও মন্তব্য করেন।

২০২১ সালে ভোট পরবর্তী হিংসায় বেলেঘাটায় বিজেপি কর্মী খুনের ঘটনায় সিবিআইয়ের অতিরিক্ত চার্জশিটে নাম রয়েছে বিধায়ক পরেশ পাল, মেয়র পারিষদ স্বপন সমাদ্দার, কাউন্সিলার পাপিয়া ঘোষ, তৎকালীন নারকেলডাঙা থানার ওসি শুভদীপ সেন, তৎকালীন এসআই রত্না সরকার, হোমগার্ড দীপঙ্কর দেবনাথ সহ একাধিক ব্যক্তির। এদেরই মধ্যে ধৃত পুলিশ অফিসারদের জামিন মামলার শুনানিতে বিচারপতি ঘোষের সঙ্গে বাকবিতণ্ডা তৈরি হয় কল্যাণের। শুনানির শুরুতেই সিবিআইয়ের তরফে কিছুক্ষণ পরে শুরু করার আর্জি জানানো হয়। তাতে আপত্তি জানান আবেদনকারীদের রয়েছে। এই প্রসঙ্গে বিচারপতির বক্তব্য, 'এই মামলা এদিনই শুনানি শেষ করে রায় দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ, এর অনেকগুলি আইনি দিক রয়েছে।' কিন্তু কল্যাণ একাধিকবার এদিনের মধ্যে রায় দিতে বলেন।

অনেকক্ষণ ধরে আপনার মন্তব্য সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। আপনার লেকচার এই আদালত শুনবে না। এই আচরণ বরদাস্ত করা হবে না।

শুভ্রা ঘোষ

অন্য একজন বিচারপতিও এরকম ধরনের আচরণ করেন। বিচারপতিদের কৃপার দিকে আমাদের তাকিয়ে থাকতে হয়, এটাই দুর্ভাগ্য।

কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়

আইনজীবী কল্যাণ। সিবিআইয়ের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে তিনি বলেন, '২০২১ সালের ঘটনায় চার বছর পর কেন সিবিআই গ্রেপ্তার করল?' বিচারপতিও জানান, তিনি সোমবার থেকে ১৫ দিন সার্কিট বেঞ্চে থাকবেন। তাই মামলার পরের অংশ ১৫ দিন পর শুনবেন। আবেদনকারীরা চাইলে অন্য এজলাসেও শুনানির সুযোগ তারপর আদালত সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করায় তখনই বিচারপতি ঘোষ বলেন, 'অনেকক্ষণ ধরে আপনি যা মন্তব্য করছেন তা সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। আপনার লেকচার এই আদালত শুনবে না। এই ধরনের আচরণ বরদাস্ত করা হবে না। মামলা ছেড়ে দিচ্ছি। অন্য কোনও বেঞ্চে যান।' তারপরই মামলা ছেড়ে দেন বিচারপতি।

প্রয়াত কবি রাহুল পুরকায়স্থ

কলকাতা, ২৫ জুলাই : ভেন্টিলেশনে ছিলেন। তবে চিকিৎসায় সাড়া দিচ্ছিলেন। এমনটা ঘটবে কেউ আশঙ্কা করেননি। কবি ও সাংবাদিক রাহুল পুরকায়স্থের প্রয়াণে শোকস্তব্ধ সংবাদজগৎ ও বুদ্ধিজীবী মহল। তাঁর লেখায় উঠে আসত কলোনি জীবনের কথা। ছন্দ পেত প্রেমের প্রকৃতি। সাতের দশকে জীবনচর্যা ও সামাজিক প্রেক্ষাপট ফুটিয়ে তুলতেন তাঁর কলমে। শুধু কবিতার জগতে নয়, তাঁর বিচরণ ছিল সংবাদমাধ্যমেও। অডিও ভিস্যুয়াল মিডিয়ায় দূরদর্শিতার জন্য তিনি সুপরিচিত। সাহিত্য ও চিত্রকলায় প্রবল আগ্রহী ছিলেন তিনি। দীর্ঘদিন ধরে দুরারোগ্য ব্যধির সঙ্গে লড়াই করছিলেন। তাই হাসপাতালেও ভর্তি করা হয়েছিল তাঁকে। তবে শেষ রক্ষা হল না। শুক্রবার মাত্র ৬০ বছর বয়সে মৃত্যু হল তাঁর।

সপ্তাহ দুয়েক আগে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় ভেন্টিলেশনে রাখা হয়। মাঝে বেশ কিছুদিন চিকিৎসায় সাড়াও দিচ্ছিলেন। তাই তাঁকে ভেন্টিলেশন থেকে বের করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। দু'দিন আগে ফের অবস্থার অবনতি হয়। হার্ট অ্যাটাকও হয়েছিল বলে হাসপাতাল সূত্রে খবর। তাই আর তাঁকে ভেন্টিলেশন থেকে বের করা যায়নি। পৈতৃক ভিটে শ্রীহট্টে হলেও আশৈশব বেলঘরিয়াতেই কাটিয়েছিলেন তিনি। আশির দশক থেকে কবিতা লেখা শুরু করেছিলেন। ২০টিরও বেশি কবিতার বই লিখেছেন। তাঁর প্রথম বই ছিল 'অন্ধকার প্রিয় স্বরলিপি'।

এছাড়াও 'আমার সামাজিক ভূমিকা', 'নেশা এক প্রিয় ফল', 'সামান্য এলিজি' সহ একাধিক কাব্যগ্রন্থের স্রষ্টা তিনি। লেখালিখির জন্য পশ্চিমবঙ্গ কবিতা অ্যাকাডেমির সুভাষ মুখোপাধ্যায় সম্মাননা পেয়েছিলেন। তাঁর বহু কবিতা ইংরেজি ও হিন্দিতেও অনুবাদ করা হয়েছে। সংবাদমাধ্যমে তাঁর বিচক্ষণতার জন্য সুপরিচিত ছিলেন তিনি। এডিটিংয়েও ছিলেন দক্ষ। তাঁর মৃত্যুতে সমাজমাধ্যমে শোক প্রকাশ করেছেন তাঁর অনুরাগীরা।

ভিনরাজ্যে বেলাগাম হেনস্তা

জামাকাপড় খুলে শারীরিক পরীক্ষার অভিযোগ শ্রমিকদের

কলকাতা, ২৫ জুলাই : বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে বাংলাভাষী পরিযায়ী শ্রমিকদের হেনস্তার ঘটনায় ইতিমধ্যেই সুর চড়িয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তারই মধ্যে এই ঘটনায় রাজনৈতিক তর্জা শুরু হয়েছে। এদিন ফের হরিয়ানায় এই রাজ্য, অসম সহ একাধিক রাজ্যের বাংলাভাষী পরিযায়ী শ্রমিকদের হেনস্তার ঘটনা সামনে এসেছে।

তামিলনাড়ুতেও মুর্শিদাবাদের চার তরুণকে বাংলাদেশি সন্দেহে মারধরের অভিযোগ উঠেছে। এই বিষয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙুল তুলেছে রাজ্যের শাসকদল। ইতিমধ্যেই একাধিক জেলায় হেল্পলাইন নম্বর চালু করেছে পুলিশ। দক্ষিণ দিনাজপুর, বসিরহাট, পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশের তরফে ওই নম্বর চালু করা হয়েছে।

ফের বিজেপি শাসিত হরিয়ানায় বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিক হেনস্তার অভিযোগ প্রকাশ্যে এসেছে। জানা গিয়েছে, ১৮ জুলাই রাত ১১টা নাগাদ ১২ জন পরিযায়ী শ্রমিককে পরিচয় যাচাই করতে পুলিশ থানায় তুলে নিয়ে যায়। তার মধ্যে উত্তর দিনাজপুরের ও অসমের একজন রয়েছেন।

সেখানে সম্পূর্ণ জামাকাপড় খুলিয়ে তাঁদের শারীরিক পরীক্ষা করার পর পাঠিয়ে দেওয়া হয় বাদশাপুরের ডিটেনশন সেন্টারে। তবে ওই তরুণদের অভিযোগ অস্বীকার করেছে পুলিশ।

হরিয়ানায় আটক শ্রমিকের মায়ের সঙ্গে কথা বিধায়কের। -ফাইল চিত্র

তামিলনাড়ুতেও একই ঘটনা। মুর্শিদাবাদের একই পরিবারের চার ভাই তিরুভাল্লুরে কাজে যায়। সেখানে বাংলাদেশি সন্দেহে তাঁদেরকে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। বাংলায় কথা বলতেই লোহার রড ও লাঠি দিয়ে মারধর করা হয়। চিকিৎসার পর বর্তমানে তাঁরা মুর্শিদাবাদে ফিরেছেন। বনগাঁর এক তরুণ পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে হরিয়ানায় যায়। তাঁকেও আটক করেছে পুলিশ। রাজস্থানে আবার এক পরিযায়ী শ্রমিককে বাংলাদেশে পুশব্যাকের অভিযোগ উঠেছে। মালদার কালিয়াচক থানায় অন্তর্গত জালালপুর গ্রামের বাসিন্দা আমির শেখ রাজস্থানে কাজে গিয়েছিলেন।

তাঁকে আটক করার পর বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়ার অভিযোগ করে সমাজমাধ্যমে একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। ইতিমধ্যেই তাঁর পরিবার পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেছে।

এই আবহেই মহারাষ্ট্র থেকে কফিনবন্দি হয়ে বাংলায় ফিরল পরিযায়ী শ্রমিকের দেহ। সেখানকার ভাসি থানা এলাকার ওয়াসিগাঁওয়ে রাজমিস্ত্রির কাজ করতেন উত্তর ২৪ পরগনার রুদ্রপুরের বাসিন্দা আবু বক্কর সিদ্দিকী। অভিযোগ, তাঁর স্ত্রী ও প্রেমিক তাঁকে খুন করে দেহ টুকরো টুকরো করে বস্তায় পুরে জলে ফেলে দেয়। দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবি করেছেন মৃতের পরিবার।

পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, মহারাষ্ট্রে পরিযায়ী শ্রমিকের খুনের ঘটনায় তাঁর স্ত্রীর বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক রয়েছে। ইতিমধ্যেই তাঁর স্ত্রী ও প্রেমিককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। রবিবার রাত থেকেই নিখোঁজ ছিলেন আবু বক্কর। তাঁর দেহ ফিরে আসতেই কান্নায় ভেঙে পড়েছে তাঁর পরিবার। আবুর মা হামিদা বানু ও জামাইবাবু শাহানুর গাজি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আর্জি জানিয়েছেন, 'খুনিদের ফাঁসির সাজা হোক।'

বাংলায় বিশেষ ভোটার সমীক্ষার জন্য প্রস্তুত কমিশন

কলকাতা, ২৫ জুলাই : রাজ্যে ভোটার তালিকা বিশেষ সংশোধন বা এসআইআর-এর জন্য প্রস্তুত কমিশনের রাজ্য দপ্তর বলে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক জানিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন, রাজ্যে আদৌ এসআইআর হবে কি না, বা হলে কবে থেকে শুরু হতে পারে, তা নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন। যদিও সূত্রের খবর, সারা দেশের সঙ্গে এরাজ্যে কাজ শুরু হতে চলেছে ১৫ অগাস্টের মধ্যেই।

তৃণমূলস্তরে ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ করবেন বুথ লেভেল অফিসার বা বিএলওরা। শনিবার কলকাতায় নজরুল মঞ্চে প্রেসিডেন্সি ডিভিশনের ১০৮টি বিধানসভার বিএলওদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। প্রতিটি বিধানসভা থেকে ৭ জন করে বিএলও এই প্রশিক্ষণে যোগ দেবেন। কর্মসূচির উদ্বোধন করবেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল। ইতিমধ্যেই মালদা ও বর্ধমান ডিভিশনের বিএলওদের প্রশিক্ষণ শেষ হয়েছে। শনিবার কলকাতায় প্রেসিডেন্সি ডিভিশনের বিএলওদের প্রশিক্ষণের সঙ্গেই পশ্চিম মেদিনীপুর ডিভিশনের বিএলওদের প্রশিক্ষণ হবে। ২৮ জুলাই জলপাইগুড়ি ডিভিশনের বিএলওদের প্রশিক্ষণ হওয়ার কথা। ৪টি ডিভিশনের প্রশিক্ষণের পর চূড়ান্ত পর্যায়ে জেলাওয়াড়ি সব বিএলওকে নিয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

এদিনই বিহারে এসআইআর চূড়ান্ত হয়েছে। চূড়ান্ত তালিকায় ৫৮ লক্ষ ২০ হাজার নাম বাদ পড়েছে। তবে যাঁদের নাম এই তালিকায় থাকবে না, তাঁরা ১ সেপ্টেম্বরের মধ্যে নাম তোলার জন্যে নতুন করে আবেদন করতে পারবেন। কমিশনের দাবি, প্রায় ৫৮ লক্ষ বাদ পড়া ভোটারের মধ্যে ২২ লক্ষ মৃত এবং ৭ লক্ষ ভোটারের নাম রয়েছে একাধিক জায়গায়। ৩৫ লক্ষ ভোটার হয় স্থায়ীভাবে তাঁদের বাসস্থান বদল করেছেন বা বাড়ি বাড়ি সমীক্ষায় বিএলওরা তাঁদের খুঁজে পাননি। ১ লক্ষ ২ হাজার আবেদন এখনও জমা পড়েনি কমিশনে।

এই পরিস্থিতিতে রাজ্যের বিএলও প্রশিক্ষণ বাড়তি মাত্রা পাচ্ছে। কমিশনের এক আধিকারিক বলেন, 'যেহেতু বিএলওরা তৃণমূলস্তরে বাড়ি বাড়ি সমীক্ষার কাজ করবেন, তাই কী করতে হবে আর কী করতে হবে না সে সম্পর্কে তাঁদের সম্যক ধারণা থাকা দরকার। কমিশনের আইনগত দিক সম্পর্কেও যাতে তাঁরা ওয়াকিবহাল থাকেন, সেই জন্যই এই বিশেষ নিবিড় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।'

খড়্গপুরেই মাটি কামড়ে দিলীপ

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২৫ জুলাই : এবার আর গত লোকসভা ভোটের মতো ভুল করতে চান না প্রবীণ বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ। এখন থেকে আরএসএস ও সংঘ পরিবারের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে খড়্গপুর বিধানসভা কেন্দ্রে মাটি কামড়ে পড়ে রয়েছেন তিনি। আপাতত যাতায়াত সীমাবদ্ধ কলকাতা ও খড়্গপুরের মধ্যে। শুক্রবার নিজেই উত্তরবঙ্গ সংবাদকে জানালেন, ২০২৬-এর বিধানসভা ভোটে খড়্গপুর বিধানসভার ভোটে দলের প্রার্থী হতে চান। অবশ্য তিনি চাইলেই তো হবে না। পার্টি চাইলে তবেই হবে। পার্টিকেও তাই তিনি জানিয়ে দিয়েছেন সেকথা। বললেন, 'পার্টি চেয়েছিল বলে এর আগেও রাজ্যে লোকসভা ও বিধানসভায় লড়েছি। জিতেছি, আবার হেরেওছি।' তবে এবার ভোটের লড়াইয়ে নামার সুযোগ হলে আগাম সতর্ক থাকতে চান তিনি।

দিলীপ এদিন দাবি করলেন, 'আমি বরাবর আরএসএসের লোক। আরএসএস ও সংঘ পরিবারের সঙ্গে আমার যোগাযোগ থাকবে না? ওরা এখন পার্টির কাজ চালিয়ে যেতে বলেছে।'

গত লোকসভা ভোটে মেদিনীপুর আসনে লড়াইয়ে থাকতে চেয়েও সুযোগ হয়নি তাঁর। তাঁকে লড়াই করতে হয়েছিল নতুন বর্ধমান-দুর্গাপুর আসনে। কেন তা আগেই জানিয়েছিলেন তিনি। নতুন করে আর ওইসব তুলতে চান না।

সাক্ষ্য দিতে গিয়ে কান্না র‍্যাগিংয়ে মৃতের বাবার

রিমি শীল

কলকাতা, ২৫ জুলাই : শখ করে ছেলেকে পাঠিয়েছিলেন রাজ্যের অন্যতম সেরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করতে। প্রথম দিনের ক্লাস শেষে ছেলে জানিয়েছিল নিজের ভালো লাগার কথা। খানিক চিন্তায় থাকলেও ছেলের কথা শুনে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন। কিন্তু হঠাৎই গভীর রাতের একটি ফোন যে মুহূর্তে সমস্ত কিছু ছাড়খাড় করে দেবে, এমনটা হয়তো তখনও কল্পনা করতে পারেননি। বোঝেননি যাদের ভরসায় ছেলেকে রেখে এসেছেন, তারাই এই ধরনের কোনও কাণ্ড ঘটাতে পারে।

সংক্ষেপে এই ছিল ২০২৩ সালের ৮ অগাস্ট রাতের পরিস্থিতি। তারপর দু-বছর পেরিয়ে গিয়েছে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রথম বর্ষের পড়ুয়া ওই ছাত্রের মৃত্যু নিয়ে রাজ্য এবং দেশে কম তোলপাড় হয়নি। কিন্তু তাঁর পরিবার, বিশেষ করে ওই ছাত্রের বাবা-মা ঠিক কোন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে গিয়েছেন, সেটা হয়তো অনেকেরই জানা ছিল না।

অবশেষে শুক্রবার হয়তো তার খানিক আভাস মিলল। যখন দু'বছর পর ছেলের মৃত্যুতে সাক্ষ্য দিতে কাঠগড়ায় উঠলেন বাবা। ভেঙে পড়লেন। কোনওমতে নিজেকে সামলে নিয়ে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে গোপন জবানবন্দি দিলেন।

রুদ্ধদ্বার এজলাসে কারোর প্রবেশের অনুমতি ছিল না।

যাদবপুর মামলার শুনানি

জবানবন্দির আধঘণ্টা পরেই আর নিজেকে সামলাতে পারেননি।

২০২৩ সালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে র‍্যাগিং কাণ্ডে নিহত ছাত্রের বাবার সাক্ষ্য নেওয়া সম্পন্ন হল। এতদিন বিচার প্রক্রিয়ার দীর্ঘসূত্রিতায় হতাশ থাকলেও কিছুটা আশার আলো দেখছেন তিনি। 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'কে বললেন, 'আদালত ও বিচারব্যবস্থার প্রতি আমার আস্থা রয়েছে। বিচার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এবার ঠিক বিচার পাব।'

এই ঘটনায় প্রথমবার পরিবারের তরফে কেউ সাক্ষী দিল। মৃতের বাবা এই মামলার দশম সাক্ষী। বিবাদী পক্ষের তরফেও তাঁকে জেরার পর্ব শীঘ্রই সম্পন্ন হবে।

দু'ঘণ্টা ধরে তাঁর সাক্ষ্য নেওয়া হয়। তখনই ভেঙে পড়েন তিনি। এদিন তিনি বলেন, 'আদালতে সাক্ষ্য দেওয়ার সময় বার বার ছেলের মুখ ভেসে উঠেছে। তাড়াতাড়ি সমস্ত কিছু সম্পন্ন হোক এটাই চাই। ওর মাও ভেঙে পড়েছে।' ইতিমধ্যেই এই মামলার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী এক নাপিতের বয়ানও নেওয়া হয়েছে।

তবে মৃতের মা ও ভাই কেউই আদালতে আসেননি। নাবালকের বাবা বলেন, 'আমার ছোট ছেলে এখন দ্বাদশ শ্রেণিতে পড়ছে। দুই ভাইয়ের মধ্যে খুব ভালো সম্পর্ক ছিল। আমার বড় ছেলের খুব আফশোস ছিল কেন ভাই ওকে দাদা বলে ডাকে না। গতকাল একটু পনির এনেছিলাম। তখনও ওর কথা আমাদের খুব মনে পড়ছিল। কী করে ওদের আদালতে নিয়ে আসব?' মামলার পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করা হয়েছে ১৯ অগাস্ট।

পৃথক হবে দুই টার্মিনাল

কলকাতা, ২৫ জুলাই : কলকাতার নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বড় ধরনের সংস্কার কাজ করা হচ্ছে। পুরোনো ডোমেস্টিক বা অন্তর্দেশীয় টার্মিনাল বিল্ডিংটি ভেঙে ফেলে সেখানে বড়সড়ো টার্মিনাল তৈরি হবে। বিমানবন্দরের অধিকর্তা ডক্টর প্রভাতরঞ্জন বেউড়িয়া জানিয়েছেন, ২ লক্ষ ২২ হাজার ৯৭৩ বর্গমিটারের বর্তমান (অন্তর্দেশীয় ও আন্তর্জাতিক) টার্মিনালটি ব্যস্ততম সময়ে সাড়ে ৫ হাজার অন্তর্দেশীয় ও ২৯৬০ আন্তর্জাতিক যাত্রী ব্যবহার করেন। ২০২৫-২০২৬ আর্থিক বছরে এই টার্মিনালটি যাত্রী চলাচল ক্ষমতার সীমা ছাড়াবে।

এই টার্মিনালের ক্ষমতা অনুযায়ী বছরে এটি ২ কোটি ৬০ লক্ষ যাত্রী ব্যবহার করতে পারেন। এই বছরের শেষ বা পরের বছরের গোড়ার মধ্যেই পুরোনো অন্তর্দেশীয় টার্মিনাল বিল্ডিংটি ভেঙে ফেলার কাজ শেষ হয়ে যাবে। সেই জায়গায় নতুন একটি ইউ আকৃতির টার্মিনাল গড়ে তোলা হবে। কাজ শেষ হওয়ার পরে নতুন টার্মিনাল বিল্ডিংটি বছরে ২০ কোটি যাত্রী ব্যবহার করতে পারবেন।

অপরাজিতা বিল ফেরত রাজ্যপালের

কলকাতা, ২৫ জুলাই : অপরাজিত বিল ফেরত পাঠালেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। এই বিলে রাজ্যের প্রস্তাবিত ফাঁসির সাজা নিয়ে আপত্তি রয়েছে কেন্দ্রের। তাই ফের বিবেচনা করতে বিল রাজ্যকে ফিরিয়ে দিয়েছে রাজভবন।

কেন্দ্রের ধারণা, এই বিল ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ৬৪ ধারায় বর্ণিত ধর্ষণ ও তার শাস্তির বিধানে কয়েকটি অংশের পরিপন্থী। এই বিলটি 'অতিশয় নিষ্ঠুর' বলে মনে করছে কেন্দ্র।

আরজি কর মেডিকেল কলেজে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার পরেই ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে বিধানসভায় বিশেষ অধিবেশন বসে। সেখানেই অপরাজিতা বিল ২০২৪ পাশ হয়। তারপর তা অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয় রাজভবনে। যে কোনও বিল রাজ্যপালের কাছে গেলে তিনি তা বিবেচনা করে সই করেন।

এক্ষেত্রে বিষয়টি স্পর্শকাতর হওয়ায় রাষ্ট্রপতি ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কাছে পাঠান রাজ্যপাল। কিন্তু রাইসিনা হিলস থেকে এই বিলের কিছু অংশ নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তরফেও এই বিল নিয়ে কিছু প্রশ্ন রাখা হয়েছে। এই বিলে কিছু সমস্যা রয়েছে বলে রাজভবনে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

'অতিশয় নিষ্ঠুর' মৃত্যুদণ্ডে আপত্তি

বিজেপির মানসিকতা কী তা এবার স্পষ্ট হল।

কুণাল ঘোষ
তৃণমূল মুখপাত্র

ন্যায় সংহিতা থাকতে রাজ্যে আলাদা আইনের কী প্রয়োজন?

অগ্নিমিত্রা পল
বিজেপি বিধায়ক

বিল ফেরত পাঠানোয় সরব রাজ্যের শাসক দল। তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ সমাজমাধ্যমে লেখেন, 'অপরাজিতা বিল রাজ্যকে ফেরত পাঠাল কেন্দ্র? ধর্ষণ ও খুনে মৃত্যুদণ্ডকে অতিরিক্ত নিষ্ঠুর সাজা চিহ্নিত করে আপত্তি তুলল। এটা সত্যি হলে তীব্র প্রতিক্রিয়া রইল। বিজেপির মানসিকতা কী তা এবার স্পষ্ট হল।'

বিজেপির অগ্নিমিত্রা পলের দাবি, 'যখন কেন্দ্রের ভারতীয় ন্যায় সংহিতা আছে, তখন রাজ্যে আলাদা আইনের কী প্রয়োজন পড়ল?' এখন দেখার, এই বিল নিয়ে রাজ্য কি অবস্থান নেয়। তারা বিল সংক্রান্ত আপত্তি মেনে নেবে কিনা সময়ই বলবে।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ৬৯ সংখ্যা, শনিবার, ৯ শ্রাবণ ১৪৩২

যত কাণ্ড এসআইআর-এ

দেশজুড়ে লঙ্কাকাণ্ড বাধিয়ে দিয়েছে নির্বাচন কমিশনের একটি সিদ্ধান্ত। সিদ্ধান্তটি আপাতত বিহারকেন্দ্রিক। তবে এর জের পশ্চিমবঙ্গ সহ সারাদেশে পড়বে- এমন ইঙ্গিত আছে। কমিশনের সেই পদক্ষেপটি হল, বিশেষ নিবিড় সংশোধন। ইংরেজিতে সংক্ষেপে এসআইআর। ভোটার তালিকা থেকে ভূতুড়ে ভোটারদের ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বের করে দেওয়া এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য। বিহারে ঘাড়ধাক্কা দেওয়ার সংখ্যাটা ইতিমধ্যে ৫৬ লক্ষ ছাড়িয়ে গিয়েছে।

১ অগাস্ট সংশোধিত ভোটার তালিকা প্রকাশের আগে কমিশনের এই রাজসূয় যজ্ঞে হইচই পড়ে গিয়েছে। এর পিছনে প্রকৃত ভোটারদের বেছে বেছে বাদ দেওয়ার চক্রান্ত আছে বলে বিরোধীদের অভিযোগ। বিরোধীদের মতে, আসল লক্ষ্য, গরিব, প্রান্তিক, খেটে খাওয়া মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া। কর্মসূচিটি বিহারে চললেও পশ্চিমবঙ্গে প্রতিবাদে সোচ্চার তৃণমূল।

খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, একজন প্রকৃত ভোটারের নামও বাদ গেলে বিক্ষোভে গর্জে উঠবে বাংলা। লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির অভিযোগ, নির্বাচন কমিশন এভাবে ভোট চুরি করছে। এতে পার পাওয়া যাবে ভাবলে কমিশন ভুল ভাবছে। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের অবশ্য দাবি, ভোটার তালিকাকে নির্ভুল রাখতেই এই প্রয়াস। মৃত, অন্যত্র পাকাপাকিভাবে চলে যাওয়া ভোটারদের তালিকায় রেখে দেওয়ার অনুমতি কমিশন দিতে পারে না।

কমিশনের মতে বিরোধীদের অভিযোগ ভিত্তিহীন। বিহারের বিরোধী দলনেতা তেজস্বী যাদব এতই ক্ষিপ্ত যে ভোটার তালিকার এই বিশেষ নিবিড় সমীক্ষার প্রতিবাদে আসন্ন বিধানসভা ভোট বয়কটের ভাবনাচিন্তা শুরু করেছেন। নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে বিরোধীদের এই চাপানউতোর নজিরবিহীন। অতীতে বহুবার কমিশনের একাধিক সিদ্ধান্তে বিরোধী শিবির অসন্তোষ প্রকাশ করেছে। কিন্তু এভাবে সরাসরি সংঘাতে জড়িয়ে পড়া অতীতে ঘটেনি।

এই পরিস্থিতির দায় নির্বাচন কমিশনের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকারের। অতীতে এমন বিশেষ নিবিড় সমীক্ষা হলেও ঢালাও ভোটারদের নাম বাদ পড়েনি। বিহারে তেমন হওয়ায় কমিশনের ওপর আস্থা রাখতে পারছে না বিরোধীরা। এই অভিযানে তালিকায় নাম রাখতে আধার, প্যান, র‍্যাশন এমনকি সচিত্র পরিচয়পত্রকেও ধর্তব্যে রাখছে না। সচিত্র ভোটার পরিচয়পত্র নির্বাচন কমিশন দিলেও সেই কার্ডকে মান্যতা দিচ্ছে না।

বিহারে তড়িঘড়ি এই কর্মসূচিটিও সন্দেহের উদ্রেক করছে। যে প্রক্রিয়াটি সময়সাপেক্ষ, বিহারে সেটাই ঝড়-জল, বৃষ্টি উপেক্ষা করে তড়িঘড়ি ফর্ম পূরণ করতে বাধ্য করছে কমিশন। তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়ার পরিসংখ্যানও বিস্ময়কর। তৃণমূলের অভিযোগ, বিহারে খুঁজে পাওয়া যায়নি, এমন ভোটারের সংখ্যা ২২ জুলাই ছিল ১১,৪৮৪। ২৪ ঘণ্টা পর সেই সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১ লক্ষ।

বিরোধীদের অভিযোগ, ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার লক্ষ্যে এই বিশেষ নিবিড় সংশোধনী। কমিশনকে বিবৃতি দিয়ে সেই অভিযোগকে খণ্ডন করতে হচ্ছে ঠিকই, তাতে বাস্তব পরিস্থিতি পালটাচ্ছে না। উলটে মানুষের মনে অনিশ্চয়তা তৈরি হচ্ছে। এর আগে অসমে এনআরসি’র সময় একইরকম ছবিটা দেখা গিয়েছিল। নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন নিয়ে দেশজুড়ে তুমুল বিতর্কের সময়ও একইরকম উৎকণ্ঠা তৈরি হয়েছিল।

নোটবন্দির সময় মানুষ বিভ্রান্তের মতো ব্যাংক, ডাকঘরের বাইরে লাইনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। সেদিন সরকার কিছু শুকনো আশ্বাস দিয়ে ক্ষান্ত ছিল। এখনও তাই। চলতি বিতর্কের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী অন্তত সাতটি জেলায় গত এক সপ্তাহে ভোটার তালিকায় নাম তুলতে ৭৫ হাজার আবেদন জমা পড়েছে। মানুষকে এভাবে ব্যতিব্যস্ত এবং চরম মানসিক উৎকণ্ঠার মুখে ফেলে দেওয়ার দায় কমিশনের পাশাপাশি কেন্দ্রেরও।

কেননা, বাংলাদেশি, রোহিঙ্গা, অনুপ্রবেশকারীদের খুঁজে বের করার দায়িত্ব কেন্দ্রের। অথচ সেই জুজু দেখিয়ে সাধারণ মানুষকে ভোগান্তির মুখে ফেলে দেওয়া হচ্ছে। ভোটার তালিকার বিশেষ সংশোধনের কর্মসূচি কমিশনের ঠিকই। কিন্তু অনুপ্রবেশ প্রশ্নে কেন্দ্রের শাসকদলের আস্ফালনের প্রতিফলন কমিশনের ওই কর্মসূচিতে পড়ায় সন্দেহ বাড়াচ্ছে।

অমৃতধারা

মনকে একাগ্র করতে হলে মনের ভেতরকার কোথায় কি দুর্বলতা ও হীনভাব আছে তাকে খুঁজে বার করতে হয়। আত্মবিশ্লেষণ না করলে মনের অসচ্ছলতা ধরতে পারা যায় না। সুচিন্তাই মনস্থির করার ও শান্তিলাভের প্রধান উপায়। সত্য ও অসত্য- এই দুইকে জানবার জন্য প্রকৃত বিচারবুদ্ধি থাকা চাই। মনকে সর্বদা বিচারশীল করতে হবে- যাতে আমরা সত্য ও অসত্যের পার্থক্য বুঝতে পারি। তাই বিচার ও ধ্যান দুইই একসঙ্গে দরকার। অবিদ্যার অর্থ হল অনিত্যে নিত্য বুদ্ধি, অশুচিতে শুচি-বুদ্ধি, অধর্মে ধর্ম-বুদ্ধি করা। অসত্যকে সত্য বলে ধরে থাকাই অবিদ্যার লক্ষণ। ‘অবিদ্যা’ মানে অজ্ঞান অর্থাৎ যে অবস্থায় মানুষ আপনার দিব্যস্বরূপকে জানে না তাকেই ‘অবিদ্যা’ বলে।

–স্বামী অভেদানন্দ

আফগানিস্তানই কি ভবিতব্য বাংলাদেশের

বাংলাদেশ আমাদের কাছে এক শিক্ষা। ধর্মান্ধরা সব গ্রাস করলে শস্যশ্যামলা, আন্তরিকতার শান্ত দেশে আঁধার নামে।

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

রুক্ষ আফগানিস্তান থেকে আজ তেমন কোমলগান্ধারের খবর আসে না আর। আর কোনও রহমত বাংলার মিনির জন্য মন কেমনের ধারাপাত নিয়ে ঘরে বসে থাকে না কান্দাহার-কাবুলে।

সংবাদ সংস্থা এপি’র খবরে পড়লাম, নাহিদা নামে আফগান কিশোরীর অসহায় কৈশোরের ক্ষতচিহ্ন। স্কুলে ছয় ঘণ্টা কাটিয়ে এক কবরখানায় ঘুরে বেড়ায় সে। সেখানে মৃতদের কবরে ফুল দিতে আসেন অনেকে। তাঁরা তৃষ্ণার্ত হলে নাহিদা জল দেয়। জল বিক্রি করেই চলে জীবন।

নাহিদার স্বপ্ন ছিল ডাক্তার হওয়া। সেটা আর সম্ভব নয়। কেননা পরের বছর তাকে মাদ্রাসায় ভর্তি হতে হবে। তেরো বছরের নাহিদা জানে, ওখানে প্রাইমারি স্কুল শেষ হলেই মেয়েদের শিক্ষাজীবন শেষ। তালিবান সরকারের তিন বছর আগে ঘোষণা ছিল, মেয়েদের সেকেন্ডারি স্কুলে প্রবেশ নিষেধ। বিশ্ববিদ্যালয়েও না। পৃথিবীর একমাত্র রাষ্ট্র, যেখানে এমন ফতোয়া।

দুর্দিন।। মেয়েদের ফুটবল ম্যাচ বানচাল করতে ভাঙচুর মৌলবাদীদের। বাংলাদেশে।

কাবুলের তসনিম নসরত ইসলামিক সায়েন্স এডুকেশনাল সেন্টারে সারি সারি বোরখা পরা মুখ দেখা যায় প্রতিদিন। ছয় থেকে ষাট, সব বয়সেরই। অন্তত চারশো মেয়ে সেই মাদ্রাসায় যায়। কোরান পড়ে সেখানে, ধর্মশিক্ষা হয়।

এ সব পড়তে পড়তে ভয় গ্রাস করে, মুহাম্মদ ইউনূস বাংলাদেশকেও ওইভাবে আফগানিস্তান হওয়ার পথে নিয়ে যাচ্ছেন না তো? যেখানে নারী স্বাধীনতা থাকবে না, নারী শিক্ষা বলেও কিছু থাকবে না। গান-সাহিত্য-সিনেমা সবই চলে যাবে ধর্ম নামক চোরাবালির আড়ালে।

সম্প্রতি যে সব ভিডিও পদ্মা-মেঘনা-ধলেশ্বরীর পার থেকে ভেসে আসে, সে সবে লেগে থাকে আতঙ্ক । শুধু আতঙ্ক । জেগে থাকে অরাজকতা ও চরম নৈরাজ্য। শুধু অরাজকতা ও চরম নৈরাজ্য। যেখানে নোবেলজয়ী ইউনূসকে দেখায় মৌলবাদীদের হাতের পুতুল মাত্র।

বাংলাদেশ আমাদের বাঙালিদের কাছে একটা শিক্ষা। ধর্মান্ধরা সব গ্রাস করলে একটা শস্যশ্যামলা শান্ত দেশে, বহু আন্তরিক মানুষের দেশে কীভাবে আঁধার নামে।

এমনই হাড়হিম করা ভিডিওতে দেখলাম, বাংলাদেশের মহেশখালীতে অনূর্ধ্ব-১৯ জাতীয় মেয়ে ফুটবলার পারভিন সুলতানার বাম পায়ের রগ কেটে নেওয়া হয়েছে। কেন? হামলাকারীরা বলেছে, ফুটবল খেলা ইসলামে হারাম। পারভিনকে তারা আর মাঠে নামতে দেবে না। অথচ দিন কয়েক আগে বাংলাদেশের মেয়ে ফুটবলাররা ইতিহাস গড়েছেন এশিয়ান কাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে।

পদ্মাপারের মেয়েদের যা পারফরমেন্স, তা ছেলেরা কল্পনাও করতে পারবেন না। বর্তমান মেয়ে জাতীয় টিমের ৭ ফুটবলার ভুটানের লিগে খেলেন। তার বাইরেও আছেন অনেকে। ভারতীয় লিগেও খেলেছেন। তাদের ঋতুপর্ণা চাকমা, স্বপ্না রানি, কৃষ্ণারানি সরকার, সানজিদা আক্তার, সাবিনা খাতুনরা খুব পরিচিত নাম। ইউনূসের দেশে কি ওঁরা খেলা ছেড়ে দেবেন? ওদের টিমটাকে এখনও ভারতও ভয় পায়। অনেকবার হারিয়েছে।

পুরুষ সে তো মানবে না। যে দেশে হাসিনা-খালেদার মতো নেত্রীরা এত বছর শাসন চালালেন, সেখানে নারীত্বের অপমানেই সুখ বহু পুরুষের। দিনকয়েক আগে জয়পুরহাটের তিলকপুরের স্কুল মাঠে মেয়েরা ফুটবল খেলছিল। সেখানে ভাঙচুর চালায় মুসল্লি ও মাদ্রাসার ছাত্ররা। এই শিক্ষা, এই সাহস এরা পায় কোথা থেকে? উৎসটা কী?

আফগান তালিবান চায় না, সে দেশে গানবাজনা হোক। প্রচুর বাদ্যযন্ত্র ভেঙেই তালিবানি আনন্দ। সুর, তুমি তফাত যাও। কোনও ঘরে সুরের যন্ত্র রাখতে দেয় না তালিবান। সম্প্রতি নব্য বাংলাদেশে এমন তালিবানও পাওয়া যাচ্ছে প্রচুর। নদীর ধারে নৌকোয় রাখা ছিল গানের অনেক যন্ত্র। মাদ্রাসা থেকে লোক এসে সব ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে। এমন ভিডিও দেখলাম। দেখলাম, পাকিস্তানের জার্সি পরে ঢাকার রাজপথে কিছু লোক ঘুরছে। মাঠের গ্যালারিতেও কিছু লোক পাকিস্তানি জার্সি পরে বসে।

এখানে প্রশ্ন আছে একটা। এই বাংলাদেশিদের রোলমডেল তা হলে কোন দেশ? পাকিস্তান, না আফগানিস্তান? দুটো দেশ তো একসঙ্গে রোলমডেল হতে পারে না। ওই দুটো দেশে আকচাআকচি কিন্তু আজ চরমে।

খেলা গেল, গানবাজনা গেল। এবার বাকি রইল সিনেমা। বৃহস্পতিবার যা শুনলাম, তাতে তাজ্জব হয়ে যাওয়ার কথা। ঢাকার উত্তরা অনেকটা কলকাতার সিনেমাপাড়া টালিগঞ্জের মতো। সেখানে সেক্টর চার এলাকায় তিনটি শুটিং হাউস। উত্তরার হাউস মালিকদের চিঠি দিয়ে বলা হয়েছে, এখানে আর শুটিং করা যাবে না। কারণ? রাস্তায় লোক বাড়ছে, যাতায়াত-গাড়ি চলাচলে সমস্যা, বাসিন্দাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় সমস্যা। ২৫ বছর ধরে এই সব সমস্যা হয়নি। এখন হচ্ছে। ইউনূস সরকারই সাহস জোগাচ্ছে। অথচ সরকারের অন্তত দুই পরামর্শদাতার স্ত্রী বিশিষ্ট অভিনেত্রী। তাঁদের মুখে কুলুপ।

মোস্তফা সরওয়ার ফারুকীর মতো লোক এখন বাংলা সংস্কৃতি জগতের হর্তাকর্তা। তিনি করছেনটা কী? তিনিও কি ক্রীড়নক, হাতের পুতুল হয়ে ব্যস্ত? বিখ্যাত সংস্কৃতিকর্মী আসাদুজ্জামান নূরকে এত দিন ধরে, বিনা বিচারে জেলে আটকে রাখা হয়েছে। ফারুকীর দায় নেই কোনও? কতদিন বিচার চলবে রাজনৈতিক বন্দিদের?

তসলিমা নাসরিন যে প্রশ্নটা তুলেছেন, সেটা অনেকেরই। হলি আর্টিজান বেকারিতে হামলা নিয়ে ফারুকী তৈরি করেছিলেন ‘শনিবারের বিকেল’ নামে একটা সিনেমা। হাসিনার আমলে ওই সিনেমা মুক্তি পায়নি বলে ফারুকীরা হইচই করেছিলেন। এখন ফারুকীই ওই সিনেমা প্রকাশ্যে মুক্তি দিচ্ছেন না কেন? চেয়ার হারাবেন বলে? নাকি হামলাকারীদের সঙ্গে সহমত? তিনি তো অন্যের ছবিই মুক্তি দিচ্ছেন না।

আজকের বাংলাদেশ যেমন অশিক্ষিতদের আসল অন্তর দেখিয়ে চলেছে, তেমনই দেখিয়ে চলেছে অনেক তথাকথিত শিক্ষিতর অশিক্ষা, ধান্দাবাজি। যেমন ইউনূস, যেমন ফারুকী, যেমন আসিফ নজরুল, যেমন সফিকুল আলম, যেমন কিছু সংবাদপত্র মালিক-সম্পাদক, যেমন ব্যাংক কর্তা। বোঝা যাচ্ছে, এঁদের কারও মধ্যে তুমুল বোঝাপড়া, কারও মধ্যে বোঝাপড়ার চূড়ান্ত অভাব।

পোশাক নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাম্প্রতিক ফতোয়া এবং ডিগবাজির কথাই ধরুন। মহিলা কর্মীদের স্বল্প দৈর্ঘ্যের পোশাক, ছোট হাতার ব্লাউজ, লেগিংস পরায় নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল ব্যাংক। বলা হয়েছিল, পরতে হবে শালীন পোশাক হিজাব, হেডস্কার্ফ। এমনকি জিনসও পরা বন্ধ। বাংলাদেশ ব্যাংকও কি আজ চালাচ্ছেন মাদ্রাসার মৌলবাদীরা? প্রতিবাদ হওয়ায় সেই ফতোয়া তুলে নেওয়া হয়েছে। তবে অনেকেই বলছেন, এটা এক ধরনের সতর্কবার্তা। পরীক্ষা করা হল, আসলে প্রতিক্রিয়া কী দাঁড়ায়।

ঢাকায় জনবহুল এলাকায় যে বিমান দুর্ঘটনাটি হল, তা নিয়ে নানা প্রশ্ন রয়েছে কিছু মানুষের। সে পথে যাচ্ছি না। দেখলাম, পুড়ে যাওয়া বাচ্চাদের চিকিৎসার জন্য ইউনূস জনগণের কাছে ভিক্ষে চেয়েছেন।

সোশ্যাল মিডিয়ায় তসলিমার প্রশ্নটা এখানেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, ‘দেশকে তিনি সম্ভবত আস্ত একটা গ্রামীণ ব্যাংক মনে করছেন! কিংস পার্টি এনসিপিকে তো গোপালগঞ্জে সন্ত্রাস করার জন্য সেদিন ৮ কোটি টাকা মূল্যের নিরাপত্তা বেষ্টনী দিয়েছেন। ব্যক্তিগত হাবিজাবি পুরস্কার বগলদাবা করার জন্য সঙ্গীসাথি নিয়ে লন্ডনে প্রমোদ বিহারে গিয়ে হোটেল বিলই তো মিটিয়েছেন ৩ কোটি টাকার। তিনি বাদশাহ হতে চেয়েছিলেন, বাদশাহ হয়েছেন। আমোদপ্রমোদের তাঁর কমতি নেই। যদিও খাদির পোশাক পরে সরলসোজা নিরীহ সাজেন, আসলে তো তিনি তা নন। রীতিমতো ধুরন্ধর ধনকুবের তিনি। দুর্ঘটনায় শত শত শিশুর মৃত্যু হওয়ার পরও তিনি পারিষদবর্গের সঙ্গে ফোটোশুটে সময় দেন, তাঁর মুখের হাসিটি মোটেও মিলিয়ে যায় না।’

মুখের হাসি মিলিয়ে না যাওয়াটা সত্যিই ধুরন্ধর রাজনীতিকের লক্ষণ। তবে যেভাবে ওদেশে বিএনপি বনাম জামায়াতে ইসলামি-এনসিপি-ইসলামি আন্দোলন বাংলাদেশ পার্টির কথার লড়াই শুরু হয়েছে, তাতে মনে হচ্ছে ইউনূস খুশিই হবেন। নির্বাচনের সম্ভাবনা আরও অথই জলে। এবং ইউনূস তো এটাই চাইছেন। একদিকে বিএনপি, যারা অনেকটাই অসাম্প্রদায়িক। অন্যদিকে তিনটে দল, সাম্প্রদায়িক। সবচেয়ে লজ্জার হল, ছাত্রদের নতুন দলের ওই জোটে নাম লেখানো। আবার লজ্জারই বলবেন কী করে? এরাই হচ্ছে অশান্তির বাংলাদেশে নতুন ধান্দাবাজ। মুজিবুর রহমান ও সুকান্ত ভট্টাচার্যের জন্মভিটে, আওয়ামির আঁতুড় গোপালগঞ্জে যে রক্তারক্তি কাণ্ড হল, অজস্র মানুষ উধাও আজও, তার দায় তো পুরোপুরি ছাত্রদের পার্টির। এই পার্টিও আমাদের বাংলার ছাত্র পার্টিগুলোর মতো। নেতারা বহুদিনই আর ছাত্র নয়।

অবশ্য আমরা ভারতীয়রা বিদেশি পার্টিকে ধান্দাবাজই বা বলব কী করে? আমরাই বা কী কম ধান্দাবাজ?

বছর খানেক আগে আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার বলল, চিনের সঙ্গে কোনও বাণিজ্য নয়। বয়কট, বয়কট। অথচ এখন নয়াদিল্লির কনট প্লেসের পালিকা বাজার থেকে শিলিগুড়ির হংকং মার্কেট-- সব জায়গাতেই প্রচুর চিনা জিনিস উপচে পড়ে। কিছুদিন আগে কেন্দ্রীয় সরকার বলল, মালদ্বীপ যাবেন না। বয়কট, বয়কট। মালদ্বীপের বদলে লাক্ষাদ্বীপ যান। প্রচুর ভারতীয় মালদ্বীপ যাওয়ার টিকিট বাতিল করে দিলেন।

আর এখন দেখছি, সব নির্দেশ ভোঁভা। প্রচুর ভারতীয় আবার মালদ্বীপে। আমাদের প্রধানমন্ত্রী নিজেও ওখানে হাজির।

আপনি বলবেন, এটা ধান্দাবাজি, পালটিবাজি। নেতারা বলবেন, এটাই কূটনীতি।

ইউনূসও আজ বাংলাদেশে ওরকমই যুক্তি দিচ্ছেন। শুধু কলকাতা থেকে ইউরোপ, হাজার হাজার বাংলাদেশি নির্বাসিতের জীবন কাটাচ্ছেন অসহায়। দেশে ফিরলেই তাঁদের জীবন বিপন্ন। নারীদের স্বাধীনতা যেমন সংকটে।

এসবও কি কূটনীতির মধ্যে পড়বে, শ্রীযুক্ত মুহাম্মদ ইউনূস?

আজ

১৮৬৫

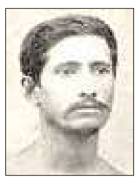

কান্তকবি রজনীকান্ত সেনের জন্ম আজকের দিনে।

১৯৫২

আজকের দিনে প্রয়াত হন কবি মোহিতলাল মজুমদার।

আলোচিত

বিহারে সরকারটা বিজেপির। ফলে ওখানে যেভাবে ভোটার তালিকা সংশোধন করছে, বাংলায় সেভাবে পারবে না। মৃতদের ভোট হয়, আমরাও জানি। কিন্তু যে সংখ্যায় ভুয়ো ভোটার বের হচ্ছে, সেটা অস্বাভাবিক। সমাজমাধ্যমে ভয়ের বাতাবরণ তৈরি হচ্ছে।

- অধীর চৌধুরী

ভাইরাল/১

মায়ের দুধ ছাড়া যে কোনও কাঁচা দুধ কোলের শিশুর পক্ষে ক্ষতিকারক। এক বাচ্চার গোরুর বাঁটে মুখ দিয়ে দুধ খাওয়ার ভিডিও ভাইরাল। বাবা শিশুটির মুখ গোরুর বাঁটে ধরেন। বাচ্চাটি মনের সুখে খেতে থাকে দুধ। বাবার আচরণে সমালোচনার ঝড়।

ভাইরাল/২

চিনের এক মহিলা ৯০টি ডিম কিনেছিলেন। সেগুলি বাড়িতে রেখে ঘুরতে গিয়েছিলেন। দু’দিন পরে ফিরে রান্নাঘরে কিচিরমিচির আওয়াজ শুনে দরজা খুলতেই চক্ষু চড়কগাছ। ডিমগুলি থেকে বাচ্চা বেরিয়ে ঘরময় ঘুরে বেড়াচ্ছে।

উত্তরের পাঁচালি

অভিনয়ের টানে

অনিমেষ দাস।

অনিমেষ দাস রায়গঞ্জ দেবীনগর এলাকার বাসিন্দা। এই অঞ্চলের অন্যতম জনপ্রিয় অভিনেতা। বেসরকারি সংস্থার কর্মী। কাজের সময়টুকু বাদ দিয়ে বাদবাকি যা সময় পান তা অভিনয়েই ঢেলে দেন। ছাত্রজীবন থেকেই অভিনয়ের প্রতি তাঁর তীব্র ঝোঁক। তারপর থেকেই এতেই তাঁর মনপ্রাণ ঢেলে দেওয়া। বর্তমানে রায়গঞ্জের একটি নামী নাট্যদলের সক্রিয় কর্মী। নাটকের পাশাপাশি তিনি যাত্রাতেও অভিনয় করেন। লখনউয়ে আয়োজিত একটি নাট্য প্রতিযোগিতায় সেরা অভিনেতার পুরস্কার পেয়েছেন। তার আগে জেলা ও রাজ্য স্তরে বহু পুরস্কার জেতা সারা। অভিনয়ের পাশাপাশি নাটক লেখা ও পরিচালনাও করেন। মঞ্চে আলোর ব্যবহারে বিশেষভাবে দক্ষ।

অনিমেষ একজন সমাজসেবীও বটে। রক্তদান, বৃক্ষরোপণ, দুঃস্থদের সাহায্যের মতো কাজ নিয়মিত করে যান। তবে অভিনয়ই প্রথম প্রেম। মানুষটির কথায়, ‘অভিনয়কে খুব ভালোবাসি। অভিনয়ের জন্য জীবনে অনেককিছু ত্যাগ করেছি। আজীবন অভিনয় নিয়ে বাঁচতে চাই।’

- অচিন্ত্য সরকার

কাছের মানুষ

সন্ধ্যা ধর।

অশীতিপর সন্ধ্যা ধর সবার প্রিয় ‘পিসিমণি’। জন্মসূত্রে দক্ষিণবঙ্গের। ১৯৯৭ সালে গভর্নমেন্ট টেলারিং স্কুলের শিক্ষিকা হিসেবে তাঁর ধূপগুড়িতে আসা। এর আগে কলকাতার কলেজ স্ট্রিটে একটি সেলাই স্কুলের ব্যালে ড্যান্স গ্রুপে ড্রেস ডিজাইনার হিসেবে কাজ করেছেন। পরে দুর্গাপুর ও বহরমপুর ঘুরে তিনি ধূপগুড়ি আসেন। এখানেই অবসর। এখানে নিজের বাড়ি নেই। কিন্তু ছাত্রীদের মধ্যে তিনি এতটাই জনপ্রিয় যে সেই অভাব কোনওদিন বড় হয়ে দেখা দেয়নি।

ছাত্রীদের অনেকের বাড়িতে পালা করে দিন কাটিয়েছেন। এখনও কাটান। শুধু পোশাক তৈরির পাঠই নয়, কীভাবে জীবনকে ভালোবেসে মানুষের মতো মানুষ হয়ে উঠতে হয় সেই পাঠ সবাইকে দেন। তা শেখার জন্য সবাই যেন রীতিমতো উন্মুখ হয়ে থাকে। বিপদে-আপদে সর্বস্ব দিয়ে মানুষের পাশে দাঁড়ান। নিজের কোনও সমস্যার বিষয়ে চিন্তা না করেই। সন্ধ্যাদেবী অনেকের কাছেই খুবই অনুপ্রেরণার।

–অপর্ণা গুহ রায়

আবৃত্তিতে প্রাণ

নন্দিতা গোস্বামী।

নন্দিতা গোস্বামী দিনহাটা শহরের বাসিন্দা। বাচিক শিল্পী হিসেবে বেশ জনপ্রিয়। দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়ার সময় থেকেই এই শিল্পের প্রতি বেশ টান। কবি শৈবাল মজুমদারের কাছে আবৃত্তির প্রশিক্ষণে হাতেখড়ি। তারপর তাঁর স্ত্রী বীণা মজুমদারের কাছে এই পাঠ। দিনহাটা উচ্চবিদ্যালয়ের প্রাক্তনী নন্দিতা আবৃত্তির অঙ্গনে রাজ্য স্তরে প্রশংসা কুড়িয়েছেন। ছোটদের আবৃত্তি শেখান।

কণ্ঠস্বরকে সঙ্গী করে বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে ভয়েস ওভার আর্টিস্ট হিসেবে কাজ করেছেন। সংগীতচর্চাও করেন। তবে মনপ্রাণ জুড়ে আবৃত্তিই। মুঠোফোনে জীবনকে আবদ্ধ না রেখে সংস্কৃতিচর্চার মাধ্যমেই প্রকৃত উত্তরণ সম্ভব বলে বিশ্বাসী।

–ভাস্কর সেহানবিশ

ট্রোলিং এড়িয়ে নিজের লক্ষ্যে অটল

ফুটপাথে সাধারণ চায়ের দোকান চালিয়ে এখন একজন শিল্পপতি হওয়ার স্বপ্ন। কে কী বলল, তাতে কান না দেওয়ার মন্ত্র।

শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়

সুনীল পাটিলকে চেনেন? নিশ্চিতভাবে চেনেন। তবে হয়তো তাঁর নিজের নামে নয়। কিন্তু ‘ডলি চায়ওয়ালা’ বললে আপনি নিশ্চিতভাবে তাঁকে চিনে ফেলবেন। নিম্নবিত্ত পরিবারকে একটু স্বাচ্ছন্দ্য দিতে নাগপুরের রাস্তায় চা বিক্রিকে তাঁর পেশা হিসেবে বেছে নেওয়া। একটা সময় ‘পাইরেটস অফ দ্য ক্যারিবিয়ান’ দেখা। জনি ডেপের জ্যাক স্প্যারো চরিত্রটি দেখে ভীষণভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে পড়া। আর তখনই উপলব্ধি, চায়ের পাশাপাশি দারুণভাবে স্টাইল বিক্রিও সম্ভব। আর তাই সুনীলের দারুণ মজাদার স্টুলের স্টাইল, ঝলমলে পোশাকে চা পরিবেশন শুরু। সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজেকে ‘ডলি’ নামে পরিচয় দিতে শুরু করেন। জনিকে দেখে অনুপ্রাণিত ডলি’র জনপ্রিয়তা একটু একটু করে ধরা দিতে শুরু করে।

এপর্যন্ত সব ‘ঠিকঠাক’। গত বছর মুকেশ আম্বানির ছোট ছেলের প্রাক-বিবাহের অনুষ্ঠানে বিল গেটস ভারতে এসেছিলেন। ঘটনাচক্রে নাগপুরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মার্গে ডলির ছোট্ট চায়ের দোকানে ‘ডলি কি টাপরি’-তে তিনি পৌঁছে যান। ডলির চা তৈরির অভিনব কৌশল থেকে শুরু করে তা পরিবেশন দেখে মুগ্ধ হয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেন। ব্যাস, জনপ্রিয়তার পারদ চড়চড়িয়ে ওঠা শুরু। সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি অহরহ ভাইরাল। দেশের নানা জায়গা থেকে ডাক। এমনকি বিদেশ থেকেও। এক একটি অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য তাঁর ‘অ্যাপিয়ারেন্স ফি’ নিয়েও কম বিতর্ক হয়নি।

সেই দিন।। বিল গেটসের সঙ্গে ডলি চায়ওয়ালা।

সুনীল তাকে পাত্তা দেননি। বরং কীভাবে ‘ডলি কি টাপরি’কে স্রেফ নাগপুরের এক ছোট্ট বৃত্তে আটকে না রেখে গোটা দেশে ছড়িয়ে দেওয়া যায় সে দিকে মন দিয়েছেন। এই ব্র্যান্ডের ফ্র্যাঞ্চাইজি দিতে চান বলে ঘোষণা করেছেন। আর তারপর থেকেই তাঁকে লক্ষ করে ট্রোলিং শুরু। ‘ভারতে শিক্ষা একটি কেলেঙ্কারি, এবং তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ হল ডলি চায়ওয়ালা।’ এজাতীয় মন্তব্যে সোশ্যাল মিডিয়ার নানা জায়গা ভরে ওঠা শুরু। কিছু কিছু মন্তব্য এমন যে তা যাঁকে লক্ষ্য করে বলা হচ্ছে তিনি শুনলে নিশ্চিতভাবে ভেঙে পড়বেন। সুনীল সেই বিষয়টিকে গুরুত্ব দেননি। বরং ফ্র্যাঞ্চাইজি নিয়ে কার্ট স্টলের ক্ষেত্রে ৪.৫ লক্ষ থেকে ৬ লক্ষ টাকা, স্টোর মডেলের ক্ষেত্রে ২০ থেকে ২২ লক্ষ টাকা এবং ফ্ল্যাগশিপ ক্যাফের ক্ষেত্রে ৩৯ থেকে ৪৩ লক্ষ টাকা পর্যন্ত খরচ হবে বলে জানিয়ে দিয়েছেন। সুখবর আসতেও সময় নেয়নি। সেই ঘোষণার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই ‘ডলি কি টাপরি’র ফ্র্যাঞ্চাইজি প্রস্তাবের জন্য মোট ১,৬০৯টি আবেদন জমা পড়ে (এই হিসেব জুলাই মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত)।

জনি ডেপের অন্ধ ভক্তটি হাসছেন, ‘অনেকের মতো স্কুলে যাওয়ার সুযোগ আমি পাইনি। কিন্তু আমার চায়ের গাড়িতে-রোদে, বৃষ্টিতে, ভালো-খারাপ দিনে ২০টা বছর কাটিয়েছি। আমি আশা করেছি, একদিন কিছু একটা বদলাবে। আমি কখনও হার মানিনি। আজকের দিনটা আমার কাছে সৌভাগ্যের, তবে তার থেকেও বেশি-গর্বের।’ সুনীল বলে চলেন, ‘লোকে আমাকে নিয়ে হাসতে পারে, কটাক্ষ করতে পারে। কিন্তু আমাকে দেখে কেউ যদি আমার মতো শূন্য থেকে শুরুর স্বপ্ন দেখতে পারে, তবে আমাকে করা প্রতিটি অপমান সার্থক বলে মনে করব।’

লোকে কী বলল, তা নিয়ে পড়ে থাকলে জীবন অচল। ইতিহাস সাক্ষী।

(লেখক সাহিত্যিক। হাওড়ার বাসিন্দা।

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে।
ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪২০২

পাশাপাশি : ১। নাম পরিচয় ও বাসস্থান, নাম ও ঠিকানা ৩। কৃষ্ণসখা শ্রীদাম-এর নামের বিকৃত রূপ ৫। উপাদান, উপকরণ ৭। বিদ্যুৎ ৯। শাস্ত্রবিহিত ব্যবস্থা বা নিয়ম, কর্তব্য নির্দেশ, আইন বা আইনপ্রণয়ন ১১। বন্দুকধারী সিপাই বা দেহরক্ষী ১৪। উড়িধান, তৃণধান ১৫। সাত প্যাঁচওয়ালা।

উপর-নীচ : ১। বিখ্যাত ২। যোগলব্ধ অষ্ট ঐশ্বর্যের অন্যতম, শিবের বিভূতিবিশেষ ৩। তামাকের কলকে, এক কলকে তামাক ৪। অভিনয়াদির অভ্যাস, মহড়া ৬। শত রকমে, শতবার ৮। সূর্য ১০। নর্তক শ্রেষ্ঠ, নৃত্যরত শিব, শিব ১১। মহাবন, বিশাল সুসজ্জিত অরণ্য ১২। উগ্র, চরমপন্থী, আপসবিরোধী ১৩। নাচ গান ইত্যাদির আসর বা বৈঠক।

সমাধান ■ ৪২০১

পাশাপাশি : ১। নতুবা ৩। দফা ৫। নন্দা ৬। দানব ৮। তামিল ১০। আস্তিক ১২। চটক ১৪। রাকা ১৫। কস্তা ১৬। নবীন।

উপর-নীচ: ১।নচিকেতা ২।বানতেল ৪।ফাল্গুন ৭।বগ ৯।বচ ১০।আচকান ১১।কলতান ১৩।টনক।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, প্রান্তিক ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪০৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

বন্দেমাতরম ধ্বনিতে স্বাগত মোদিকে

ভারত-মালদ্বীপ অটুট বন্ধুত্বের বার্তা

মালে, ২৫ জুলাই : দু'দিনের সফরে শুক্রবার মালদ্বীপ পৌঁছোলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ব্রিটেনের সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্যচুক্তি স্বাক্ষরের ঠিক পরে তাঁর মালদ্বীপ সফর ভারতের বিদেশনীতির নিরিখে বাড়তি গুরুত্ব পাচ্ছে। এদিন মালে বিমানবন্দরে ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানাতে নিজেই হাজির হয়েছিলেন মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট মহম্মদ মুইজ্জু। বিমান থেকে নামতেই মোদির দিকে এগিয়ে যান তিনি। হাত মেলানোর পর মুইজ্জুকে জড়িয়ে ধরেন মোদি। পরের পর খণ্ডদৃশ্য বলে দিচ্ছিল দু'বছর আগের তিক্ততা এখন অতীত। বাস্তবের শক্ত মাটিতে দাঁড়িয়ে ভারতের গুরুত্ব আঁচ করতে পেরেছেন মুইজ্জু। অন্ধ ভারত-বিরোধিতার রাস্তায় না হেঁটে ভারতের সঙ্গে পুরোনো সুসম্পর্ক ঝালিয়ে নেওয়ার চেষ্টা পুরোমাত্রায় লক্ষ করা গিয়েছে মালদ্বীপ সরকারের তরফে।

বিমানবন্দর থেকে মালের রাস্তায় প্রধানমন্ত্রীর কনভয় বার হতেই রাস্তার দু'পাশে জড়ো হওয়া মালদ্বীপের বাসিন্দারা বন্দেমাতরম, ভারত মাতা কি জয় বলে স্লোগান দিতে থাকেন। অনেকের হাতে ছিল ভারতের পতাকা। দৃশ্যত অভিভূত মোদি এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'বিমানবন্দরে আমাকে স্বাগত জানাতে এসেছেন প্রেসিডেন্ট মুইজ্জু। ভারত-মালদ্বীপ সম্পর্ক এবার নতুন উচ্চতায় পৌঁছোবে।' তিনি বলেন, 'এই বছর ভারত ও মালদ্বীপ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ৬০ বছর পূর্তি উদযাপন করছে। আমাদের সম্পর্কের শিকড় সমুদ্রের চেয়ে গভীর।... আমরা শুধু প্রতিবেশী নয়, সহযাত্রীও।'

> এই বছর ভারত ও মালদ্বীপ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ৬০ বছর পূর্তি উদযাপন করছে। আমাদের সম্পর্কের শিকড় সমুদ্রের চেয়ে গভীর।... আমরা শুধু প্রতিবেশী নয়, সহযাত্রীও।
>
> **নরেন্দ্র মোদি**

চলতি সফরে মালদ্বীপকে ৫৬৫ কোটি ডলার মূল্যের আর্থিক সহায়তা ঘোষণা করার কথা মোদির। মালদ্বীপে ভারতের সহায়তায় চলা একাধিক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করবেন তিনি। শুক্রবার মালদ্বীপের স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে গেস্ট অফ অনার হিসাবে অংশ নেবেন প্রধানমন্ত্রী। প্রেসিডেন্ট মুইজ্জু সহ মালদ্বীপের একাধিক শীর্ষকর্তার সঙ্গে বৈঠকের কথা রয়েছে তাঁর। ২০২৩-এ মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট হয়েই ভারত-বিরোধিতার পথে হেঁটেছিলেন মুইজ্জু। চিনের সঙ্গে অর্থনৈতিক এবং সামরিক সমঝোতা করেন তিনি। মোদির লাক্ষাদ্বীপ সফরের সময় তাঁকে ব্যক্তিগত আক্রমণ করতেও পিছপা হননি মালদ্বীপের একাধিক মন্ত্রী। মুইজ্জু সরকারের ভারত-বিরোধিতা এদেশে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। শুরু হয়েছিল বয়কট মালদ্বীপ প্রচার। ভারতের আর্থিক সহযোগিতা বন্ধ হওয়ার উপক্রম হতেই নাভিশ্বাস উঠতে শুরু করে মালদ্বীপের অর্থনীতির।

এদিকে চিনের সাহায্যের আশ্বাস বাস্তবে তেমন কাজে আসেনি। চাপের মুখে অবস্থান পরিবর্তন করেন মুইজ্জু। তবে দুর্দিনে প্রতিবেশীকে দুরে না ঠেলে পুরোনো বন্ধুত্ব ফের ঝালিয়ে নিতে চাইছেন মোদি।

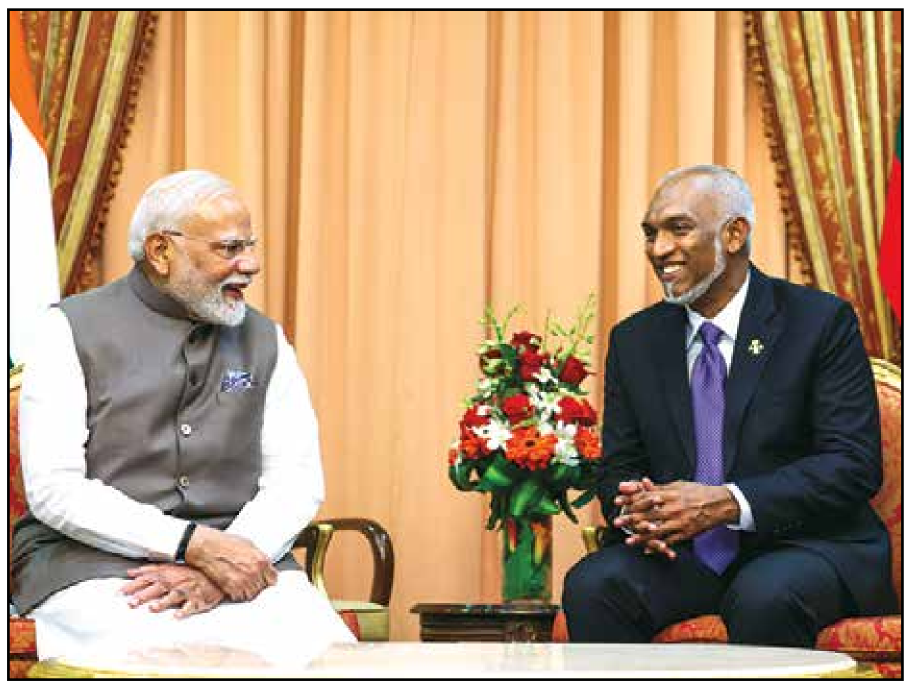

বৈঠকে হাসিমুখে নরেন্দ্র মোদি ও মহম্মদ মুইজ্জু। শুক্রবার মালেতে।

১০০ দিনের কাজ প্রকল্প
মন্ত্রীর বয়ানে বঙ্গের নাম নেই

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৫ জুলাই : 'বাংলা কি তবে ভারতের মানচিত্রের বাইরে?' ১০০ দিনের কাজের তহবিল নিয়ে কেন্দ্রের দেওয়া জবাবে রাজ্যের নাম না থাকা নিয়ে তীব্র ক্ষোভ তৈরি হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের অন্দরে। দীর্ঘদিন ধরে কেন্দ্রীয় বঞ্চনার অভিযোগে সরব পশ্চিমবঙ্গের শাসকদল। ১০০ দিনের কাজে অর্থ বরাদ্দ বন্ধ, জিএসটি বকেয়া, আবাস যোজনা সহ একাধিক প্রকল্পে আর্থিক প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করা, এই সমস্ত ইস্যুতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে একাধিকবার চিঠি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই পরিস্থিতিতে শুক্রবার রাজ্যসভায় কেন্দ্র যে লিখিত জবাব দিয়েছে, তাতে গোটা দেশের হিসাব থাকলেও কোথাও নেই বাংলার নাম।

কেন্দ্রের মনরেগা প্রকল্প অথবা ১০০ দিনের কাজের কর্মদিবস ও মজুরি নিয়ে শুক্রবার রাজ্যসভায় পরিসংখ্যান পেশ করে বেশ কয়েকটি প্রশ্ন তোলেন তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার নেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন। তাঁর প্রশ্নের জবাবে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়নমন্ত্রক যে পরিসংখ্যান দিয়েছে তাতে বলা হয়েছে, ২০২৩-২৪ সালে ১৪ কোটি ৮০ লক্ষ পরিবার এই প্রকল্পে নথিভুক্ত হয়, যেখানে গড়ে পরিবার পিছু ৫২.০৮ কর্মদিবস তৈরি হয়েছে। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৫ কোটি ৯৯ লক্ষ পরিবার এবং গড় কর্মদিবস ৫০.২৩। কাজ পেয়েছেন প্রায় ৮ কোটি মানুষ। তহবিল প্রকাশ, মজুরি হারের বৃদ্ধি, সরাসরি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে অর্থ প্রেরণ ইত্যাদি বিষয়েও ব্যাখ্যা দিয়েছে কেন্দ্র।

কিন্তু বিতর্ক শুরু হয় যখন কেন্দ্র ৩৩টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের তালিকা দেয় এবং তাতে পশ্চিমবঙ্গের নাম থাকে না। রাজ্যের বরাদ্দ, কর্মদিবস, প্রাপকদের তথ্য, কোনও কিছুই নেই। ঘটনায় বিস্ময় প্রকাশ করেছেন তৃণমূল সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর প্রশ্ন, 'বাংলা কি তবে ভারতের মানচিত্রের বাইরে? ৩৩টি রাজ্যের তালিকায় বাংলার নাম নেই কেন?' তাঁর আরও সংযোজন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে রাজনৈতিকভাবে টক্কর দিতে না পেরে বাংলার বিরুদ্ধেই যেন যুদ্ধ ঘোষণা করেছে মোদি সরকার। শুধু টাকা আটকে দেওয়া নয়, এখন তো সংসদীয় প্রশ্নের উত্তরেও বাংলার নাম নেই!'

ইন্দিরার রেকর্ডকে টেক্কা

নয়াদিল্লি, ২৫ জুলাই : ১৯৬৬ সালের ২৪ জানুয়ারি থেকে ১৯৭৭ সালের ২৪ মার্চ পর্যন্ত একটানা ৪,০৭৭ দিন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন ইন্দিরা গান্ধি। শুক্রবার সেই রেকর্ড ভেঙে দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ২০১৪-য় প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে ৪,০৭৮ দিন এই পদে রয়েছেন তিনি। প্রধানমন্ত্রিত্বের মেয়াদের নিরিখে এখন দু'নম্বরে থাকা মোদির সামনে শুধু জওহরলাল নেহরু।

স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী নেহরু ১৯৬৪ সালের ২৭ মে পর্যন্ত ৬,১৩১ দিন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। অর্থাৎ, নেহরুকে টপকাতে হলে মোদিকে আরও ২,০৫৩ দিন প্রধানমন্ত্রী থাকতে হবে। সেক্ষেত্রে ২০২৯ সালে পরবর্তী লোকসভা ভোটে জিতে আরও কিছুদিন প্রধানমন্ত্রী পদ ধরে রাখতে হবে তাঁকে। নেহরুকে টপকে দেশের সবচেয়ে বেশি দিনের প্রধানমন্ত্রীর তকমা মোদি পাবেন কি না তা ভবিষ্যৎ বলবে। তবে গত ৩টি লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি-এনডিএ-র জয়ের সুবাদে ইতিমধ্যে সবচেয়ে বেশি দিনের অকংগ্রেসি প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নজির গড়ে ফেলেছেন মোদি।

বিদেশ ভ্রমণে ৩৬২ কোটি

নয়াদিল্লি, ২৫ জুলাই : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ২০২১ সাল থেকে জুলাই ২০২৫ পর্যন্ত বিদেশ সফরগুলিতে প্রায় ৩৬২ কোটি টাকা খরচ হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের। বিদেশ সফরের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক শক্তিশালী হলেও এর খরচের ভার বহন করতে হয়েছে সরকারি কোষাগারকে।

তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভা সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েনের প্রশ্নের জবাবে বিদেশ প্রতিমন্ত্রী কীর্তিবর্ধন সিং এই তথ্য জানিয়েছেন। মন্ত্রকের দেওয়া হিসাব অনুযায়ী, চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি, মার্চ ও এপ্রিল মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, মরিশাস, থাইল্যান্ড, শ্রীলঙ্কা ও সৌদি আরবে মোদির পাঁচটি বিদেশ সফরে ৬৭ কোটি টাকা খরচ হয়েছে। গত কয়েক বছরের হিসাবে দেখা যাচ্ছে, ২০২৪ সালে রাশিয়া ও ইউক্রেন সহ ১৬টি দেশে মোট ১০৯ কোটি টাকা খরচ হয়। ২০২৩ সালে প্রায় ৯৩ কোটি টাকা খরচ হয়েছিল। আর ২০২২ ও ২০২১ সালের খরচ ছিল যথাক্রমে ৫৫.৮২ কোটি টাকা ও ৩৬ কোটি টাকা।

ওটিটি, ওয়েব ও অ্যাপে কেন্দ্রের খাঁড়া

নয়াদিল্লি, ২৫ জুলাই : অশ্লীল ও বেআইনি বিষয়বস্তুর বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ হিসাবে কেন্দ্রীয় সরকার ২৫টি ওটিটি প্ল্যাটফর্ম বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছে। যেসব ওটিটি-র ওপর নিষেধাজ্ঞার খাঁড়া নেমেছে তাদের মধ্যে আছে উল্লু, অল্ট, ডেসিফ্লিক্সের মতো জনপ্রিয় অ্যাপও।

কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক এক নির্দেশে জানিয়েছে, ইন্টারনেট পরিষেবা প্রদানকারীদের (আইএসপি) অবিলম্বে এসব অ্যাপ ও ওয়েবসাইট দেশের মধ্যে বন্ধ করতে হবে। 'তথ্যপ্রযুক্তি আইন, ২০০০' এবং 'ডিজিটাল মিডিয়া এথিক্স কোড, ২০২১' অনুযায়ী বেআইনি ও অশ্লীল কনটেন্ট বন্ধ করা মধ্যস্থতাকারী (ইন্টারমিডিয়ারিজ) সংস্থার দায়িত্বের মধ্যেই পড়ে। সরকার জানিয়েছে, এই পদক্ষেপের মূল লক্ষ্য দেশের আইনি ও সাংস্কৃতিক মানদণ্ডের বিরোধী যৌন উদ্দীপক বিষয়বস্তু প্রচার আটকানো।

এইসব প্ল্যাটফর্ম তথ্যপ্রযুক্তি আইনের ৬৭ ও ৬৭এ ধারা, ২০২৩ সালের ভারতীয় দণ্ডবিধির ২৯৪ ধারা এবং ১৯৮৬ সালের 'অশালীন নারী উপস্থাপনা (নিষেধ) আইন'-এর ৪ নম্বর ধারার লঙ্ঘন করেছে

অশ্লীলতার দায়ে

বলে সরকারের দাবি।

এর আগে এপ্রিল মাসে সুপ্রিম কোর্টে ওটিটি এবং বিভিন্ন সমাজমাধ্যমে যৌন উদ্দীপক বিষয়বস্তু বন্ধের দাবি জানিয়ে একটি মামলার শুনানি হয়েছিল। তখন শীর্ষ আদালত বলেছিল, 'এটা আমাদের কাজ নয়, সরকারকে পদক্ষেপ করতে হবে।' তারপরেই সরকার এই পদক্ষেপ করল।

তেজস্বীকে ৪ বার খুনের চেষ্টা : রাবড়ি

পাটনা, ২৫ জুলাই : বছর শেষে বিহারে বিধানসভা ভোট। ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনকে কেন্দ্র করে রাজ্য রাজনীতি উত্তাল। খুনের ঘটনাও ঘটছে। এই পরিস্থিতিতে শুক্রবার বিধান পরিষদ চত্বরে তাঁর ছেলে তেজস্বী যাদবকে চারবার খুনের চেষ্টা করা হয়েছে বলে সরব হলেন বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা তেজস্বীর মা রাবড়ি দেবী। বিজেপি-জেডিইউ সদস্যরা তেজস্বীকে শেষ করে দেওয়ার ষড়যন্ত্র করেছে। রাবড়ি দেবীর অভিযোগ সামনে আসতেই হইচই পড়ে গিয়েছে বিহারে। রাজ্যে ভোটার তালিকায় নাম বাদ পড়া নিয়ে উপমুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরীর সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয় তেজস্বীর। এর জেরে আরজেডি ও বিজেপি-জেডিইউ বিধায়কদের মধ্যে হাতাহাতির পরিস্থিতি তৈরি হয়। তারপরেই রাবড়ি দেবী বিস্ফোরক অভিযোগ করেন।

থাইল্যান্ডে ভ্রমণ সতর্কতা

ব্যাংকক, ২৫ জুলাই : একটি হিন্দু মন্দিরের দখলকে কেন্দ্র করে কম্বোডিয়ার সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েছে থাইল্যান্ড। এখনও এই সংঘাত জারি রয়েছে। এদিকে থাইল্যান্ডে বেড়াতে যাওয়া ভারতীয় নাগরিকদের জন্য শুক্রবার ভ্রমণ সতর্কতা জারি করেছে ব্যাংককের ভারতীয় দূতাবাস। এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করা ওই বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'থাইল্যান্ড-কম্বোডিয়া সীমান্ত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে থাইল্যান্ডে বেড়াতে যাওয়া সব ভারতীয় পর্যটককে থাই সরকারি সূত্র থেকে ঘটনাবলি সম্পর্কে অবগত থাকার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।' থাইল্যান্ডের ৭টি অঞ্চলে পর্যটকদের না যাওয়ার কথা জানিয়েছে দূতাবাস। এগুলি হল- উবোন রাতচাথানি, সুরিন, সিসাকেট, বুড়িরাম, সা কাও, চানথাবুরি এবং ত্রাত।

মায়ের 'ডাকে' আত্মঘাতী কিশোর

মুম্বই, ২৫ জুলাই : জন্ডিসে মায়ের মৃত্যু মেনে নিতে পারেনি মহারাষ্ট্রের শোলাপুরের দশম শ্রেণি উত্তীর্ণ কিশোর শিবশরণ ভূতালি তালকোটি। পরীক্ষায় ৯২ শতাংশ নম্বর পেয়েও সে মনমরা হয়ে যায়। সবসময় বিষণ্ণ। শুক্রবার ঘর থেকে তার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়েছে। সেখান থেকে মিলেছে চিরকুট। শিবশরণ লিখেছে, 'কাল রাতে মা স্বপ্নে এসেছিল। আমি কষ্টে আছি শুনে তাঁর কাছে যেতে বলেন। মায়ের কাছে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। কাকু ও ঠাকুমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। আমার মৃত্যুর জন্য আমি দায়ী। বোনকে খুশিতে রেখ। ঠাকুমাকে বাবার কাছে পাঠিও না।' চিরকুটের শেষে লেখা আছে, তোমাদের প্রিন্টা। মেধাবী শিবশরণ ডাক্তার হতে চেয়েছিল। নিচ্ছিল নিটের প্রস্তুতি। পুলিশ মামলা রুজু করেছে।

স্কুলের ছাদ ভেঙে মৃত্যু ৭ পড়ুয়ার

সরকারি স্কুল ভেঙে পড়ার পর উদ্ধারের কাজে সাধারণ মানুষ। শুক্রবার।

জয়পুর, ২৫ জুলাই : ক্লাস চলছিল। আচমকা হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল ছাদ। প্রাণ হারাল সাত শিক্ষার্থী। শুক্রবার সকালে মর্মান্তিক এই ঘটনাটি ঘটেছে রাজস্থানের ঝালওয়ার জেলার পিপলোরি সরকারি স্কুলে। আহতের সংখ্যা ৩০-এরও বেশি। কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। যারা দুর্ঘটনার শিকার হয়েছে, তাদের বেশিরভাগই সপ্তম শ্রেণির পড়ুয়া।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি মৃতদের প্রতি শোক ও শোকাহত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে ঘটনাকে 'দুঃখজনক' বলে অভিহিত করে এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'এই কঠিন সময়ে শিক্ষার্থী ও তাদের পরিবারের প্রতি আমার সমবেদনা রইল।' শোকপ্রকাশ করেছেন রাজস্থানের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট।

অন্যান্য দিনের মতো ঠিক সময়ে স্কুল শুরু হয়। শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষার্থী, স্কুল কর্মচারীরা যথা সময়ে স্কুলে পৌঁছে যান। ক্লাসও শুরু হয়ে যায়। সপ্তম শ্রেণির পড়ুয়াদের ক্লাস চলাকালীন একতলা বিদ্যালয়ের একটি অংশের জরাজীর্ণ ছাদ আচমকা ভেঙে পড়ে। ছুটে আসেন স্কুলের অন্যান্য কর্মী ও স্থানীয় মানুষজন। ধ্বংসস্তূপে আটকে পড়া শিক্ষক, পড়ুয়াদের উদ্ধারে নেমে পড়েন তাঁরা। পুলিশে খবর যায়। আসে জেসিবি মেশিন। স্কুলটিতে প্রাথমিক থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ানো হয়।

মনোহরথানা হাসপাতালের চিকিৎসক ড. কৌশল লোধা জানিয়েছেন, তাঁদের কাছে ৩৫ জন আহত পড়ুয়াকে নিয়ে আসা হয়। ১১ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাদের ঝালওয়ার জেলা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। শিক্ষাসচিব কৃষ্ণ কুণাল জানিয়েছেন, দু'জন ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে। আহতদের যথাযথ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় মানুষজন ও অভিভাবকেরা প্রশাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন।

ধর্ষণে সন্তানসম্ভবাকে পুঁতে দেওয়ার চেষ্টা

ভুবনেশ্বর, ২৫ জুলাই : আবার নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটল ওডিশায়। রাজ্যের জগৎসিংহপুর জেলায় দুই ভাইয়ের বিরুদ্ধে ১৫ বছর বয়সি এক কিশোরীকে গণধর্ষণ এবং তার জেরে গর্ভবতী হওয়ার পর তাকে জীবন্ত পুঁতে দেওয়ার চেষ্টার অভিযোগ উঠেছে। চলতি সপ্তাহে দ্বিতীয়বার নারী ধর্ষণের খবর মিলল জগৎসিংহপুর থেকে।

নাবালিকা নির্যাতনের অভিযোগে ইতিমধ্যে বাঁসওয়াড়া গ্রাম থেকে ভাগ্যধর দাস এবং পঞ্চানন দাস নামে দুই ভাইকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। তৃতীয় সন্দেহভাজন জনৈক টুলু এখনও নিখোঁজ রয়েছে। তাকে খুঁজে বের করার জন্য তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ।

দীর্ঘদিন ধরেই ওই কিশোরীকে অভিযুক্তরা ধর্ষণ করছে বলে অভিযোগ। পুলিশ জানিয়েছে, ওই কিশোরী গর্ভবতী হয়ে পড়লে নিজেদের কুকীর্তি ঢাকতে গর্ভপাত করানোর সিদ্ধান্ত নেয় ওই দুই তরুণ। তার জন্য প্রয়োজনীয় খরচও দেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয় কিশোরীকে। এরপর একদিন নির্যাতিতাকে তারা নির্দিষ্ট স্থানে ডেকে পাঠায়। দুই তরুণের কথায় ওই কিশোরী নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছোয়। সেখানে তাকে হুমকি দিয়ে বলা হয়, এখনই গর্ভপাতে রাজি না হলে তাকে জ্যান্ত মাটিতে পুঁতে দেওয়া হবে। কথাবার্তার সময় কিশোরী খেয়াল করে যে, মাঠের মধ্যে গর্ত খোঁড়া হয়েছে। বিপদ আঁচ করে কোনওরকমে সেখান থেকে পালিয়ে বাড়িতে গিয়ে সব ঘটনা খুলে বলে ওই নাবালিকা। এরপর তার পরিবার থানায় অভিযোগ দায়ের করে।

ইতিমধ্যে ওই নাবালিকার শারীরিক পরীক্ষা করানো হয়েছে। তার বাবার অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

রবিবার মালকানগিরি জেলায় একই রকম একটি ঘটনা ঘটে। এক নাবালিকাকে অপহরণ করে গণধর্ষণ করে তিনজন। সে তাদের হাত থেকে বাঁচতে সক্ষম হলেও বাড়ি ফেরার পথে ফের তাকে ধর্ষণ করে এক ট্রাকচালক।

ক্ষুব্ধ আমেরিকা ও ইজরায়েল

প্যালেস্তাইনকে স্বীকৃতি দেবে ফ্রান্স

প্যারিস, ২৫ জুলাই : আগামী সেপ্টেম্বরে আনুষ্ঠানিকভাবে প্যালেস্তাইন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেবে বলে জানিয়েছেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ। শিল্পোন্নত সাতটি দেশের জোট জি-৭ তথা রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য দেশ হিসাবে ফ্রান্সই প্রথম এই স্বীকৃতি দিতে যাচ্ছে প্যালেস্তাইনকে। ম্যাক্রোঁর সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন প্যালেস্তাইনের কর্তাব্যক্তিরা। অন্যদিকে ম্যাক্রোঁর এহেন ঘোষণার তীব্র সমালোচনা করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইজরায়েল।

বৃহস্পতিবার ফরাসি প্রেসিডেন্ট বলেন, 'আজকের জরুরি প্রয়োজন হল গাজায় যুদ্ধের অবসান এবং সাধারণ মানুষের জীবনহানি ও ক্ষতি আটকানো। অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি, সব পণবন্দির মুক্তি এবং গাজার জনগণের জন্য ব্যাপক মানবিক সহায়তার ব্যবস্থা করা দরকার।'

ম্যাক্রোঁর সিদ্ধান্তে স্বভাবতই ক্ষুব্ধ ইজরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু বলেন, ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর ইজরায়েলে হামাসের হামলার পর এই পদক্ষেপ স্পষ্টতই 'সন্ত্রাসকে পুরস্কৃত' করার সমান।

রাষ্ট্রসংঘের ১৯৩টি সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যে ১৪০টিরও বেশি দেশ প্যালেস্তাইনকে রাষ্ট্রের মর্যাদা দিলেও ইজরায়েলের বড় বন্ধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন সহ তার মিত্ররা প্যালেস্তাইনকে আজও স্বীকৃতি দেয়নি।

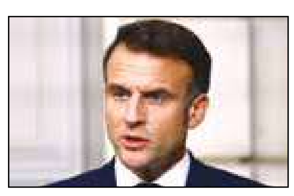

> অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি, সব পণবন্দির মুক্তি এবং গাজার জনগণের জন্য ব্যাপক মানবিক সহায়তার ব্যবস্থা করা দরকার।
>
> **ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ**

বৃহস্পতিবার ম্যাক্রোঁর ঘোষণার পরই মুখ খুলেছে হোয়াইট হাউস। মার্কিন বিদেশসচিব মার্কো রুবিও ফরাসি প্রেসিডেন্টের সিদ্ধান্তের সমালোচনা করে লেখেন, 'আমেরিকা মাক্রোঁর প্যালেস্তাইন সংক্রান্ত পরিকল্পনাকে মানছে না। এই বেপরোয়া সিদ্ধান্ত হামাসকে উৎসাহিত এবং শান্তিপ্রক্রিয়াকে বিঘ্নিত করবে।'

ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টারমার জার্মানি ও ফ্রান্সের নেতাদের সঙ্গে যুদ্ধবিরতির প্রয়োজনীয়তা নিয়ে কথা বলবেন বলে জানিয়েছেন। তিনি বলেন, রাষ্ট্রের স্বীকৃতি প্যালেস্তিনীয় জনগণের একটি 'অবিচ্ছেদ্য অধিকার'। কিন্তু একইসঙ্গে যুদ্ধবিরতি 'আমাদের একটি প্যালেস্তিনীয় রাষ্ট্র এবং দ্বি-রাষ্ট্রীয় সমাধানের স্বীকৃতির সুযোগ তৈরি করে দেবে'।

'ভুল' শুধরে নেওয়ার আশ্বাস রাহুলের

নয়াদিল্লি, ২৫ জুলাই : 'আমি ভুল করেছিলাম। আমিই শুধরে নেব', শুক্রবার দিল্লিতে কংগ্রেসের 'ভাগীদারি ন্যায় সম্মেলন'-এ একথা জানিয়েছেন রাহুল গান্ধি। ওবিসিদের জন্য আয়োজিত এই সম্মেলনে জাতগণনা নিয়ে ফের সুর চড়িয়েছেন তিনি। ওবিসিদের সমস্যা নিয়ে অনেক আগে তাঁর সক্রিয় হওয়া উচিত ছিল বলে জানান লোকসভার বিরোধী দলনেতা। রাহুলের কথায়, 'আমরা আরও আগে জাতগণনা করতে পারিনি। এটা কংগ্রেসের নয়, আমার ভুল। এবার সেই ভুল সংশোধন করেছি।'

তালকাটরা স্টেডিয়ামে কয়েক হাজার দলীয় সদস্যের সামনে দাঁড়িয়ে রাহুল বলেন, '২০০৪ থেকে আমি রাজনীতিতে রয়েছি। এখন যখন ২১ বছরের রাজনৈতিক জীবনের কথা ভাবি, বুঝতে পারি সবচেয়ে বড় ভুল কী করেছি। সেটা হল ওবিসিদের অধিকারের জন্য যা যা করা দরকার ছিল সেগুলি করতে পারিনি। ১০-১৫ বছর আগেও ওবিসিদের অধিকার সম্পর্কে এত চিন্তা-ভাবনা করতাম না।' দলিত, তপশিলি জাতি এবং মহিলাদের স্বার্থরক্ষার জন্য তাঁর সক্রিয়তায় কখনোই খামতি ছিল না বলে দাবি করেছেন রাহুল।

মোদিকে নিশানা করে রাহুল বলেন, 'নরেন্দ্র মোদি বিরাট কোনও ব্যক্তিত্ব নন। সংবাদমাধ্যম তাঁকে বেলুনের মতো ফুলিয়েছে। আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করেছি। শুধুই দেখনদারি। আর কিছু নেই।' ওবিসি শ্রেণির উন্নতির জন্য নির্দিষ্ট পরিকল্পনা ঘোষণার কথা জানিয়েছেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে।

রাজ্যসভায় কমল হাসান

নয়াদিল্লি, ২৫ জুলাই : রাজ্যসভার সাংসদ হিসাবে শুক্রবার শপথ নিলেন কমল হাসান। ডিএমকের সমর্থনে রাজ্যসভার সাংসদ হলেন তিনি। দক্ষিণী ছবির বিশিষ্ট অভিনেতা এদিন তামিল ভাষায় শপথ গ্রহণ করলে উপস্থিত সাংসদরা হাততালি ও ডেস্ক চাপড়ে তাঁকে অভিনন্দন জানান।

৬৯ বছর বয়সি হাসান ১২ জুন ডিএমকে-নেতৃত্বাধীন জোটের সমর্থনে রাজ্যসভায় অপ্রতিদ্বন্দ্বীভাবে নির্বাচিত হন। শপথগ্রহণের আগে তিনি বলেন, 'আজ দিল্লিতে শপথ নিয়ে আমার নাম নথিভুক্ত করাতে যাচ্ছি। একজন ভারতীয় হিসাবে যে সম্মান আমাকে দেওয়া হয়েছে, তা রক্ষা করেই আমি দায়িত্ব পালন করব।' এর একদিন আগে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, 'এটা আমার জন্য গর্বের বিষয়। জানি, আমার থেকে অনেক কিছু আশা করা হচ্ছে। আমি সেই প্রত্যাশা পূরণের সর্বোচ্চ চেষ্টা করব। তামিলনাড়ু ও ভারতের কথা বলার জন্য সৎ ও আন্তরিকভাবে কাজ করব।' ২০১৭ সালে কমল তাঁর দল গঠন করেছিলেন।

সোমবার থেকে সচল হতে পারে সংসদ

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২৫ জুলাই : ২১ জুলাই বাদল অধিবেশন শুরু হওয়ার পর ৫ দিন কেটে গেলেও সংসদে অচলাবস্থা কাটার কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। শুক্রবারও শাসক-বিরোধী টানাপোড়েনের জেরে বারবার স্থগিত হল লোকসভা এবং রাজ্যসভার অধিবেশন। ভোটার তালিকায় নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) প্রক্রিয়া পুনর্মূল্যায়ন, পহলগাম হামলা এবং অপারেশন সিঁদুর নিয়ে আলোচনার দাবিতে এদিন সংসদের ভিতরে ও বাইরে বিক্ষোভ দেখান কংগ্রেস, তৃণমূল সহ বিভিন্ন বিরোধী দলের সাংসদরা। লোকসভা অধ্যক্ষ ওম বিড়লা এদিন বিভিন্ন দলের নেতাদের নিয়ে বৈঠক করেন। সেখানে সিদ্ধান্ত হয় যে সোমবার 'অপারেশন সিঁদুর' নিয়ে আলোচনা হবে। তবে এসআইআর ইস্যুতে আলোচনা নিয়ে নীরব ছিল শাসক শিবির। এসআইআর নিয়ে সংসদে আলোচনা না হলে দিল্লিতে নির্বাচন কমিশনের দপ্তরের সামনে ধর্নায় বসবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের লোকসভা সাংসদ কাকলি ঘোষদস্তিদার।

এসআইআর-এর পুনর্মূল্যায়নের দাবিতে বিক্ষোভ। শুক্রবার নয়াদিল্লিতে।

স্পিকারের সঙ্গে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন,'পহলগাম হামলায় জড়িত ৪ জনকে এখনও গ্রেপ্তার করা হয়নি। প্রধানমন্ত্রীকে সংসদে জানাতে হবে, এই মুহূর্তে তদন্ত কোন পর্যায়ে রয়েছে।' তৃণমূল সাংসদ আরও বলেন, 'এই মুহূর্তে আমাদের প্রধান দাবি, ভোটার তালিকায় বিশেষ সংশোধন বন্ধ করতে হবে। এই নিয়ে সভায় আলোচনা হওয়া জরুরি। সরকারের তরফে বিষয়টি ভেবে দেখার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।' এদিনের বৈঠকের পর আশা করা হচ্ছে আগামী সপ্তাহ থেকে লোকসভায় স্বাভাবিক কাজকর্ম শুরু হতে পারে।

শুক্রবার রাজ্যসভায় তৃণমূল সাংসদরা ওয়েলে নেমে বিক্ষোভ দেখান। স্লোগান দেন, ভোট চুরি বন্ধ করো। তাঁদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন একাধিক কংগ্রেস সাংসদও। তৃণমূলের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন বলেন, 'সংসদে আলোচনার জন্য এসআইআর আমাদের অগ্রাধিকারের তালিকায় রয়েছে।' তিনি বলেন, 'নির্বাচন কমিশনের সাংবিধানিক কর্তৃত্ব আছে নির্বাচন পরিচালনার। কিন্তু আমরা এটা মেনে নিতে পারি না যে প্রকৃত ভোটারদের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হবে। সব বিরোধী দল একজোট হয়ে এর বিরোধিতা করছে।' তাঁর প্রশ্ন, 'পশ্চিমবঙ্গ থেকে একহাজার বিএলও-কে প্রশিক্ষণের নামে কেন ডেকে পাঠানো হয়েছে? কোনও পরিকল্পনা রয়েছে?'

লোকসভায় এদিন কার্গিল যুদ্ধের শহিদদের শ্রদ্ধা জানানো হয়। রাজ্যসভায় তামিলনাড়ুর চার নতুন সদস্যের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। তাঁদের মধ্যে ছিলেন অভিনেতা ও চলচ্চিত্র নির্মাতা কমল হাসান।

কংগ্রেস সাংসদ মানিকম টেগোর লোকসভায় 'বিহারে ৫২ লক্ষ ভোটারকে ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার চক্রান্ত' নিয়ে আলোচনার দাবি জানিয়ে একটি স্থগিত প্রস্তাব জমা দিয়েছেন। তিনি এই ঘটনাকে 'সংবিধান ও গণতন্ত্রের ওপর মোদি সরকারের সরাসরি আঘাত' বলে উল্লেখ করেন। নির্বাচন কমিশনকে ব্যবহার করে সাধারণ মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন তিনি।

বৃষ্টির দিনে সাবধান থাকুন

বৃষ্টির সময় টানা বর্ষণে জলের উচ্চতা বেড়ে যেতে পারে, যার ফলে ঘরবাড়িতে পানি জমে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। এর ফলে নানান বিপদও সামনে আসে। তাই নিরাপদ থাকতে কিছু বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। জেনে নেওয়া যাক বৃষ্টির দিনে যেসব বিষয়কে নজরে রাখতে হবে:

বিদ্যুৎ সরঞ্জাম

বজ্রপাতের সম্ভাবনা বাড়ে। ফলে বিদ্যুতের যন্ত্রপাতি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ঝুঁকি থাকে। তাই বৈদ্যুতিন যন্ত্রপাতি, যেমন টিভি, কম্পিউটার এবং ওয়াশিং মেশিনের প্লাগ খুলে রাখুন। ঝড়ের সময় বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন রাখাই শ্রেয়। এই সব ব্যবস্থা আপনার ঘর ও জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে।

জানলা ও দরজা

বৃষ্টি শুরু হওয়ার আগে নিশ্চিত করুন সব জানালা ও দরজা বন্ধ আছে কিনা। এতে ঘরে জল ঢোকার সম্ভাবনা কমে যাবে এবং ঘরের ভেতর জল জমার সম্ভাবনা থাকবে না। বিশেষ করে শোওয়ার ঘরের জানলাগুলোকে পর্যবেক্ষণ করুন, কারণ সেখান থেকে বৃষ্টির জল ঢুকে বিছানা নষ্ট করে দিতে পারে। দরজাগুলো সঠিকভাবে বন্ধ হচ্ছে কিনা, তাও দেখুন।

ছাদের অবস্থা

বৃষ্টির কারণে ছাদে জল জমলে তা বাড়ির জন্য বিপদের কারণ হতে পারে। ছাদের গর্ত ও ফাটলগুলো বর্ষার আগে ঠিক করে নিন এবং নিয়মিতভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করুন। বৃষ্টির পরে ছাদে জল জমলে দ্রুত নিষ্কাশন করার ব্যবস্থা করুন, যাতে ছাদের কাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

জল নিষ্কাশন

নিষ্কাশন ব্যবস্থা বন্ধ থাকলে বৃষ্টির জল দ্রুত জমতে পারে। তাই খেয়াল রাখুন, জল নিষ্কাশনের নল বা পাইপগুলো পরিষ্কার এবং ব্লকিং মুক্ত আছে কিনা। নিয়মিতভাবে এই পাইপগুলো পরীক্ষা করুন, যাতে বৃষ্টির সময়ে জল জমে না যায়।

ফ্লোরের পরিচ্ছন্নতা

বৃষ্টির কারণে মেঝে পিচ্ছিল হয়ে যায়। তাই নিশ্চিত করুন যাতে ফ্লোরে কোনো আবর্জনা, মাটি বা জল জমে নেই। না হলে পিছলে পড়ে আঘাত লাগতে পারে। বিশেষ করে বাড়িতে ছোট বাচ্চা বা প্রবীণ কেউ থাকলে তাদের নিরাপত্তার দিকে বেশি নজর দিন। পিচ্ছিল জায়গা দ্রুত মুছে ফেলুন।

ফায়ার অ্যালার্ম

বৃষ্টির কারণে বিদ্যুৎ বিভ্রাটে ফায়ার অ্যালার্ম সঠিকভাবে কাজ করছে কিনা, পরীক্ষা করে নিন। নিয়মিতভাবে এটি পরীক্ষা করা উচিত। ফায়ার অ্যালার্ম বা সিকিউরিটি সিস্টেমে সমস্যা থাকলে দ্রুত মেরামত করুন।

জরুরি কিট

বিপজ্জনক পরিস্থিতির জন্য জরুরি কিট প্রস্তুত রাখুন। এতে ব্যান্ডেজ, অ্যান্টিসেপটিক, গ্লুকোজ এবং প্রয়োজনীয় ওষুধ রাখতে হবে। জরুরি পরিস্থিতিতে এই কিট সাহায্য করবে এবং আপনাকে দ্রুত সাহায্য পাওয়ার সুযোগ দেবে।

খাবারের সংরক্ষণ

জল জমলে খাদ্যপণ্য নিয়ে ঝুঁকি বাড়ে। তাই খাদ্যদ্রব্য সঠিকভাবে সংরক্ষণ করুন এবং দরজায় বা জানালার পাশে খাবারের প্যাকেট না রাখার চেষ্টা করুন। খাদ্যদ্রব্যের সংরক্ষণ নিয়ে সতর্ক থাকুন, বিশেষ করে কাঁচা পণ্যগুলোর ক্ষেত্রে।

গাছপালা

গাছের ডাল ভেঙে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই গাছপালা নিয়মিত তদারকি করুন এবং বিপজ্জনক অবস্থায় থাকা গাছগুলো কেটে ফেলুন। বাড়ির আশেপাশের গাছপালা থেকে জল পড়ে যাতে বাড়ির পরিবেশ নষ্ট না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখুন।

নিরাপত্তা

নিজের নিরাপত্তার ব্যাপারে সতর্ক থাকুন। একা বের হওয়ার প্রয়োজন হলে নিরাপদ পন্থা অবলম্বন করুন এবং সময়মতো প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন। বিশেষ করে বৃষ্টির দিনে বাইরে বের হওয়ার আগে আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেখে পরিকল্পনা করুন।

জেন জি রূপচর্চার ফাঁদ?

'স্কিন কেয়ার' বা ত্বকের যত্নে প্রতিনিয়তই যুক্ত হচ্ছে নতুন সব কায়দা-কানুন। কিশোর ও তরুণ; অর্থাৎ জেন-জি, ১৩ থেকে ২৮–এর কোঠায় যাঁদের বয়স, তাঁরা ত্বক সুন্দর রাখতে প্রতিনিয়তই আয়ত্ত করছেন নতুন নতুন ট্রিকস অ্যান্ড টিপস। জেনারেশন এক্সদের কথা বাদই দিলাম, জেনারেশন ওয়াই বা মিলেনিয়ালরাও কয়েক বছর ত্বকের যত্নের ওপর মনোযোগ বাড়িয়েছেন। সেদিক থেকে চিন্তা করলে জেন-জিরা কিন্তু এখন থেকেই সচেতন। ত্বকের যত্নের রুটিনে একের পর এক জুড়ে নিচ্ছেন নতুন নতুন পণ্য। আর এতেই বাধছে বিপত্তি!

ত্বকের যত্নে বয়সের গুরুত্ব

শিশুর মসৃণ ত্বক কৈশোরে অন্য রকম দেখাবে। বয়স বাড়ার সঙ্গে উঁকি দিতে শুরু করে ত্বকের নানা সমস্যা। এ নিয়ে আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। ত্বক কেমন হবে, কতটা সুস্থ থাকবে, এটা ব্যক্তির জিনগত বৈশিষ্ট্যের ওপর নির্ভর করলেও ঠিকঠাক যত্নে ত্বক এমনিতেই ভালো থাকে। ত্বকের যত্নের পুরো বিষয়টাই বয়সনির্ভর। কিশোর বয়সের ত্বকের সমস্যা প্রাপ্তবয়স্কদের উপযুক্ত কোনো পণ্য ব্যবহার করে সমাধান করা যাবে না। প্রাপ্তবয়স্করা যেভাবে ত্বকের যত্ন নেবেন এবং যা ব্যবহার করবেন, কিশোর বয়সীদের সেগুলো থেকে অবশ্যই দূরে থাকতে হবে। ত্বকের সমস্যা বোঝার পাশাপাশি বয়স অনুযায়ী ত্বকের যত্ন নিতে হবে। কোন বয়সের ত্বকের চর্চা কেমন হবে, বুঝতে হবে। বিশেষ করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিভিন্ন স্কিনকেয়ার ট্রেন্ড বা রূপচর্চার চলতি ধারা দেখে ত্বকচর্চা থেকে বিরত থাকতে হবে। না হলে পরে ত্বক আরও বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যেতে পারে।

'সিএমএস' রুটিন

কিশোর বয়সে ত্বকের পরিবর্তন আটকে রাখা যাবে না। হঠাৎ ব্রণ দেখা দিলে ঘাবড়ে যাওয়া যাবে না। এ সময় না জেনে-বুঝে কিংবা লোকের কথায় অনেক বেশি কিছু ত্বকে ব্যবহার করা অনুচিত। প্রথমেই মাথায় রাখতে হবে, শরীরে হরমোনের পরিবর্তনের কারণে এমনটি হতেই পারে। তবে এ বয়স থেকেই ত্বক সুস্থ রাখার চেষ্টা করতে বললেন আফরোজা পারভীন। তিনি বলেন, প্রথমেই নিজেকে পরিষ্কার রাখা শিখতে হবে। দিনে কয়েকবার পানি দিয়ে ত্বক পরিষ্কার করলেই হলো। তবে ব্রণের সমস্যা থাকলে ত্বক অনুযায়ী ফেসওয়াশ ব্যবহার করা যেতে পারে। কৈশোরে ত্বকের যত্নে যত কম জিনিস ব্যবহার করা যায়, ততই ভালো, এমনটাই মনে করেন এই রূপবিশেষজ্ঞ। শুধু মেয়েদের নয়, একই পরামর্শ ছেলেদের দিয়েও আফরোজা বলেন, ত্বকের যত্ন করা তো মেকআপ করা নয়। এটা আত্মযত্নের অংশ। ছেলেদেরও এ বয়স থেকেই ত্বকের যত্ন নেওয়া শিখতে হবে।

আজকাল শিশুদের কেন্দ্র করে ত্বকে ব্যবহৃত পণ্যের একটা বিশাল বাজার গড়ে উঠেছে। দেশি-বিদেশি পণ্যের রঙিন মোড়ক আর মজার সব নামে আকৃষ্ট হচ্ছে শিশুরা। তার ওপর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের প্রভাব তো আছেই। এই তো কিছুদিন আগেই টিকটক-ইনস্টাগ্রামে কিশোর বয়সী একদল অনলাইন ইনফ্লুয়েন্সারের 'সেফোরা কিডস' নামে ডাকা হচ্ছিল। ত্বকচর্চার বিভিন্ন পণ্য নিজের ত্বকে ব্যবহার করে এরা মূলত ভিডিও তৈরি করে। ব্যাপারটি নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন দেশ-বিদেশের ত্বকবিশেষজ্ঞরা। এ বয়সে ত্বকে অনেক জিনিস ব্যবহার না করে 'সিএমএস' রুটিন মেনে চলার পরামর্শ দেন তাঁরা। সিএমএস, অর্থাৎ ক্লিনজার, ময়েশ্চারাইজার ও সানস্ক্রিন—এ তিনটি জিনিস হলেই যথেষ্ট।

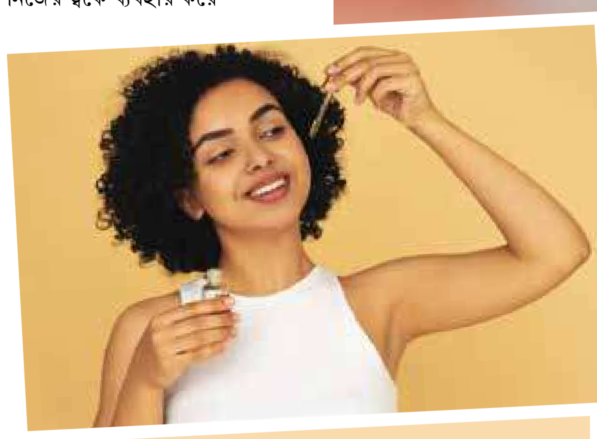

সিরাম কী এবং কেন

ত্বকের নির্দিষ্ট সমস্যার সমাধানে কাজ করে সিরাম। সমস্যাগুলোর বেশির ভাগই শুরু হয় সাধারণত কিশোর বয়সের পর। তাই কৈশোরে সিরাম ব্যবহারে নিরুৎসাহিত করেন চিকিৎসকেরা। প্রাপ্তবয়সে সিরাম ব্যবহার করতে চাইলে ত্বকের সমস্যা অনুযায়ী বেছে নিতে হবে। যেমন ব্রণ হলে স্যালিসাইলিক অ্যাসিড, নায়াসিনামাইড সিরাম ব্যবহার করা যেতে পারে। ত্বকে কালচে দাগ বা মলিন দেখালে আলফা আরবুটিন, ল্যাকটিক অ্যাসিড, ভিটামিন সি, নায়াসিনামাইড সিরাম বেশ ভালো কাজ করে। শুষ্ক ত্বকের জন্য উপকারী সিরাম হলো হায়ালুরোনিক অ্যাসিড। ত্বকের দ্রুত বুড়িয়ে যাওয়া রোধ করতে পারে রেটিনল। কোনো কোনো সিরাম ত্বকের মৃত কোষ দূর করে ত্বককে পুনরুজ্জীবিত করতে পারে। সিরাম ব্যবহারের আগে অবশ্যই এর সঠিক মাত্রা নিশ্চিত করতে হবে। সিরামের বোতলে লেখা ব্যবহারবিধি ভালো করে পড়ে নিতে হবে। না হলে হিতে বিপরীত হতে পারে।

তরুণ ত্বকে যেমন যত্ন যা করতে হবে

- ত্বকের ধরন অনুযায়ী একটি ক্লিনজার বা ফেসওয়াশ ব্যবহার করতে হবে। শুষ্ক ত্বক হলে তেলভিত্তিক ক্লিনজার ব্যবহার করতে পারেন। তৈলাক্ত ত্বক হলে পানি বেশি আছে, এমন ক্লিনজার বা পরিষ্কারক ব্যবহার করতে হবে। ব্রণ হলে স্যালিসাইলিক অ্যাসিড, গ্রিন টি, বেনজোয়েল পার–অক্সাইড, টি ট্রি অয়েল যুক্ত ক্লিনজার ব্যবহার করতে পারেন।
- ত্বক অনুযায়ী টোনার ব্যবহার করা ভালো। টোনারের ত্বকের পিএইচ ব্যালান্স ঠিক করে ত্বকের স্বাভাবিক আর্দ্রতা ফিরিয়ে দেয়। টোনারের কার্যক্ষমতা এর উপাদানের ওপর নির্ভর করে। এটি পানির মতো হওয়ায় সরাসরি হাতে বা তুলায় নিয়ে মুখে ব্যবহার করতে হবে।
- রোদ হোক বা বৃষ্টি, সানস্ক্রিন ব্যবহার করতে ভুলবেন না। এটা ছেলে বা মেয়ে, সবার জন্য প্রযোজ্য।

- নতুন কোনো পণ্য ত্বকে ব্যবহারের পর যদি ত্বক জ্বালাপোড়া করে বা লালচে হয়, তাহলে সেটি আর ব্যবহার না করাই ভালো।
- ত্বকে যেকোনো নতুন কিছু ব্যবহার করতে চাইলে প্রথমে সপ্তাহে এক বা দুই দিন ব্যবহার করে ত্বককে অভ্যস্ত করে নিতে হবে।
- ত্বককে সিরামের সঙ্গে পরিচিত করাতে পারেন এ বয়সে। ত্বকের সমস্যা অনুযায়ী যেকোনো একটি বা দুটি সিরাম যুক্ত করে নিতে পারেন প্রতিদিনকার স্কিন কেয়ার রুটিনে।

ট্রেন্ডের ফাঁদে

ত্বকের নানা সমস্যা নিয়ে সবচেয়ে বেশি চিন্তিত থাকেন তরুণ বয়সীরা। অনলাইনে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা ত্বকচর্চার বিভিন্ন ট্রেন্ডের ফাঁদে তাঁরাই বেশি পড়েন। ১৮ বছর বয়সী রুহিনা তারান্নুমের সঙ্গে যেমনটা ঘটেছে। বেশ কয়েক দিন আগে ইনস্টাগ্রামে 'স্লাগিং' পদ্ধতিতে ত্বকের আর্দ্রতা ফিরিয়ে আনার ব্যাপারটি জানতে পারেন তিনি। এ পদ্ধতিতে মুখের ত্বকে অনেক বেশি করে পেট্রোলিয়াম জেলি লাগিয়ে ঘুমাতে যেতে হয়। ত্বকে শুষ্কতা দূর করতে টানা দুই দিন ত্বকে স্লাগিং করেন রুহিনা। তৃতীয় দিন দেখতে পান মুখে ছোট ছোট ব্রণ উঠছে। এরপর রুহিনার সিদ্ধান্ত, অনলাইনে যা দেখব, তা-ই করা যাবে না।

রূপচর্চা নিয়ে ইন্টারনেটে এত তথ্যের মধ্যে খারাপ-ভালো সবই আছে, বলেন আফরোজা পারভীন। কিন্তু প্রত্যেকের ত্বক আলাদা। আরেকজনের ত্বকে যা কাজ করবে, আপনার ত্বকে তা কাজ না করে উল্টো ক্ষতি করতে পারে। তাই অনলাইন ট্রেন্ড অনুযায়ী ত্বকের যত্ন না করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

সমস্যা অনুযায়ী সমাধান

জেন-জিদের অনেকে ইন্টারনেট ঘেঁটে ত্বকের সমস্যার লক্ষণ অনুযায়ী নিজেরাই বিভিন্ন ওষুধ ব্যবহার করছেন। পণ্যের বিজ্ঞাপন দেখেও প্রভাবিত হচ্ছেন তাঁরা। আবার একটি পণ্য আরেকজনের ত্বকে কাজ করেছে দেখে নিজেও ব্যবহার করছেন। এভাবে চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া নিজে নিজে ওষুধ ব্যবহারের প্রবণতা অত্যন্ত বিপজ্জনক। বলছিলেন আফজালুল করিম। তিনি বলেন, ত্বকের যেকোনো সমস্যায় আগে রোগ নির্ণয় করতে হবে, তারপর ত্বকের ধরন অনুযায়ী চিকিৎসা নিতে হবে।

ছেলেদের ত্বকও ভালো থাকুক

ত্বকের যত্নে জোরালো কোনো রুটিন মেনে চলেন না মেহরাব হাসান (২২)। মেহরাব বলেন, 'ফেসওয়াশ দিয়ে মুখ ধুয়ে পরিষ্কার করে একটি ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করি।' আর দিনের বেলায় সানস্ক্রিন ব্যবহার করা জরুরি। ছেলেদের ত্বক ভালো রাখতে এই সাধারণ রুটিনই যথেষ্ট, জানান আফজালুল করিম। তবে যা-ই ব্যবহার করি, সেটা যেন হয় ত্বকের ধরন অনুযায়ী। যেমন তৈলাক্ত ত্বকে তেলযুক্ত কোনো পণ্য ব্যবহার করা উচিত নয়। এতে ব্রণের সমস্যা হতে পারে।

'ক্রিম মেখে ফর্সা হতে হবে না'

রং ফরসাকারী ক্রিমের অপব্যবহার নিয়ে মানুষকে সচেতন করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নানা ভিডিও বার্তা দিয়ে আসছিলেন সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থী মেহেজাবীন হোসেন। এই ইনফ্লুয়েন্সার বলেন, ত্বক ফর্সা করতে গিয়ে অনেকেই ত্বকের বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন। তাই এটা-সেটা মেখে ফরসা হওয়ার চেষ্টা না করে ত্বক সুন্দর রাখার চেষ্টা করা প্রয়োজন। আফজালুল করিম বলেন, তীব্রমাত্রার স্টেরয়েড থাকায় এগুলো ত্বকের জন্য ভয়াবহ। এগুলো ব্যবহারে অল্প সময়ের মধ্যে হঠাৎ ত্বক ফরসা হয়ে গেলেও কিছুদিনের মধ্যেই ত্বক একবারে নষ্ট হয়ে যায়। তাই ভুলেও এগুলো ব্যবহার করা যাবে না।

প্রতিদিনই 'মি টাইম'

ত্বকের জন্য দিনের একটা নির্দিষ্ট সময় বরাদ্দ রাখেন জেন-জিরা। রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগের সময়টাই সেরা, বলছিলেন তাঁদেরই একজন। একান্তই নিজের এই সময়ের নাম দিয়েছেন 'মি টাইম'। এ সময় নিজের কাজগুলো করে নেওয়ার ফাঁকে ত্বকচর্চাটাও সেরে নিচ্ছেন এই প্রজন্মের তরুণেরা। এই মি টাইমে ত্বকচর্চার জন্য একটি নির্দিষ্ট রুটিন থাকা জরুরি, বলছিলেন সুপ্রভা মোরশেদ (২০)। না হলে নাকি ত্বকের যত্ন নেওয়া হয়ে ওঠে না। সুপ্রভা বলেন, ত্বকের উপযোগী কয়েকটি জিনিস ঠিক করে নিন। প্রতিদিন নিয়ম করে সেগুলো ব্যবহার করুন। মি টাইমে নিজের ত্বকের সঙ্গে নিজেই বোঝাপড়া করুন।

কম খরচেই স্কিন কেয়ার

ত্বকের জন্য এত কিছু কেনা বেশ খরচের ব্যাপার। ত্বকে কোনো একটা ক্রিম বা সিরাম খাপ খেয়ে গেলেই হলো। সেটি শেষ হলেই নতুন করে কিনতে হচ্ছে। ত্বকের একাধিক সমস্যা থাকলে ব্যবহার করতে হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন উপকরণের সিরাম। এভাবে একাধিক পণ্য কিনতে গিয়ে নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে খরচ। তাই ত্বকচর্চার খরচ কমাতে 'মাল্টি-ইউজ' পণ্য ব্যবহার করার পরামর্শ দিলেন আফরোজা পারভীন। বিষয়টিকে বুঝিয়ে তিনি বলেন, এমন একটি পণ্য কিনতে পারেন, যা দিয়ে একটির বদলে একাধিক সুবিধা পাওয়া যাবে। যেমন সিরামযুক্ত মুখের ক্রিম, স্ক্রাবযুক্ত ফেসওয়াশ, ময়েশ্চারাইজারযুক্ত সানস্ক্রিন ইত্যাদি। সিরাম ব্যবহার করতে চাইলে শুধু একটি উপকরণ, যেমন নায়াসিনামাইড সিরাম না কিনে নায়াসিনামাইডের সঙ্গে ভালো কাজ করে, এমন অন্তত একটি বা দুটি অন্য উপাদান মিশ্রিত আছে, এ ধরনের সিরাম নিন। এভাবে খরচও বাঁচবে, সঙ্গে একাধিক জিনিস ব্যবহারের অতিরিক্ত সময়ও বেঁচে যাবে।

বর্ষায় মন খারাপ?

শহুরে জীবনে বেশিরভাগ মানুষই বৃষ্টির দিনটা উপভোগ করেন খিচুড়ি বিলাস করে। কেউ কেউ পছন্দ করেন বৃষ্টিতে ভিজতে। তবে সবাই যে বৃষ্টি দেখলে খুশি হন, মন চঞ্চল হয়ে ওঠে, তা কিন্তু না। বৃষ্টি অনেকের কাছেই বিষন্নতার আরেক রূপ।

বৃষ্টিতে কেন অনেক মানুষ বিষন্নতায় ভোগেন, তার খুব জোরালো কোন উত্তর নেই। তবে চিকিৎসাবিজ্ঞান বলছে, মেঘলা দিনে রোদের দেখা মেলে না। চারপাশ বেশ অন্ধকার থাকে। এমন দিনে শরীরে সেরোটোনিন হরমোনের ক্ষরণ কমে যায়। এই হরমোন মনকে ভালো রাখা কাজ করে। শরীরে যখন এই 'হ্যাপি'হরমোন কমে যায় তখন স্বাভাবিক ভাবেই মন-মেজাজ খারাপ থাকবে।

বৃষ্টির দিনে মন ভালো রাখতে কয়েকটি কাজ করা যেতে পারে। তবে সবচেয়ে কার্যকর যেটা। সেটা হলো বৃষ্টির সময় ঘর অন্ধকার করে শুয়ে থাকা যাবে না। এমন করলে মন আরও মন খারাপ থাকবে। তাই মেঘলা দিনে ঘরবন্দি হয়ে থাকলেও আলো জ্বালিয়ে রাখুন।

অন্ধকারে থাকার সঙ্গে সঙ্গে একা থাকলেও বৃষ্টির দিনে মন খারাপ হতে পারে। একাকিত্ব মানসিক অবসাদ বাড়িয়ে তোলে। মন খারাপ হলে একা না থাকাই ভালো। পরিবার, বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে সময় কাটান। এতে মন খারাপ কেটে যাবে। চাইলে পোষা প্রাণীর সঙ্গেও সময় কাটাতে পারেন।

আষাঢ়-শ্রাবণের দিনগুলোতে যদি একাই থাকতে চান, তবে চেষ্টা করুন পছন্দের কাজের মাঝে নিজেকে ব্যস্ত রাখার। গান শোনা বা গাওয়া, নাচ করা, ছবি আঁকা, বই পড়ার মতো কাজ করতে পারেন। সিনেমা বা সিরিজ় দেখতে পারেন। আবার বৃষ্টির দিনে মুখরোচক রান্নাও করতে পারেন। পারলে একটু এক্সারসাইজ় করুন। এতে মন খারাপ কেটে যাবে।

ইলিশ মাছের উপকারিতা

ইলিশে পুষ্টি :

প্রতি ১০০ গ্রাম ইলিশ মাছে আছে— ক্যালরি ১৬৫ গ্রাম; প্রোটিন ২০-২৪ গ্রাম; ফ্যাট ৯-১০ গ্রাম

খাদ্য আঁশ ৩-৪ গ্রাম; ভিটামিন এ ৭৬ মাইক্রোগ্রাম

ভিটামিন সি ১৪ মাইক্রোগ্রাম; ক্যালসিয়াম ৩৭০ মিলিগ্রাম; আয়রন ১৫ মিলিগ্রাম

ম্যাগনেশিয়াম ৪৫ মিলিগ্রাম থাকে। এ ছাড়া থাকে ম্যাঙ্গানিজ, কপার ও জিংক। এই পরিমাণ মাছের বয়স এবং ওজনভেদে কিছুটা ভিন্ন হতে পারে।

ইলিশের স্বাদ আর সুগন্ধের কারণ

ইলিশ মাছের স্বাদ এবং সুগন্ধের জন্য এর উচ্চ পরিমাণে পলিআন-স্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড (পিইউএফএ) দায়ী। ইলিশ প্রাকৃতিকভাবে

বিভিন্ন পিইউএফএতে সমৃদ্ধ, যার মধ্যে রয়েছে স্টিয়ারিক অ্যাসিড, অলিক অ্যাসিড, লিনোলিক অ্যাসিড, লিনোলেনিক অ্যাসিড, অ্যারাকিডোনিক অ্যাসিড, ইকোসাপেন্টানোয়িক অ্যাসিড, ডেকাহেক্সানোয়িক অ্যাসিড। এগুলো উপকারী চর্বি।

ইলিশে থাকা গ্লুটামিক অ্যাসিড, অ্যালানিন এবং অ্যাসপার্টিক অ্যাসিডের মতো অ্যামিনো অ্যাসিড ইলিশের স্বাদ বাড়িয়ে দেয়।

উপকারিতা :

ইলিশ মাছের প্রোটিন ফার্স্টক্লাস প্রোটিন। শরীর গঠনের সব এসেনশিয়াল অ্যামিনো অ্যাসিড এখানে পাওয়া যায়। এল-আরজিনিন অ্যামিনো অ্যাসিড শিশুর মস্তিষ্কের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এল-লাইসিন অ্যামিনো অ্যাসিড শিশুর পরিপাকতন্ত্রের স্বাস্থ্য ভালো রাখে এবং ক্ষুধামান্দ্য দূর করে।

ইলিশের প্রোটিন কোলাজেনসমৃদ্ধ। ত্বকের তারুণ্য ধরে রাখতে সাহায্য করে কোলাজেন।

ইলিশ মাছে পর্যাপ্ত পরিমাণ ওমেগা-৩ এবং ওমেগা-৬ ফ্যাটি অ্যাসিড পাওয়া যায়; যা শিশুদের মস্তিষ্কের বিকাশে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড হৃদ্‌রোগের ঝুঁকি কমায়। এটি উপকারী চর্বি হিসেবে বিবেচিত। ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড রক্তে ট্রাইগ্লিসারাইডের পরিমাণ কমাতে সাহায্য করে এবং ধমনির অভ্যন্তরে ব্লক তৈরি করতে বাধা দেয়।

ইলিশ মাছে থাকা ভিটামিন এ দৃষ্টিশক্তি ভালো রাখতে সাহায্য করে। ভিটামিন ডি, ক্যালসিয়াম এবং ফসফরাস হাড় এবং দাঁতের গঠন মজবুত করে।

ইলিশ মাছের আয়রন রক্তস্বল্পতা রোধ করে এবং ভিটামিন সি আয়রনের শোষণকে ত্বরান্বিত করে।

ইলিশের পুষ্টিগুণ অক্ষুণ্ন রাখবেন যেভাবে :

অতিরিক্ত ভেজে রান্না করলে ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিডের অপচয় হতে পারে। তাই মাছ না ভেজে বা হালকা ভেজে রান্না করতে হবে। এ ছাড়া দীর্ঘ সময় ধরে রান্না করলে ভিটামিন সি, পটাশিয়ামসহ অন্যান্য পুষ্টি উপাদানের ৫০ শতাংশ পর্যন্ত নষ্ট হতে পারে।

ইলিশে স্বাস্থ্যঝুঁকি :

অনেকের ইলিশসহ অন্যান্য সামুদ্রিক মাছে অ্যালার্জি থাকে। কারণ, সামুদ্রিক মাছে হিস্টিডিন নামক এসেনশিয়াল অ্যামিনো অ্যাসিড থাকে। এল-হিস্টিডিন ডিকার্বোক্সিলেজ নামক এনজাইমের প্রভাবে হিস্টিডিন থেকে হিস্টামিন তৈরি হয়ে থাকে, যা অ্যালার্জি তৈরি করে। তাই সঠিক নিয়মে ইলিশ মাছ সংরক্ষণ করতে পারলে হিস্টামিন তৈরি হতে পারে না।

জুলাই মাসের বিষয় : বৃষ্টিমুখর দিনে

আজও অম্লান

প্রথম : মণীশ দত্ত
(ইসলামপুর, উত্তর দিনাজপুর) রিয়েলমি ৭ প্রো

বয়ে চলে

দ্বিতীয় : সাহানুর হক
(দিনহাটা, কোচবিহার) মোটোরোলা এজ ৬০ ফিউশন

দার্জিলিংয়ের ম্যালে

তৃতীয় : সৌম্যকমল গুহ
(কালিয়াগঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর) নিকন ডি৫৩০০

চামুর্চির পথে

চতুর্থ : দুর্জয় রায়
(ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি) ডিজেআই ম্যাভিক মিনি ৪ প্রো ড্রোন

দুটিতে জুটিতে

পঞ্চম : শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়
(মাটিগাড়া, শিলিগুড়ি) ক্যানন ইওএস মার্ক ২ ৭ডি

সেদিন দুজনে

ষষ্ঠ : সৌরভ রক্ষিত
(ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি) মোটোরোলা এজ ৫০ ফিউশন

একদিন পাহাড়ে

সপ্তম : সুহান চক্রবর্তী
(স্যাটেলাইট টাউনশিপ, জলপাইগুড়ি) ক্যানন ৭০০ডি

ক্লাসের পথে

অষ্টম : কৌশিক দাম
(গোমস্তপাড়া, জলপাইগুড়ি) অপো এফ২৩ ৫জি

নিখুঁত প্রতিবিম্ব

নবম : আরিফ আলম
(ইসলামপুর, উত্তর দিনাজপুর) রেডমি নোট ১০ প্রো

চিত্র চিরায়ত আলোকচিত্র প্রতিযোগিতা

আরও যাঁরা ছবি পাঠিয়েছেন

খোকনকুমার বর্মন, জয়ন্ত কর্মকার, উদয়ন মজুমদার, রোহিত দে, দুর্জয় বর্মন, সত্যজিৎ চক্রবর্তী, মোনালিসা বিশ্বাস, সুদীপ বর্মন, ধনঞ্জয় পাল, আনসাদ চৌধুরী, শুভ্রজ্যোতি রায়, অভিরূপ ভট্টাচার্য, মেঘনা চক্রবর্তী, অভিজিৎ পাল, সৌরভ দে, মণিদীপা বসাক, বর্ষা রায়, নিবেদিতা রায়, তাপস ভৌমিক, তনুশ্রী বাড়ই, তানিয়া গুহ মজুমদার, অনুপম চৌধুরী, গীরবান ঘোষ, অঙ্কুশ মজুমদার, ইন্দ্রজিৎ সরকার, প্রতীক গড়াই, চন্দন দাস ও সৌমিক সাহা।

ভরসার সঙ্গে

দশম : জয়াশিস বণিক
(নাকতলা, কলকাতা-৪৭) স্যামসাং গ্যালাক্সি এমও৪

আমি কান পেতে রই

গাছের কথা শুনে পোকা হাসে

গাছ কথা বলছে আর পোকামাকড় কান পেতে শুনছে! শুনতে গল্পের মতো শোনালেও ইজরায়েলের বিজ্ঞানীরা বলছেন, বিষয়টি একেবারেই সত্যি!

তেল আভিভ বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল গবেষক সম্প্রতি জানিয়েছেন, গাছ আর পোকামাকড়ের মধ্যে শব্দের মাধ্যমে যোগাযোগ হয়! তাঁরা জানিয়েছেন, টমেটো গাছ যদি জলের অভাবে শুকিয়ে যেতে থাকে, তখন সেটা মানুষের শোনার ক্ষমতার বাইরে থাকা একধরনের ‘আল্ট্রাসনিক’ শব্দ করতে থাকে। আর সেই শব্দ শুনে পোকামাকড়দের মাম্মামেরা বুঝে ফেলে, এই গাছটিতে ডিম পাড়া ঠিক হবে কি না।

কেন গাছের খবর রাখে পোকামাকড়?

মথ নামের এক ধরনের পোকা সাধারণত টমেটো গাছের পাতায় ডিম পাড়ে। কারণ, বাচ্চা পোকারা বেরিয়ে সেই পাতা খেয়ে বড় হয়। কিন্তু যদি গাছটা আগেই বিপদে থাকে (যেমন শুকিয়ে যাচ্ছে), তাহলে ডিম দিলে তো বিপদ! তাই মা পোকা আগে থেকেই কান খাড়া করে রাখে।

গবেষণায় কীভাবে প্রমাণ হল এসব গোপন কথা? গোপন কথা তো আর গোপনে থাকে না। ওপেন হয়ে যায়। জানতে পারেন গবেষকরা।

রিয়া সেলৎজার, গাই জার এশেল প্রমুখ গবেষকরা একদিকে একদল টমেটো গাছকে শুকিয়ে ফেললেন আর তাদের থেকে রেকর্ড করলেন সেই অদৃশ্য শব্দ। তারপর দু’টো গাছের সামনে পোকাদের ছেড়ে দেওয়া হল। একটিতে সেই রেকর্ড করা শব্দ বাজছে, আরেকটিতে একদম নীরবতা। দেখা গেল, পোকারা শব্দ করা গাছ এড়িয়ে গেল! তারা বেছে নিল চুপচাপ শান্ত গাছটিকে।

কেন এমন গবেষণা গুরুত্বপূর্ণ? গবেষকরা বলছেন, এই আবিষ্কার কৃষিকাজের জন্য নতুন দিগন্ত খুলে দিতে পারে। যদি গাছের ‘কথা’ শোনা যায়, তাহলে আগে থেকেই বোঝা যাবে কোন গাছ বিপদের মধ্যে আছে। আর পোকামাকড়ের আচরণও নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে। শব্দের মাধ্যমে পোকা তাড়ানোর নতুন পদ্ধতিও হয়তো বেরিয়ে যাবে!

রিয়া ও গাই-এর নেতৃত্বাধীন এই দল আগেও দেখিয়েছে, গাছ বিভিন্ন অবস্থায় নানা ধরনের শব্দ ছুড়ে দেয়, যা আমরা শুনতে পাই না। কিন্তু পোকা, বাদুড়ের মতো প্রাণী ঠিকই শুনে ফেলে।

গবেষক লিলাক হাদানির কথায়, ‘এটা তো শুরু মাত্র। হয়তো আরও অনেক প্রাণী গাছের কথা শুনে প্রতিক্রিয়া জানায়!’

তাই গাছের গোপন কান্না, হাসি বা বিপদের বার্তা হয়তো পোকাদের ভাষায় অনেক আগেই লেখা হয়ে গিয়েছে। আমাদের এখন কান খাড়া করে সে কথা শুনতে হবে!

এই আবিষ্কার কৃষিকাজের জন্য নতুন দিগন্ত খুলে দিতে পারে। যদি গাছের ‘কথা’ শোনা যায়, তাহলে আগে থেকেই বোঝা যাবে কোন গাছ বিপদের মধ্যে আছে। আর পোকামাকড়ের আচরণও নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে। শব্দের মাধ্যমে পোকা তাড়ানোর নতুন পদ্ধতিও হয়তো বেরিয়ে যাবে!

রিয়া সেলৎজার, গাই জার এশেল প্রমুখ গবেষক দেখিয়েছেন, গাছ বিভিন্ন অবস্থায় নানা ধরনের শব্দ ছুড়ে দেয়, যা আমরা শুনতে পাই না। কিন্তু পোকা, বাদুড়ের মতো প্রাণী ঠিকই শুনে ফেলে।

সুদীপ মৈত্র

বিজ্ঞানের অসাধ্যসাধন ‘থ্রি-পেরন্ট আইভিএফ’

তিনজনের ডিএনএ থেকে জন্ম আট শিশুর

জনসংখ্যার চাপে নুইয়ে পড়েছে পৃথিবী। কোথায় লোক কমানোর কথা ভাববেন, তা নয়। বিজ্ঞানীরা মেতে আছেন নবজন্মের নিত্যনতুন ফন্দিফিকির বের করার অন্বেষায়!

ব্যাপারটা হাসিমশকরার মতো নয়। এটা তো ঠিক, পরিবারে নতুন অতিথি এলে কার না আনন্দ হয়! যৌথ পরিবারের মতো শিশুর আবির্ভাবের নেপথ্যেও যদি যৌথ সমন্বয় থাকে, তাহলে মন্দ কী!

বাবা, মা—ঠিক আছে। কিন্তু এবার এই শিশুর শরীরে মা-বাবার সঙ্গে সঙ্গে আরেকজনের ডিএনএও থাকবে! শুনে চমকে ওঠার মতোই ব্যাপার। কিন্তু এটিই এখন বিজ্ঞান করছে—একেবারে আটটি শিশু ইতিমধ্যেই এমনভাবে জন্মেছে ব্রিটেনে।

কেন ‘তিন-ডিএনএ’র ঝামেলা

আসলে এই সব শিশুদের মায়ের শরীরে ছিল এক ধরনের ‘মাইটোকন্ড্রিয়াল’ সমস্যা। মাইটোকন্ড্রিয়া হল আমাদের শরীরের ক্ষুদ্র শক্তিঘর, অনেকটা ব্যাটারির মতো। এর মধ্যে গণ্ডগোল মানেই শিশুর দেহে ভয়ংকর জেনেটিক রোগ হতে পারে—চোখে কম দেখা, পেশি দুর্বল হওয়া, এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত। প্রতি ৫,০০০ শিশুর মধ্যে একজন এমন জটিলতায় জন্মায়। তাই ডাক্তাররা ভাবলেন, কিছু একটা করতে হবে—নইলে এই রোগ থামানো যাবে না।

তাহলে সমাধান কী

বিজ্ঞানীরা ‘থ্রি-পেরন্ট আইভিএফ’ নামের এক আশ্চর্য উপায় বের করলেন। এতে মায়ের ডিম্বাণু আর বাবার শুক্রাণু মিলিয়ে তৈরি হল নিষিক্ত ডিম। তবে সমস্যা হচ্ছে, মায়ের ডিম্বাণুর মধ্যে তো ওই রোগের বীজ আছে! তাই বিজ্ঞানীরা সেই নিষিক্ত ডিমের নিউক্লিয়াস (মূল জেনেটিক তথ্য) সরিয়ে নিলেন। তারপর সেই নিউক্লিয়াসকে অন্য এক সুস্থ ডোনার মায়ের ডিম্বাণুতে বসিয়ে দিলেন, যার মাইটোকন্ড্রিয়া একদম ফিট অ্যান্ড ফাইন।

এভাবে শিশুর মূল গঠন হল মা-বাবার থেকে, আর শরীরের ব্যাটারি (মাইটোকন্ড্রিয়া) হল তৃতীয় ব্যক্তির থেকে। রোগটোগ গন। ব্যাপারটা ভেবে দেখলে, খারাপ কিছু নয় মোটেই। ধরুন, আপনার বাড়িতে বিয়ের আসর বসেছে। বিদ্যুৎ পর্ষদই বিদ্যুৎ সরবরাহ করছে। কিন্তু লোডশেডিংয়ের কথা মাথায় রেখে আপনি ‘অধিকন্তু ন দোষায়’ করে পাড়ার কার্তিক ইলেক্ট্রিকের কাছ থেকে জেনারেটর ভাড়া নিলেন। মূল অনুষ্ঠান ‘বিয়ে এবং খানাপিনা’র সময় পর্ষদকে ছুটি দিয়ে চালিয়ে দিলেন জেনারেটর। এর মধ্যে খারাপ কী আছে! ব্যস! আর কোনও সমস্যা নেই।

এবার ফলাফল? ইতিমধ্যে আটটি শিশু জন্মেছে — চারটি মেয়ে, চারটি ছেলে — একজোড়া যমজও আছে। সবাই একেবারে সুস্থ, ফুরফুরে মেজাজে ‘দৌড়ঝাঁপ’ করছে। ডাক্তাররা দেখেছেন, নতুন জন্মানো শিশুদের মধ্যে রোগের কোনও বালাই নেই।

একজন মা তো আবেগে কেঁদেই ফেললেন। বললেন, ‘বিজ্ঞান আমাদের একটিমাত্র স্বপ্ন পূরণ করেছে—সুস্থ সন্তান!’ আরেকজন বাবা হেসে বললেন, ‘এই আবিষ্কার আমাদের দুঃস্বপ্ন দূর করে দিয়েছে—এখন শুধু আনন্দ আর নতুন স্বপ্ন! নবজাতকদের সংস্কারমুক্ত ভাবে মানুষের মতো মানুষ করার।’

বিজ্ঞানীরা ‘থ্রি-পেরন্ট আইভিএফ’ নামের এক আশ্চর্য উপায় বের করলেন। এতে মায়ের ডিম্বাণু আর বাবার শুক্রাণু মিলিয়ে তৈরি হল নিষিক্ত ডিম। তবে সমস্যা হচ্ছে, মায়ের ডিম্বাণুর মধ্যে তো ওই রোগের বীজ আছে! তাই বিজ্ঞানীরা সেই নিষিক্ত ডিমের নিউক্লিয়াস (মূল জেনেটিক তথ্য) সরিয়ে নিলেন। তারপর সেই নিউক্লিয়াসকে অন্য এক সুস্থ ডোনার মায়ের ডিম্বাণুতে বসিয়ে দিলেন, যার মাইটোকন্ড্রিয়া একদম ফিট অ্যান্ড ফাইন।

এখন কী হবে? এই ‘তিন-ডিএনএ’ বেবি পদ্ধতি কিন্তু এখনও গবেষণার পর্যায়ে। ব্রিটেনে ‘এনএইচএস’ (সেখানে হাসপাতাল ব্যবস্থা) নিয়ম মেনেই সব পরীক্ষা চলছে। এখন যে মায়েদের মাইটোকন্ড্রিয়াল সমস্যাজনিত ঝুঁকি রয়েছে, তাঁরা এই সুযোগ পাবেন, যেন পরবর্তী প্রজন্ম এই রোগ থেকে মুক্ত হয়।

‘বিষ’ গিলে খায় যে সবুজ শৈবাল

আশ্চর্য সেই বস্তুটি সম্প্রতি ঠাঁই পেয়েছিল ইতালির ভেনিস শহরের একটি শিল্প প্রদর্শনীতে। সেখানে এই বস্তু দিয়ে বানানো হয়েছিল গাছের গুঁড়ির মতো দুটি কাঠামো। সেগুলি প্রতি বছর প্রায় ১৮ কেজি কার্বন ডাইঅক্সাইড শোষণ করতে পারে বলে জানান বিজ্ঞানীরা। তাঁরা এও বলেন, ওই পরিমাণ কার্বন ডাইঅক্সাইড শোষণ ক্ষমতা একটি ২০ বছরের পুরোনো পাইন গাছকেও হার মানায়!

বাতাসে কার্বন ডাইঅক্সাইডের বাড়বাড়ন্তই এখন মাথাব্যথার অন্যতম বড় কারণ তাবড় বিজ্ঞানীদের। পৃথিবীকে বিষমুক্ত করতে তাঁরা নানা গবেষণা চালাচ্ছেন। সাম্প্রতিক একটি গবেষণা অনেকেরই নজর কেড়েছে।

পরিবেশ বাঁচাতে এবং ভবিষ্যতের টেকসই নির্মাণে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ করেছেন সুইৎজারল্যান্ডের বিজ্ঞানীরা। তাঁরা এমন একটি নতুন ‘জীবন্ত’ বস্তু তৈরি করেছেন, যা বাতাস থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড (সিওটু) শোষণ করতে পারে এবং একই সঙ্গে পারে দীর্ঘদিন তা ধরে রাখতেও। অনায়াসে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস গিলে খাওয়া এই অদ্ভুত বস্তুই এখন বিশ্বের অষ্টম আশ্চর্য হিসাবে কদর পাচ্ছে বিজ্ঞানের দুনিয়ায়।

এই বস্তুটি তৈরি হয়েছে একধরনের নীল-সবুজ শৈবাল (সায়ানোব্যাকটিরিয়া) দিয়ে, যা সূর্যের আলো, জল ও কার্বন ডাইঅক্সাইড ব্যবহার করে ফোটোসিন্থেসিস বা সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় অক্সিজেন ও শর্করা তৈরি করে। শুধু তা-ই নয়, নির্দিষ্ট পুষ্টি উপাদান দিলে এই শৈবাল কার্বন ডাইঅক্সাইডকে শক্ত পাথুরে উপাদান, যেমন চুনাপাথরে পরিণত করতে পারে—যা স্থায়ী নির্মাণে ব্যবহারযোগ্য এবং পরিবেশের জন্য বেশ নিরাপদ।

গবেষক ইফান চুই জানান, ‘সায়ানোব্যাকটিরিয়া পৃথিবীর প্রাচীনতম জীবদের মধ্যে একটা। খুব অল্প আলোতেও এরা কার্যকরভাবে ফোটোসিন্থেসিস করতে পারে।’

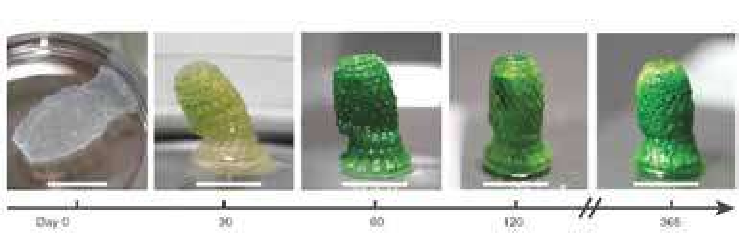

ফোটোসিন্থেসিস বা সালোকসংশ্লেষ হল গাছপালা, শৈবাল ও কিছু ব্যাকটিরিয়ার খাবার তৈরির প্রক্রিয়া, যেখানে তারা সূর্যের আলো ব্যবহার করে বাতাসের কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং জল থেকে গ্লুকোজ (শর্করা) তৈরি করে এবং সাথে সাথে অক্সিজেন ছাড়ে।

এখন ওই জীবন্ত পদার্থের ভিতরকার কোষগুলিকে বাঁচিয়ে রাখতে বিজ্ঞানীরা একটি জলবাহী জেল (হাইড্রো জেল) ব্যবহার করেছেন, যার মধ্যে জলধারণ ক্ষমতা অনেক বেশি। আর এই পদার্থের কাঠামো তৈরি করতে তাঁরা ব্যবহার করেছেন থ্রিডি প্রিন্টিং প্রযুক্তি—যাতে আলো ভালোভাবে ঢোকে, পুষ্টি সহজে প্রবাহিত হয় এবং শৈবালগুলি দীর্ঘদিন বেঁচেবর্তে থাকে।

গবেষণায় বলা হয়েছে, ‘আমরা এমন একটি ছাপযোগ্য জীবন্ত বস্তু তৈরি করেছি, যা জীবদেহ গঠনের মাধ্যমে ও খনিজ পদার্থ তৈরি করে কার্বন ডাইঅক্সাইড সংরক্ষণ করতে পারে।’

ফলাফল যা হয়েছে, তা দেখার মতো। ৪০০ দিন ধরে চালানো পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে, এই পদার্থ নিয়মিতভাবে কার্বন ডাইঅক্সাইড শোষণ করেছে এবং এর একটি বড় অংশকে চিরস্থায়ী খনিজ পদার্থে রূপান্তরিত করতেও সক্ষম হয়েছে। প্রতি গ্রাম পদার্থে ২৬ মিলিগ্রাম কার্বন ডাইঅক্সাইড খনিজ রূপে জমা হয়েছে—যা অন্যান্য জীববৈজ্ঞানিক পদ্ধতির চেয়ে অনেক বেশি এবং পুরোনো কংক্রিটের রিসাইক্লিংয়ের মাধ্যমে হওয়া রাসায়নিক শোষণের (প্রতি গ্রামে ৭ মিলিগ্রাম) সঙ্গে তুলনীয়।

গবেষকরা বলেন, ‘কম আলো এবং কেবল বাতাসে থাকা কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস দিয়েই এই জীবন্ত বস্তু ধারাবাহিকভাবে কার্বন ধরে রাখতে পেরেছে।’

জীবন্ত কার্বন-শোষক বস্তুর এহেন আবিষ্কার সম্প্রতি ঠাঁই পেয়েছিল ইতালির ভেনিস শহরের একটি শিল্প প্রদর্শনীতে। সেখানে এই বস্তু দিয়ে বানানো হয়েছিল গাছের গুঁড়ির মতো দুটি কাঠামো। সেগুলি প্রতি বছর প্রায় ১৮ কেজি কার্বন ডাইঅক্সাইড শোষণ করতে পারে বলে জানান বিজ্ঞানীরা। তাঁরা এও বলেন, ওই পরিমাণ কার্বন ডাইঅক্সাইড শোষণ ক্ষমতা একটি ২০ বছরের পুরোনো পাইন গাছকেও হার মানায়!

খাটাল উচ্ছেদে চুপ পুরনিগম

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২৫ জুলাই : জাপানিজ এনসেফ্যালাইটিসের আতঙ্কে ইতিমধ্যে জলপাইগুড়ি শহর থেকে সমস্ত শুয়োরের খাটাল উচ্ছেদের নির্দেশ দিয়েছে জেলা প্রশাসন। কিন্তু শিলিগুড়িতে পুরনিগমের বোর্ড সভায় সিদ্ধান্ত হওয়ার পর নির্দেশিকা জারির পরেও শহরে রয়েছে একাধিক খাটাল। একাধিকবার গর্জন করা হয়েছে বটে, কিন্তু মাঠে নেমে খাটাল উচ্ছেদের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নিতে দেখা যায়নি ক্ষমতাসীনদের। ফলে মহানন্দা নদী যেমন দূষিত হচ্ছে, তেমনই জনবসতি এলাকায় খাটাল থাকায় মশাবাহিত রোগের প্রকোপ বাড়ছে। বিশেষ করে পুরনিগমের ৩, ৪, ৪৩, ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডে একাধিক গোরু ও মহিষের খাটাল থাকায় নানান প্রশ্ন উঠছে। 'টক টু মেয়র' অনুষ্ঠানে এই সংক্রান্ত একাধিক অভিযোগ জমা পড়েছে। আশ্বাস মিলেছে বারবার। কিন্তু বাস্তবে কিছুই হয়নি। পাশের শহর জলপাইগুড়ি যখন খাটাল উচ্ছেদের ক্ষেত্রে তৎপর হতে পারে, তখন শিলিগুড়ি শহর কেন পিছিয়ে, প্রশ্ন উঠছে। বিষয়টিকে হাতিয়ার করে সরব হয়েছে বিরোধীরা।

বিরোধী দলনেতা বিজেপির অমিত জৈনের বক্তব্য, 'পুরনিগমের শাসকদল মুখেই বলে যাচ্ছে খাটাল সরানো হবে। কিন্তু এখনও কেন হাত দিতে পারছে না? শুধু গরিব মানুষদের দোকান, ঘরের ওপর আঘাত হানা হচ্ছে।' সিপিএম কাউন্সিলার শরদিন্দু চক্রবর্তী বলছেন, 'এই বোর্ড সমস্ত প্রতিশ্রুতি পূরণে ব্যর্থ। কোনও দিশা দেখাতে পারছে না। আমরা বিষয়টি নিয়ে আন্দোলনে নামব।' শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেবের বক্তব্য, 'খাটাল সরাতে আমরা পদক্ষেপ করছি। ইতিমধ্যে ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডের একটি খাটাল মালিককে নোটিশ করা হয়েছে। তিনি চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে গিয়েছেন। সেখান থেকে নির্দেশিকা আসলেই আমরা পদক্ষেপ করব।'

শিলিগুড়িতে খাটাল নতুন নয়। বাম জমানায় শহরে খাটালের শুরু। শহরের একাধিক ওয়ার্ডে খাটাল রয়েছে। সমস্ত খাটালই জনবসতি এলাকায়। বাম জমানায় ৩ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলার রামভজন মাহাতোর সময়কালেই মহানন্দা নদীর চরে গড়ে ওঠে একের পর এক খাটাল। আরএসপি ছেড়ে এখন তিনি তৃণমূল কাউন্সিলার। ওই খাটাল এখনও রয়েছে। খাটালের গোরু, মহিষগুলিকে যথারীতি এখনও মহানন্দায় স্নান করানো হয়। পাশাপাশি, খাটালের নোংরা জল মিশছে নদীটিতে। ফলে মহানন্দার জল দূষিত। এলাকায় বাড়ছে মশার উপদ্রব। ৪ নম্বর ওয়ার্ডেও এমন একাধিক খাটাল রয়েছে। ৪৩ নম্বর ওয়ার্ডের প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই খাটাল দেখা যায়। এই ওয়ার্ডগুলিতে প্রতিবছর ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা বেশি থাকে। তাই এই ওয়ার্ডগুলিকে স্পর্শকাতর চিহ্নিত করে কাজ করা হয়। জলপাইগুড়িতে জাপানিজ এনসেফ্যালাইটিস নিয়ে সতর্কবার্তায় খাটাল সরানোর নির্দেশিকা হতেই শিলিগুড়িতে খাটাল উচ্ছেদের দাবি উঠছে। কিন্তু কোনও এক অজ্ঞাত কারণে খাটালগুলি সরাতে পারছে না শিলিগুড়ি পুরনিগম। বিরোধীদের অভিযোগ, ভোটব্যাংকের কথা মাথায় রেখে খাটালে হাত দেয় না শাসকরা।

মহানন্দার পাড়ে বহালতবিয়তে খাটাল। ছবি : সঞ্জীব সূত্রধর

পদক্ষেপ কই

- নির্দেশিকা জারির পরেও পদক্ষেপ নেই শিলিগুড়ি পুরনিগমের
- দূষিত মহানন্দা, বাড়ছে ডেঙ্গির প্রকোপ, নীরবেই শাসকদল
- শাসকের ভূমিকা নিয়ে সরব বাম-বিজেপি, আন্দোলনের হুমকি

স্মৃতির আলো হ্যারিকেন

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ২৫ জুলাই : তখন বাড়িতে বিদ্যুৎ আসেনি। ঘরের আলো বলতে জানলার পাশে রাখা থাকত হ্যারিকেন। পাশে কেরোসিনের বোতল আর এক টুকরো কাপড়ের সলতে। সন্ধে নামলেই বাবার হাতে জ্বলে উঠত সেই আলো। টিমটিমে কিন্তু নির্ভরযোগ্য। ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে, কিংবা শীতের রাতে পাড়ার মোড়ের গল্পেও- সবেতেই হ্যারিকেন ছিল নিঃশব্দ সঙ্গী। তবে এখন শুধুই নস্টালজিয়া। অনেকেই স্মৃতির পাতাতেই রেখেছেন হ্যারিকেনের নানা গল্প। যদিও এখন বেশিরভাগ বাড়ি থেকেই যে হ্যারিকেন উধাও তা বলা যেতেই পারে।

প্রতিদিন বিকেল হলেই একটাই রুটিন ছিল প্রদীপ দাসের। মায়ের সঙ্গে বসে হ্যারিকেনে তেল ভরতে হত। কোনওদিন আবার সলতেগুলো পালটাতে হত। এরপর সেই আলোতে বসেই পড়াশোনা। তবে বড় হতে হতে বাড়িতে চলে এল বৈদ্যুতিক বাতি। আর হ্যারিকেন কোণঠাসা হতে হতে উধাওই হয়ে গিয়েছে। প্রদীপ বলছিলেন, 'এখন তো কত বাতির বাহার। আমাদের ছোটবেলার ভরসা ছিল হ্যারিকেন। তবে সেই আলোয় বসে গল্প কিংবা পড়াশোনার আনন্দটাই আলাদা ছিল।' কয়েকমাস আগে হস্তশিল্পমেলায় আসা এক দোকানে একদম অন্যধরনের হ্যারিকেন চোখে পড়ল নন্দিতা দে'র। তা ছেলেকে দেখাতেই সে জানতে চাইল এটা কী করে ব্যবহার করে? ছোটবেলার স্মৃতি তাজা করতে কিনেই ফেলেছিলেন সেদিন। আর ছেলেকে শোনালেন হ্যারিকেন নিয়ে নানা গল্প। নন্দিতার কথায়, 'আমাদের ছোটবেলার কত যে গল্প রয়েছে হ্যারিকেন নিয়ে। লাইট চলে গেলেই ভরসা থাকত হ্যারিকেন। এখন তো ইনভার্টার, আরও কত কী এসেছে। তাই এসবের দরকার পড়ে না।'

আবার অনেকেই স্মৃতি হিসেবে আজও বাড়িতে রেখে দিয়েছেন পুরোনো হ্যারিকেন। এমনই একজন হলেন প্রীতম পাল। বলছিলেন, 'ছোটবেলায় আমাদের একান্নবর্তী পরিবার ছিল। আর এক হ্যারিকেনের আলোতেই আমরা সবাই পড়াশোনা করতাম। মাছ ধরতে গেলেও এটাই ছিল ভরসা। এখন তো আমাদের ছেলেমেয়েরা সবাই আলাদা শহরে থাকে। তবে এখনও আমার কাছে সেই ছোটবেলার স্মৃতি হিসেবে আছে জিনিসটি। অনেক কথা মনে পড়ে যায় দেখলে।'

এলইডি, সোলার লাইট, চার্জিং লাইট থেকে শুরু করে বড়-ছোট ঝালর সব দিয়েই বাড়িকে আলোকিত করি আমরা। তবে একটা সময় ভরসা ছিল কেরোসিন তেলের সেই হ্যারিকেন। যা এখন প্রায়ই হারিয়ে গিয়েছে। তবুও রয়েছে স্মৃতিপাতায়।

লাইটের ধাক্কা

- এক সময় ঘরের আলো বলতে জানলার পাশে রাখা থাকত হ্যারিকেন
- তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকত চিমনি মোছা, তেল ভরা আর সলতে পালটানোর পর্ব
- বিদ্যুৎ আসার পরে লোডশেডিংয়ের সময় ভরসা থাকত হ্যারিকেনই
- এখন এলইডি, সোলার লাইট, চার্জিং লাইটের ধাক্কায় পিছু হটেছে হ্যারিকেন

আজ শহরে

- শিলিগুড়ি বনমালা থিয়েটার ওয়েলফেয়ার সোসাইটির আয়োজনে দুটি নাট্যসন্ধ্যা। সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা থেকে দীনবন্ধু মঞ্চে আজ পরিবেশিত হবে 'ফ্যানসি ও ন্যানসি' এবং 'বিবেক'।

ধৃত তরুণ

শিলিগুড়ি, ২৫ জুলাই : আশিঘর থেকে চেকপোস্টে কাফ সিরাপ পাচার করতে যাওয়ার সময় ভক্তিনগর থানার পুলিশের হাতে পাকড়াও হলেন এক তরুণ। ধৃতের নাম বিল্টু সরকার। তিনি শান্তিনগর-বৌবাজার এলাকার বাসিন্দা। এই ঘটনায় একটি বাইক বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। ধৃতকে শনিবার জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হবে।

দেহ উদ্ধার

শিলিগুড়ি, ২৫ জুলাই : শুক্রবার শিবনগরে সাহু নদীতে এক সদ্যোজাত কন্যাসন্তানের দেহ ভেসে যেতে দেখে খবর পেয়ে উদ্ধার করে পুলিশ। পুলিশ দেহটি নিয়ে শিলিগুড়ি হাসপাতালে গেলে চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন।

নালা তৈরির সময় ফের পড়ল গাছ

শিলিগুড়ি, ২৫ জুলাই : ১০-১৫ দিন ধরে গেটবাজারে চলছে নালা তৈরির কাজ। ড্রেনের কাজ করার সময়ই আলগা হয়ে পড়ে একটি বড় গাছ। বৃহস্পতিবার রাতের ঝড়ে রাস্তার ওপরেই উলটে পড়ে যায় গাছটি। ছিঁড়ে যায় ইলেক্ট্রিকের তার। ঘটনার পর এলাকার বেশ কিছু জায়গায় বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। সকাল থেকেই গাছ পড়ে রাস্তা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় যানজটের সৃষ্টি হয় এলাকায়। এরপর পুরনিগমে ঘটনার খবর দেন ব্যবসায়ীরা। পুরকর্মীরা ঘটনাস্থলে এসে গাছ সরানোর কাজ শুরু করেন।

বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মীরাও ঘটনাস্থলে আসেন। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আবার এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ স্বাভাবিক হয়।

গেটবাজার ওয়েলফেয়ার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি কাজল দাস বলেন, 'দিন পনেরো হল এসজেডিএ'র উদ্যোগে ড্রেন তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। সেই খননের সময়ই গাছের গোড়া আলগা হয়ে থাকতে পারে। এরপর বৃহস্পতিবারের ঝড়ে পড়ে যায় গাছটি। কিছুদিন আগেও গোড়া আলগা হয়ে যাওয়ায় আরও একটি গাছ ভেঙে পড়েছিল এলাকায়।'

তবে প্রশ্ন উঠছে, কখনও আন্ডার কেবলিংয়ের কাজ, কখনও নালা খোঁড়ার কাজের জন্য গাছের গোড়া আলগা হয়ে যাচ্ছে। পরে সামান্য ঝড়ে সেগুলো উলটে যাচ্ছে। এমন নজির আগেও রয়েছে। এভাবে চলতে থাকলে শহরে একের পর এক গাছের পরিস্থিতি এমন হতে পারে। এই সমস্যার সমাধান কী রয়েছে তা নিয়ে বিভিন্ন মহলে উঠছে জোরদার প্রশ্ন।

এদিনের গেটবাজারের গাছটির বিষয়ে এসজেডিএ'র চেয়ারম্যান দিলীপ দুগারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন 'বিষয়টি জানা নেই, খোঁজ নেব।'

গেটবাজারে গাছ পড়ে ভোগান্তি। ছবি : সঞ্জীব সূত্রধর

ঘরের টাকা নিয়ে আরও মামলা

শিলিগুড়ি, ২৫ জুলাই : হাউজিং ফর অলের টাকা নিয়ে বাড়ি তৈরি না করায় আগেই ২৬৭ জনের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছিল শিলিগুড়ি পুরনিগম। এবার নতুন করে আরও ৩০ জনের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হচ্ছে। অন্যদিকে, পুরনিগমের নোটিশ পেয়ে ইতিমধ্যে ২০০ জন উপভোক্তা টাকা ফেরত দেওয়ার অঙ্গীকার করেছেন। তারমধ্যে ১৫০ জন টাকা ফেরতও দিয়েছেন। শুক্রবার বিষয়টি নিয়ে একটি পর্যালোচনা বৈঠক করেন মেয়র গৌতম দেব। মেয়র বলছেন, 'কতটা কাজ হয়েছে, কত উপভোক্তা আবেদন করেছিলেন সেগুলি নিয়েই বৈঠকে আলোচনা হয়েছে।'

উদ্বোধন

শিলিগুড়ি, ২৫ জুলাই : শুক্রবার শিলিগুড়ি পুরনিগমের উদ্যোগে ওয়াটার পিউরিফায়ার পেল নেতাজি বয়েজ প্রাইমারি স্কুল। শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেব এই পিউরিফায়ারের উদ্বোধন করেন। এছাড়াও এদিন স্কুলে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির হয়। উপস্থিত ছিলেন প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান দিলীপকুমার রায়, স্থানীয় কাউন্সিলার অভয়া বসু।

চোখের চিকিৎসায় নতুন পরিষেবা

শিলিগুড়ি, ২৫ জুলাই : সঠিক সময় চিকিৎসকের পরামর্শ না নিলে জটিল আকার নেবে রেটিনার সমস্যা। এই সংক্রান্ত যে কোনও সমস্যার ব্যাপারে সঠিক পরামর্শ পাওয়া যাবে সেবক রোডে পিসি মিত্তাল বাসস্ট্যান্ডের বিপরীতে থাকা 'সেন্টার ফর সাইট' চোখের হাসপাতালে। কারণ এখানে অত্যাধুনিক রেটিনা ইউনিটের পরিকাঠামো রয়েছে। যেখানে ভিআর সহযোগিতায় রেটিনাল সার্জারি, সিলিকন ওয়েল রিমুভাল সহ আরও বিভিন্ন উন্নত রেটিনা চিকিৎসা পরিষেবা রয়েছে। শুক্রবার হাসপাতালের নতুন এই পরিষেবা নিয়ে সেন্টারের রেটিনা বিশেষজ্ঞ ডাঃ সুনীলকুমার সিংহ বলেন, 'সময়মতো রেটিনার চিকিৎসা না করালে তা বিপদ ডেকে আনে। রেটিনার চিকিৎসার সমস্ত অত্যাধুনিক প্রযুক্তি এই হাসপাতালে রয়েছে। উত্তরবঙ্গ সহ বিহার, নেপাল, সিকিম ও অন্যান্য জায়গার রোগীরা এর ফলে উপকৃত হবেন।'

শিবম 'খুনে' ধৃত স্ত্রী

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৫ জুলাই : বাগরাকোটের বাসিন্দা শিবম পালিতের রহস্যমৃত্যুর ঘটনায় গ্রেপ্তার হলেন তাঁর স্ত্রী। ধৃত তরুণীর নাম প্রিয়া প্রামাণিক। দীর্ঘদিন গা-ঢাকা দিয়ে থাকার পর শুক্রবার সকালে তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ। জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হলে তাঁর জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

গত ফেব্রুয়ারি মাসে বিয়ের সামাজিক অনুষ্ঠানের তিনদিন আগে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে যান শিবম। এনজেপি থানা এলাকার ফুলবাড়ি ক্যানালের কাছে তাঁর বাইক উদ্ধার হয়। ওই মাসের ২০ তারিখ ফাঁসিদেওয়ার ঝমকলালজোতের তিস্তা ক্যানাল থেকে তাঁর দেহ মেলে।

পরিবারের তরফে অভিযোগ করে বলা হয়, প্রায়শই প্রিয়ার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে শিবম বন্ধুদের বাড়িতে আশ্রয় নিত। এর মধ্যে বিয়ের অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে শিবমের দাদুর দেওয়া ৫০,০০০ টাকায় লেহেঙ্গা কেনার জেদ করেন প্রিয়া। সেই থেকে নতুন করে ঝামেলার সূত্রপাত।

আরও অভিযোগ করা হয়, ফেব্রুয়ারি মাসের ১৭ তারিখ নিখোঁজ হওয়ার আধ ঘণ্টা আগে প্রিয়ার মামার ফোন এসেছিল শিবমের কাছে। এরপর শিবম তাঁর মাকে ফোন করে জানান, তাঁর আর বাঁচার ইচ্ছে নেই। ফোন ফ্লাইট মোডে চলে যায়। এর প্রেক্ষিতে শিবমের পরিবারের অভিযোগ, প্রিয়ার পরিবার শিবমকে আটকে রেখে তিস্তা ক্যানালে ফেলে খুন করেছে। পাঁচ মাসের মাথায় গ্রেপ্তার হলেন প্রিয়া প্রামাণিক।

শিবমের আত্মীয় প্রফুল্ল ভৌমিক বলেন, 'অভিযোগ দায়েরের পর থেকেই প্রিয়া লুকিয়ে ছিলেন এবং একাধিকবার নিম্ন আদালতে আগাম জামিনের জন্য আবেদন করেন। যদিও আমাদের আইনজীবী ডালিয়া রায় লড়াই করায় প্রতিবার ওঁর আগাম জামিন নামঞ্জুর হয়। আমাদের আইনজীবী হাইকোর্টে রিট পিটিশন দাখিলের পর প্রিয়া গ্রেপ্তার হলেন।' ঘটনার তদন্ত করছে পুলিশ।

বিয়ের টোপ দিয়ে গ্রেপ্তার দুই

শিলিগুড়ি, ২৫ জুলাই : বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে একাধিকবার সহবাসের পৃথক দুই ঘটনায় দুজনকে গ্রেপ্তার করল শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ। দুই ঘটনাতেই অভিযোগ জানিয়েছেন দুই স্বামীহারা। ধৃতদের মধ্যে একজন আবার সরকারি স্কুলের এক শিক্ষকও রয়েছেন। তাঁকে এনজেপি থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। ধৃত ওই স্কুল শিক্ষকের নাম সঞ্জয় গাইন। অন্যদিকে, পৃথক আর একটি ঘটনায় অমর মণ্ডল নামে এক তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে মহিলা থানার পুলিশ। বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাসের পাশাপাশি ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের ছবি দিয়ে ব্ল্যাকমেলেরও অভিযোগ উঠেছে ওই তরুণের বিরুদ্ধে। ধৃত দুজনকেই শুক্রবার আদালতে তোলা হলে জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

শারীরিক সম্পর্ক স্থাপনের অভিযোগ

সাত বছর ধরে এনজেপি থানা এলাকার স্বামীহারা এক মহিলার সঙ্গে সম্পর্কে জড়ান মাদার মোড় এলাকার বাসিন্দা বিবাহিত এই শিক্ষক। অভিযোগ, বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে মহিলার সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কে জড়ান ওই শিক্ষক। পরবর্তীতে ওই মহিলা জানতে পারেন, শিক্ষক বিবাহিত। এনিয়ে প্রশ্ন করলে তিনি দূরত্ব বাড়াতে শুরু করেন। এরপর এনজেপি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন ওই মহিলা। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে ওই স্কুল শিক্ষককে গ্রেপ্তার করে এনজেপি থানার পুলিশ।

অন্যদিকে, জনৈক অমর মণ্ডলের সঙ্গে মাটিগাড়ার এক শপিং মলে পরিচয় হয় অভিযোগকারী মহিলার। পরে ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। ওই মহিলার অভিযোগ, এরপর বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে শারীরিক সম্পর্কে জড়ান অমর। পরবর্তীতে ওই মহিলা বিয়ের চাপ দিতে শুরু করলে মত পরিবর্তন হয় অমরের। অমরের বাড়িতে বিষয়টা জানার পরে ওই মহিলাকে হুমকি দিতে শুরু করে বলে অভিযোগ। অমরও তাঁকে ব্ল্যাকমেল করতে শুরু করেন। আর কোনও রাস্তা না থাকায় দুই সন্তানের ওই মা মহিলা থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে বাগডোগরা থানা এলাকা থেকে ওই তরুণকে গ্রেপ্তার করে মহিলা থানার পুলিশ।

দর্শকাসনে শেডের দাবি

ইসলামপুর, ২৫ জুলাই : মুক্তমঞ্চের দর্শক আসনে শেড নির্মাণের দাবিতে শুক্রবার সংশ্লিষ্ট মহল একত্রিত হয়ে পুরসভার চেয়ারম্যান কানাইয়ালাল আগরওয়ালের কাছে দরবার করে। ইসলামপুর কালচারাল ডেভেলপমেন্ট ফোরাম, ইসলামপুর কালচারাল সোসাইটি এবং ইসলামপুর অগ্নিশিখা নাট্যগোষ্ঠীর পদাধিকারীদের পাশাপাশি শহরের লেখক, শিল্পীরা এদিনকার কর্মসূচিতে শামিল ছিলেন। চেয়ারম্যান বলেন, 'আপাতত বাঁশের কাঠামো দিয়ে অস্থায়ীভাবে শেড নির্মাণ করা হবে। পরে স্থায়ী ব্যবস্থা করা হবে।'

স্বামী বাংলাদেশি! নথি দিলেন স্ত্রী

গভীর রহস্য রায়গঞ্জে

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ২৫ জুলাই : একই ব্যক্তি দুই দেশের ভোটার! নথি অনুযায়ী তিনি দুই দেশেরই নাগরিক। একই সঙ্গে বাংলাদেশ ও ভারতের পরিচয়পত্র বানিয়ে দীর্ঘ দেড় দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি বহালতবিয়তে ভারতেই বসবাস করছেন বলে অভিযোগ। শুধু বসবাসই নয়, রীতিমতো দু'দুটি বিয়ে করে ঘরসংসারও করছেন। ব্যবসার পাশাপাশি পদ্ম শিবিরে নাম লিখিয়ে দিব্যি রাজনীতির আঙিনাতেও জায়গা করে নিয়েছেন বিশ্বজিৎকুমার ধর নামে ওই ব্যক্তি। এতদিন তাঁর আসল পরিচয় কেউ কিছুই জানতেন না, কিংবা জানলেও বিষয়টি নিয়ে কেউ ঘাঁটাতে চাননি। কিন্তু শুক্রবার হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিলেন বিশ্বজিতের প্রথম স্ত্রী সীমা ধর। এদিন সরাসরি রায়গঞ্জের পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে হাজির হয়ে লিখিতভাবে সীমা জানিয়ে দিলেন, তাঁর স্বামী বিশ্বজিৎকুমার ধর আদতে একজন বাংলাদেশি। একইসঙ্গে স্বামীর ভারতের আধার ও ভোটার কার্ড এবং বাংলাদেশের বৈধ পাসপোর্ট থাকার কথাও পুলিশকে জানিয়েছেন সীমাদেবী। গোটা ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে উত্তর দিনাজপুরের প্রশাসনিক মহলে।

বাংলাদেশের দিনাজপুর জেলার বাসিন্দা বিশ্বজিৎকুমার ধরের নামে থাকা পাসপোর্ট অনুযায়ী তাঁর জন্মতারিখ ২৮ মে, ১৯৭৮। পাসপোর্ট নম্বর বিএন-০৪১৮৯৭৬, সিরিয়াল নম্বর ১৯৭৮২৭১২১৩৮৬২২৯৪। অথচ ভারতীয় আধার কার্ডে তাঁর জন্মতারিখ ১ জানুয়ারি, ১৯৮১। হেমতাবাদ ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে জন্ম দেখিয়ে স্থানীয় পঞ্চায়েত থেকে একটি জন্ম শংসাপত্রও বানিয়ে ফেলেছেন বিশ্বজিৎ। সেই শংসাপত্রে আবার তাঁর জন্ম তারিখ ৯ এপ্রিল, ১৯৮১। যদিও এদিন হেমতাবাদ ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে খোঁজ নিয়ে জানা যায়, রেজিস্টারে ওই ব্যক্তির জন্মের কোনও তথ্যই লিপিবদ্ধ নেই। সব মিলিয়ে গভীর রহস্য তৈরি হয়েছে বিশ্বজিৎকুমার ধরের পরিচয় নিয়ে।

রায়গঞ্জের মহকুমা শাসক কিংশুক মাইতি অবশ্য জানান, 'বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

আজব কাণ্ড

- একই ব্যক্তির নামে ভারত ও বাংলাদেশের ভোটার কার্ড ও পাসপোর্ট, ভারতের আধার কার্ডও রয়েছে
- ভুয়ো পরিচয়পত্র বানিয়ে বহালতবিয়তে ভারতে বসবাস বাংলাদেশি নাগরিকের
- হাটে হাঁড়ি ভাঙলেন তাঁর প্রথম পক্ষের স্ত্রী
- জেলার পুলিশকর্তার দপ্তরে গিয়ে স্বামীর সমস্ত অবৈধ নথিপত্র তুলে দিলেন পুলিশের হাতে

পণের বলি তরুণী

কিশনগঞ্জ, ২৫ জুলাই : পণের দাবিতে কিশনগঞ্জে এক তরুণীকে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। পুলিশ জানিয়েছে, ওই তরুণীর নাম জুহি খাতুন (২০)। জেলা সদরের অদূরে টেঙ্গরমারি শালকি গ্রামের ঘটনা। মৃতার ভাই কিশনগঞ্জ সদর থানায় মৃতার স্বামী সহ শ্বশুরবাড়ির চারজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন। তাঁর অভিযোগ, জুহিকে খুন করে মৃতদেহ ঝুলিয়ে দেওয়া হয় যাতে ঘটনাটিকে আত্মহত্যা বলে মনে হয়। অভিযুক্তরা পলাতক। পুলিশ ঘটনার তদন্ত চালাচ্ছে।

ডোকালাম

প্রথম পাতার পর

কিলোমিটার দূরের ডোকালামে তাঁরা পা রাখবেন, দৃঢ় বিশ্বাসী সিকিমের পর্যটন দপ্তর। উচ্চতাজনিত কারণে যাতে শারীরিক সমস্যায় না পড়তে হয় পর্যটকদের, তার জন্য ডোকালামে চিকিৎসার ক্ষেত্রে সেনার সাহায্য নেওয়া হবে।

প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের কথা পৌঁছে গিয়েছে পর্যটন ব্যবসায়ীদের মধ্যে। সিকিমের পর্যটন ব্যবসায়ী সোনম ভুটিয়া বলছেন, 'প্রাথমিকভাবে প্রতিদিন ২৫টি গাড়ির পারমিট দেওয়া হবে বলে আমরা জানতে পেরেছি। ফলে নতুন কর্মসংস্থানের পথ খুলবে।'

হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্কের সাধারণ সম্পাদক সম্রাট সান্যালের কথায়, 'যত বেশি ডেস্টিনেশন বাড়বে, ততই নতুন পর্যটকের সংখ্যা বাড়বে। উপকৃত হবে স্থানীয় এলাকা। চাঙ্গা হবে অর্থনীতিও।'

ফোর্স দেওয়ায়

প্রথম পাতার পর

রোশনের অভিযোগ, 'সকালে আইসির কাছে গেলে তিনি জানান, ফোর্স দেওয়া যাবে না। এরপর পুলিশের বিভিন্ন কর্তাকে ফোন করা হলেও তাঁরা ফোন কেটে দেন।' এরপর অ্যাডভোকেট কমিশনার সহ আইনজীবী, ফিন্যান্স কোম্পানির সদস্যরা ওই পাব কাম বারের সামনে আসেন। সেখানে ফোর্সের দায়িত্বে থাকা পুলিশকর্মীরাও ছিলেন। ঘণ্টাদুয়েক দাঁড়িয়ে থাকার পর পাবের কর্মীদের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেন অ্যাডভোকেট কমিশনার। এরমধ্যেই ওই পুলিশকর্মী চলে যান। এরপর অ্যাডভোকেট কমিশনার সহ আইনজীবীর ফিরে যাওয়ার সময় ওই পাবের দুই কর্মী রাস্তা আটকান। আইনজীবী রোশন বলেন, 'ফিন্যান্স কোম্পানির সঙ্গে কথা বলে আমরা সোমবার বিষয়টা নিয়ে ফের শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতের দ্বারস্থ হব।'

যখন ঘিরে ধরে কুয়াশা

বৃষ্টিভেজা ম্যালে। দার্জিলিংয়ে শুক্রবার শানু শুভঙ্কর চক্রবর্তীর তোলা ছবি।

মরিয়া দুই ফুলই

প্রথম পাতার পর

পৌঁছানো দুটি নোটিশ যেন মূর্তিমান বিভীষিকা। শুধু সাবেক পূর্ব পাকিস্তান বা বাংলাদেশ থেকে আসা উদ্বাস্তুরা নন, স্থানীয় রাজবংশী, নমশূদ্রের সকলেই উদ্বেগের সারিতে। এই প্রতিবেদন লেখার সময় খবর এল, কোচবিহার জেলার ঘোকসাডাঙ্গার এক বাসিন্দার নামেও এনআরসি নোটিশ পাঠিয়েছে অসম সরকার। এমন নয় যে অনুপ্রবেশ হচ্ছে না। এমন নয় যে, পরিচয় লুকিয়ে বাংলাদেশি কেউ উত্তরবঙ্গ বা ভারতের অন্যত্র বসবাস করছেন না। কিন্তু রাষ্ট্রের আইনে অনুপ্রবেশ যে অপরাধ।

সেই অপরাধ ঠেকাতে সরকারের পদক্ষেপে কোনও অন্যায় নেই। প্রশ্নটা তোলা যাচ্ছে এই কারণে যে, বেছে বেছে বাংলায় বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক এক বছর আগে অনুপ্রবেশকারী ধরার তৎপরতা দেখে। যে প্রশ্নটা তুলেছে আদালতও। বিজেপি শাসিত রাজ্যে বেছে বেছে বাংলাভাষীদের ঘরে ঘরে হানা, থানায় আটকে রাখা, এমনকি হরিয়ানায় ডিটেনশন ক্যাম্প চালু করে দেওয়ায় প্রশ্নটা মনে জাগা স্বাভাবিক।

এই অভিযানে হয়রানির শিকার কারা? গত ক'দিনের খবরের কাগজে নামগুলি পড়লে বোঝা যাবে, অধিকাংশই ধর্মে মুসলিম। অনুপ্রবেশ রোধের এই বিরাট কর্মযজ্ঞে দু'-চারজন হিন্দুও হেনস্তা হচ্ছেন। কিন্তু সবচেয়ে বেশি ভোগান্তি মুসলিম শ্রমিকদের। তাঁদের ভয় ধরিয়ে দেওয়া বিজেপির কৌশল। যদিও তাঁদের মধ্যে অনুপ্রবেশকারী কেউ নেই- এমন কথা হলফ করে বলা যাবে না। আবার অনুপ্রবেশকারী মানেই মুসলমান- তাও নয়। যেমন, উত্তর দিনাজপুরের চাকুলিয়ায় যে হিন্দু দম্পতির খোঁজ মিলেছে, তাদের বাংলাদেশের পাসপোর্ট আছে। ভারতের আধার কার্ডও আছে।

আবার মুসলিম মানেই সবাই বাংলাদেশি নন। ধরে আনতে বলে বেঁধে আনার পরিস্থিতি হলে বাছবিচার কম হয়। বাস্তবে তাই ঘটছে। আসলে বিজেপির তাগিদে রাষ্ট্রের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। মুসলিম ভোটার কিছু কমাতে পারলে, দেশ থেকে বের করে না দিলেও ভোটার তালিকা থেকে বাদ দিতে পারলে বাংলায় ভোটের অঙ্কে সুবিধা হয় একশোর বেশি আসনে। রাজ্যের ক্ষমতা দখলে সংখ্যাটির শক্তি অনেক।

রাষ্ট্রের নামে অনুপ্রবেশকারী তাড়ানোর এই অভিযানে তাই প্রমাদ গুনছে তৃণমূল। কেননা, লুকোছাপার কোনও জায়গা নেই যে, ধর্মে মুসলিম মানেই তৃণমূলের স্বাভাবিক ভোটব্যাংক। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় খেলাটা বদলে ফেলেছেন সচেতনভাবে। বিজেপির ফাঁদে আর পা দিয়ে মেরুকরণ তীব্র করার পথে না গিয়ে তাঁর অস্ত্র এখন ধর্মনির্বিশেষে বাঙালি নির্যাতনের অভিযোগ।

মেরুকরণের বদলে বাঙালি সত্তার ছাতাটাকে বড় করে তুলে ধরতে দিনহাটার উত্তমকুমার ব্রজবাসীকে ২১শে জুলাইয়ের মঞ্চে তুলে হিন্দুদের বার্তা দেওয়া গেল। একইসঙ্গে রাজবংশীদের বুঝিয়ে দেওয়া গেল, তোমরাও নিরাপদ নও। ভিনরাজ্যে হেনস্তাকে ধর্মের পরিচয়ে না বেঁধে ভাষা সন্ত্রাসের বড় ফ্রেমে আটকে ফেলতে চাইছেন তৃণমূল নেত্রী। প্রশ্ন তুলছেন, এই ভাষা সন্ত্রাস কবে বন্ধ হবে? গোটা দলকে নামিয়ে দিচ্ছেন ভাষা আন্দোলনে।

ধর্মনির্বিশেষে বাঙালি নিপীড়ন হয়ে উঠছে মমতার দাবার বোড়ে। ভয় ধরিয়ে দেওয়াটা সেই বোড়ের কুশলী চাল। এই চালে কিস্তিমাত হবে কি না, ভবিষ্যৎ বলবে। তবে এটুকু বলাই যায় যে, বিজেপি বিড়ম্বনায় পড়েছে। দিনহাটায় এনআরসি নোটিশ আসার পর স্থানীয় বিজেপি নেতাদের সাফাই অনেকটা আমতা-আমতা গোছের। বরং অসমের মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের যুক্তিতে জল ঢেলে দিয়েছেন। ফলে রাজবংশীদের পাশে আছি বলে বিজেপির প্রচার মমতার অস্ত্রকে এখনও ভোঁতা করতে পারেনি। তবে ভয় ধরানোর অস্ত্রে শান দিচ্ছে তৃণমূল, বিজেপি- উভয় দলই।

ধনকরের জন্য নৈশভোজ

বিরোধীদের রাজনীতির ছক

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২৫ জুলাই : সদ্য প্রাক্তন উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকরের জন্য বিদায়ি নৈশভোজের আয়োজন করে শাসক শিবিরকে অস্বস্তি ফেলার পরিকল্পনা করছে বিরোধীরা। কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে ধনকরকে আনুষ্ঠানিক বিদায় জানানোর কোনও কর্মসূচি আছে বলে মনে হচ্ছে না। বিজেপি নেতৃত্ব তাঁকে নীরবে বিদায় দিতে চায় বুঝে পালটা ছক কষছে 'ইন্ডিয়া' জোট।

রাজ্যসভার বিজনেস অ্যাডভাইজারি কমিটির বৈঠকে বুধবার সন্ধ্যায় সরকারের অবস্থান বুঝে গিয়েছিল জোট শরিকরা। ওই বৈঠকে কংগ্রেস সাংসদ জয়রাম রমেশ জানতে চেয়েছিলেন, বিদায়ি উপরাষ্ট্রপতিকে কেন্দ্রীয় সরকার সংবর্ধনা জানানোর কথা ভাবছে কি না। বৈঠকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু ও রাজ্যসভার নেতা জগৎপ্রকাশ নাড্ডা উপস্থিত থাকলেও সরকারের পক্ষ থেকে স্পষ্ট জবাব মেলেনি। এরপরই বিরোধীরা নৈশভোজ আয়োজনের কথা ভাবতে শুরু করে।

পরিকল্পনাটি অবশ্য ভাবনার স্তরেই আছে। 'ইন্ডিয়া' শরিকদের পারস্পরিক আলোচনাতেই শুক্রবার পর্যন্ত থেকে গিয়েছে বিষয়টি। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ধনকরের ইস্তফার প্রকৃত প্রেক্ষাপট এবং সরকারের সঙ্গে সম্পর্কের বর্তমান অবস্থা বুঝে নিতে চাইছে বিরোধীরা। নৈশভোজের পরিকল্পনা নিয়ে অবশ্য বিরোধীরা প্রকাশ্যে মুখ খুলছে না।

বরং রাজ্যসভার কংগ্রেস সাংসদ জয়রাম রমেশ জানিয়েছেন, নৈশভোজ দেওয়ার বিষয়ে কোনও আলোচনা হয়নি ইন্ডিয়া জোটে। একই বক্তব্য নয়াদিল্লিতে উপস্থিত তৃণমূল সাংসদদের। কংগ্রেসের অভিযোগ, ধনকরকে জোর করে ইস্তফা দিতে বাধ্য করা হয়েছে। বিচারপতি যশবন্ত ভার্মার ইমপিচমেন্টের ব্যাপারে বিরোধী সাংসদদের সই করা প্রস্তাব গ্রহণ করায় ধনকরের ওপর বিজেপি রুষ্ট হয় বলে অভিযোগ।

নির্বাচন কমিশন ইতিমধ্যেই পরবর্তী উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রক্রিয়া শুরু করেছে এবং রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ করেছে। 'ইন্ডিয়া' জোট ঐক্যবদ্ধভাবে ওই নির্বাচনে প্রার্থী দেবে বলে আলোচনা শুরু করেছে। সেই লক্ষ্যে নৈশভোজ অন্যতম অস্ত্র হয়ে উঠতে পারে। এতে কেন্দ্রীয় সরকার ও বিজেপিকে অস্বস্তিতে ফেলা যেতে পারে বলে বিরোধীদের আলোচনায় উঠে আসছে।

চর্চায় উঠে আসছে এপ্রিল মাসের একটি নৈশভোজ। ভারত সফররত আমেরিকার ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্সের সম্মানে তখন নৈশভোজের আয়োজন করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। অথচ কোনও দেশের রাষ্ট্রপ্রধান বা উপরাষ্ট্রপ্রধান সফরে এলে সাংবিধানিক প্রোটোকল অনুযায়ী ভোজের আয়োজন করার কথা যথাক্রমে রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতির।

কিন্তু ভান্সের ক্ষেত্রে তৎকালীন উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকরকে সেই সুযোগ দেননি খোদ প্রধানমন্ত্রী। ওই নৈশভোজের আয়োজন থেকেই ধনকরের সঙ্গে কেন্দ্রের ও বিজেপির দূরত্বের বার্তা দেওয়া হয়েছিল বলে মনে করা হচ্ছে। এপ্রিলের সেই নৈশভোজে বিড়ম্বনার মোকাবিলায় ধনকরকে বিদায়ি সংবর্ধনার নামে নৈশভোজের পরিকল্পনা পুরোপুরি বিরোধীদের রাজনৈতিক চাল।

মেয়াদ উত্তীর্ণ

প্রথম পাতার পর

নিয়মভঙ্গকারী প্রতিটা দোকানের মালিককে নোটিশ দেওয়া হয়েছে এদিন। কারণ দর্শানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সাতদিনের মধ্যে। এপ্রসঙ্গে শিলিগুড়ি পুরনিগমের স্যানিটারি ইনস্পেকটর রাজ ঘোষের বক্তব্য, 'দোকানের মালিকদের নোটিশ করা হল। অবিলম্বে সমস্ত কাগজপত্র নিয়ে খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরে হাজির হতে বলা হয়েছে।'

শিলিগুড়ির সেবক রোডের একটি শপিং মলের ফুড কোর্টে গিয়েছিল খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের বিশেষ দল। তাতে ছিলেন শিলিগুড়ি পুরনিগম, স্বাস্থ্য দপ্তর, দমকল, পুলিশ এবং ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের আধিকারিকরা। প্রথমেই গিয়ে তাঁরা দেখেন, মলটিতে রাখা অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র পুরোপুরি অকেজো। ওই যন্ত্র দিয়ে যিনি আগুন নেভানোর চেষ্টা করবেন, বিপদে পড়বেন তিনি নিজেই। আগুন নেভার বদলে সিলিন্ডারটি বিস্ফোরণ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

দমকল আধিকারিকের নজরে বিষয়টি আসে। তারপরই মল কর্তৃপক্ষকে নোটিশ করা হয়। এরপর তাঁরা চলে যান ফুড কোর্টে। সেখানে খাবারের একাধিক নামী সংস্থার আউটলেট রয়েছে। রয়েছে স্থানীয় কিছু ব্যবসায়ীর পরিচালিত কাউন্টারও। এরমধ্যে অধিকাংশ দোকানে স্বচ্ছতা বজায় রেখে খাবার তৈরি ও পরিবেশন করা হয় মানুষকে। কিন্তু একাংশ ফুড স্টলে স্বাস্থ্যবিধি একেবারেই মানা হয় না।

এদিন দেখা গিয়েছে, প্যাকেটজাত চিকেন সসেজের মেয়াদ পেরিয়ে গায়ে ফাঙ্গাস জন্মেছে। আধিকারিকরা পৌঁছানোর ঠিক আগে ওই প্যাকেট থেকে সসেজ বের করে খাবার তৈরি করে ফুড ডেলিভারি সংস্থার কর্মীকে দেওয়া হয়েছে। পাশের একটি ফুড স্টলের ফ্রিজারে রাখা ছিল বাসি খাবার। ন্যাপকিনে মুড়ে ফ্রিজে রাখা অর্ধেক সেদ্ধ ডিম। সেই ফুড স্টলেই মিলেছে মেয়াদ উত্তীর্ণ টমেটো সস। প্রশ্ন উঠছে, এসব খেয়ে বড় বিপদ ঘটে গেলে দায় কে নেবে? শুধু নোটিশ দিয়ে দায় সারা নয়, কড়া পদক্ষেপের দাবি তুলছেন শহরবাসী।

এই অভিযানে আদৌ কতটা সুফল মেলে, সে নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। এর আগে শিলিগুড়ি শহরজুড়ে একাধিক খাবারের দোকানে অভিযান চালানো হয়েছে। নোটিশ ধরানো হয়েছে। সেসব নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে খবর। তারপরেও অসাধু ব্যবসায়ীদের হুঁশ ফেরেনি। সাধারণের স্বাস্থ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলা যেন একাংশ ব্যবসায়ীর কাছে জলভাত। হাকিমপাড়ার সুবল দাসের মতে, 'প্রমাণ মিললে সঙ্গে সঙ্গে স্থায়ীভাবে ঝাঁপ বন্ধ করতে হবে। কোনও শর্তেই খুলতে দেওয়া যাবে না দোকান। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নিতে হবে। কড়া ব্যবস্থার একাধিক উদাহরণ তৈরি হলে হয়তো লাগাম টানা যেতে পারে।'

বোঝাচ্ছে কোচবিহার পুলিশ

সোশ্যাল মিডিয়ায় বিরক্ত করাও অপরাধ

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ২৫ জুলাই : কাউকে ভীষণ পছন্দ হয়েছে? অথচ সে পাত্তা দিচ্ছে না? অনবরত তাকে মেসেজ করেই চলেছেন? এখনই সাবধান হয়ে যান। ভারতীয় আইন অনুযায়ী এটি একটি অপরাধ। সামনাসামনি কেউ বিরক্ত করলে, অশালীন আচরণ করলে তা ইভটিজিংয়ের আওতায় পড়ে। যা নিয়ে বিভিন্ন সময়ে অভিযোগ ওঠে। তবে শুধু সামনাসামনিই নয়, সোশ্যাল মিডিয়াতে কেউ অনবরত মেসেজ করলেও তা অপরাধের মধ্যেই পড়ে। এবিষয়টি অনেকেরই অজানা। তাই এ নিয়ে সচেতন করতে উদ্যোগী হয়েছে কোচবিহার জেলা পুলিশ।

ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ, ইনস্টাগ্রাম, ই-মেল সহ নানা সামাজিক মাধ্যমে কেউ অপ্রাসঙ্গিক মেসেজ পাঠাতে থাকলে অভিযোগের ভিত্তিতে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে পুলিশের তরফে। তাতে তিন বছর পর্যন্ত জেল, জরিমানা অথবা দুটোই হতে পারে। কোচবিহার জেলা পুলিশের তরফে এই সংক্রান্ত একটি ভিডিও তৈরি করে সেটির মাধ্যমে প্রচার শুরু করা হয়েছে। সেই ভিডিওতে পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য বলেন, 'কারও ডিজিটাল গোপনীয়তা লঙ্ঘন করা বা তাঁকে অনলাইনে বারবার বিরক্ত করা আইনত দণ্ডনীয়।' পুলিশ সুপারের পরামর্শ, 'শুধু আইন জানলেই হবে না। সচেতনতাও প্রয়োজন। তাই কেউ এমন অভিজ্ঞতার শিকার হলে পুলিশের দ্বারস্থ হন।'

সোশ্যাল মিডিয়াকে ব্যবহার করে অপরাধের প্রবণতা বহুগুণ বেড়েছে। পুলিশের সাইবার ক্রাইম বিভাগে ভূরিভূরি অভিযোগও জমা পড়ছে। মেসেজ করে বিরক্ত করার

মতো ঘটনা বহু ঘটলেও সচেতনতার অভাবে তা পুলিশ পর্যন্ত খুব একটা গড়ায় না। বিশেষ করে মেয়েদের এধরনের সমস্যায় বেশি ভুগতে হয়। সোশ্যাল মিডিয়ায় অবাঞ্ছিত মেসেজ আসতেই থাকে। বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ায় 'ব্লক' অপশন থাকলেও বিকল্প অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করেও মেসেজ করার প্রবণতা দেখা যায়। এক কলেজ ছাত্রীর কথায়, 'ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রামে প্রচুর মেসেজ আসতে থাকে। কেউ কেউ অশ্লীল মেসেজ পর্যন্ত পাঠায়। বারণ করলেও লাভ হয় না। পরবর্তীতে এরকম ঘটনা ঘটলে নিশ্চয়ই পুলিশের দ্বারস্থ হব।'

নিশিকান্তকে

প্রথম পাতার পর

তারপর তিনি ১৯৬০ সালের জমির কাগজপত্র ও বিভিন্ন প্রমাণপত্র নিয়ে অসমে যান। সেখানে আইনজীবীর মারফত সব কাগজপত্র দেখার পরেও সন্তুষ্ট হয়নি ফরেনার ট্রাইবিউনাল। ১৯৬০ সালের ভোটার লিস্ট ও তাঁর বাবার পরিচয়পত্র চেয়েছে তারা। তিনি নিরাশ হয়ে ফেরেন।

তাঁর প্রশ্ন, বাবা দেবেন্দ্রচন্দ্র দাস প্রায় ৪৫ বছর আগে মারা গিয়েছেন। এখন তাঁর বাবার নথিপত্র জোগাড় করবেন কীভাবে? এবিষয়ে কারও সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন কি না, জানতে চাইলে তিনি জানান, ডিম বিক্রি করেই কোনওরকমে সংসার চালাই। সারাদিন ডিম সংগ্রহ করতেই ব্যস্ত থাকতে হয়। কারও সঙ্গে যোগাযোগ করেননি।

তৃণমূলের জেলা কমিটির সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক বলেন, 'আমরা ওই ব্যক্তির পাশে আছি। বিজেপি শাসিত অসম সরকারের এভাবে নোটিশ পাঠিয়ে এ রাজ্যের মানুষকে হয়রানি করা কোনওভাবে মেনে নেওয়া হবে না। আমরা এনিয়ে গোটা জেলা তথা রাজ্যজুড়ে আন্দোলনে নামছি। বাংলা বলা বা এরাজ্যে বসবাস করা কি অপরাধ? বিজেপি নোংরা রাজনীতি করছে।' মাথাভাঙ্গার বিজেপি বিধায়ক সুশীল বর্মন বলেন, 'বিষয়টি আমার জানা নেই। এখন সিএএ চালু হয়ে গিয়েছে। তাই আতঙ্কের কিছু নেই।'

'পুশব্যাক'

প্রথম পাতার পর

তিন মাস আগে আমিরের সঙ্গে গ্রামের বেশ কয়েকজন শ্রমিক রাজস্থানের ভিলাপাড়া এলাকায় কাজে গিয়েছিলেন। বাংলা ভাষায় কথা বলার অভিযোগে হঠাৎ করেই আমিরকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তারের খবর আমির শেখের পরিবারের লোকজন জানতে পারেন। তারপরেই পরিবারের লোকজন রাজস্থানে গিয়ে খোঁজখবর নিতে শুরু করেন। কিন্তু সেখানকার চারটি থানা আমিরের গ্রেপ্তারের কথা স্বীকার করেনি। গত বুধবার আচমকা সোশ্যাল মিডিয়ায় আমির শেখের ভিডিও দেখতে পান পরিবারের লোকজন। ওই ভিডিওতে দেখা যায় (যদিও ওই ভিডিও'র সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ) আমির কাঁদতে কাঁদতে বলছেন, 'রাজস্থান পুলিশ ও বিএসএফ আমাকে জোর করে এখানে বাংলাদেশে ফেলে দিয়েছে। বিএসএফ আমাকে প্রচণ্ড মারধর করে এবং বড় একটি গাড়ি বাংলাদেশে যাচ্ছিল, সেই গাড়িতে আমাকে ছুড়ে ফেলে দেয়।' ভিডিওতে আমির জানান, রাজস্থান পুলিশ ও বিএসএফকে তাঁর আধার কার্ড, ভোটার কার্ড ও জন্ম সার্টিফিকেট পর্যন্ত দেখিয়েছিলেন। সেগুলো তারা ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে। এখন আমির বাংলাদেশে রয়েছেন।

আমিরের কাছে ভোটার কার্ড, আধার কার্ড ও র‍্যাশন কার্ড সবই ছিল। ভারতীয় নাগরিক হিসেবে প্রমাণপত্র যা প্রয়োজন সব থাকা সত্ত্বেও রাজস্থান পুলিশ তাঁকে বাংলাদেশি বলে গ্রেপ্তার করে। তারপর প্রায় দু'মাস জেলে রাখা হয়। অভিযোগ, গত বুধবার রাজস্থান পুলিশ ও বিএসএফ মিলে আমিরকে মারধর করে জোর করে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেয়। এলাকার বাসিন্দাদের অনুমান, সম্ভবত কলকাতার বনগাঁ এলাকার বর্ডার দিয়ে হয়তো আমিরকে বাংলাদেশে পাঠানো হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সোশ্যাল মিডিয়ায় আমিরের ছবি দেখে পরিবারের লোকজন চিনে ফেলেন। তারপরেই প্রশাসনের দ্বারস্থ হন। রাজস্থান পুলিশ ও বিএসএফের এই অমানবিকতার জন্য ক্ষোভ দেখিয়েছেন জালালপুর গ্রামের অনেকেই।

আমিরের দিদা মোমেনা বিবি বলেন, 'সব কিছু নথিপত্র থাকা সত্ত্বেও আমিরকে জেল খাটতে হয়েছে। পুলিশ ও বিএসএফ মিলে মারধর করে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দিয়েছে। আমরা বিষয়টি প্রশাসনকে জানিয়েছি। তাকে ফিরিয়ে আনার অনুরোধ করছি।'

মথের খোঁজে লুংসেলে

অনুপ সাহা

কালিম্পং, ২৫ জুলাই : পাখি পর্যবেক্ষণ, প্রজাপতি পর্যবেক্ষণ শিবির অনেক হয়। নিবিড় প্রকৃতি পাঠের জগতের ট্রেন্ড এখন মথ। মথের অজানা দুনিয়া সম্বন্ধে জানতে জাতীয় মথ সপ্তাহ উপলক্ষ্যে তিনদিনব্যাপী মথ পর্যবেক্ষণ শিবির শুরু হল কালিম্পং পাহাড়ের লুংসেলে। এই অঞ্চলটি মথের স্বর্গরাজ্য বলেও পরিচিত।

পরিবেশপ্রেমী সংগঠন হিমালয়ান নেচার অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার ফাউন্ডেশন (ন্যাফ)-এর উদ্যোগে মথ পর্যবেক্ষণ শিবিরের এবারে পঞ্চম বর্ষ। শিবিরের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে ৪,৫০০ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত লুংসেল পাহাড়ি জনপদ। ওদলাবাড়ি চৌরাস্তার মোড় থেকে উত্তরে পাথরঝোরার দিকে যে রাস্তাটি এগিয়ে গিয়েছে, সেটি ধরে শিরুবাড়ি পেরিয়ে কালিম্পং জেলার শুরু। যাত্রাপথের প্রায় পুরোটাজুড়ে বাহারি রঙের ঝাঁকে ঝাঁকে প্রজাপতি দেখতে দেখতে লুংসেল যাত্রা অত্যন্ত উপভোগ্যও বটে।

এদিন জাতীয় পতাকা ও সংগঠনের পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে শিবিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন পর্ব শেষে বিশেষজ্ঞ যুধাজিৎ দাশগুপ্ত বলেন, 'মথ নিজে যেমন অন্ধকারের জীব, তাই সাধারণ মানুষের ধারণাও মথকে নিয়ে অন্ধকারে। মথের বৈচিত্র্য বিশাল বলে জানিয়েছেন তিনি। সাধারণত রাতেই মথ উড়ে বেড়ায়। তবে কয়েকটি প্রজাতির মথ আবার দিনেও ওড়ে।' তিনি জানিয়েছেন, পৃথিবীজুড়ে ১ লক্ষ ৬০ হাজার প্রজাতির মথ এখনও অবধি নথিভুক্ত করা হয়েছে। যারমধ্যে ভারতে রয়েছে প্রায় ১৫ হাজার প্রজাতি। যার মধ্যে অ্যাটলাস, টাইগার, আউল, ফ্রুট পিয়ার্সিং ইত্যাদি প্রজাতির মথ উল্লেখযোগ্য বলে তাঁর মত।

ন্যাফের কোঅর্ডিনেটর অনিমেষ বসুর কথায়, 'কোনও একটি জায়গার পরিবেশ কতটা ভালো তা বুঝিয়ে দিতে মথের ভূমিকা অপরিসীম।

একেক ধরনের মথ একেক ধরনের গাছের পাতা খেয়ে বড় হয়। আর এ কারণেই কোনও একটি নির্দিষ্ট জায়গায় যত বেশি প্রজাতির মথ দেখতে পাওয়া যাবে বুঝতে হবে যে ওই এলাকায় গাছপালারও বৈচিত্র্য রয়েছে।' পাশাপাশি তিনি জানিয়েছেন, বিভিন্ন পাখি, সরীসৃপ, বাদুড়ের প্রিয় খাদ্য মথ। যার অর্থ মথের সংখ্যা কমে গেলে এই প্রাণীগুলোও বিপদে পড়বে।

কলকাতা থেকে এবার শিবিরে এসেছেন আরেক মথ বিশেষজ্ঞ ডঃ পূরব চৌধুরী। মথের মতো পতঙ্গ বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য বজায় রাখতে যে গুরুত্বপূর্ণ তা তুলে ধরতেই এই উদ্যোগ বলে জানিয়েছেন তিনি।

আগামী ২৭ তারিখ পর্যন্ত জারি থাকবে শিবির। দু'দিন ধরে রাত জেগে মথ পর্যবেক্ষণ করার পাশাপাশি বিভিন্ন প্রজাতির মথের ছবি তুলে রাখা, পরদিন শিবিরে অংশগ্রহণকারী এবং স্থানীয় স্কুল পড়ুয়াদের নিয়ে বিশেষ ক্লাসে সেগুলোর বিবরণ তুলে ধরা হবে বলে ন্যাফের তরফে জানানো হয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মোট ৩০ জন এই শিবিরে যোগ দিয়েছেন।

জাভির কোচিংয়ের আবেদন খারিজ

জাভি যদি সত্যিই আগ্রহী হতেন ভারতের কোচ হওয়ার জন্য তবু তাঁকে আমরা নিতে পারতাম না। কারণ প্রচুর টাকার প্রয়োজন তাঁর মতো কোচকে নিতে গেলে। -সুব্রত পাল (ভারতীয় ফুটবল দলের ডিরেক্টর)

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ জুলাই : শোনা যাচ্ছে আর মাস কয়েক পরেই কোনও এক ব্যবসায়ীর উদ্যোগে এদেশে আসছেন লিওনেল মেসি। তাঁকে দেখতে যথেষ্টই ট্যাঁকের কড়ি গুনতে হবে ভক্তদের। অথচ মেসির একদা সতীর্থ জাভি হার্নান্ডেজ নিজেই আসার আবেদন করে ফেলা সত্ত্বেও তাঁকে দেখা থেকে বঞ্চিত হতে হচ্ছে এদেশের ফুটবল সমর্থকদের। সৌজন্যে অবশ্যই অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন!

ঘটনাটা কী? না, সদ্যই ভারতের জাতীয় দলের কোচ কারা হতে পারেন তার একটা বাছাই তালিকা প্রকাশিত হয়েছে। যেখানে দুই বিদেশির থেকে অনেকখানি এগিয়ে ভারতের কোচ খালিদ জামিল। মূলত আর্থিক কারণেই তিনি বাকিদের পিছনে ফেলেছেন। এআইএফএফের এখন নুন আনতে পান্তা ফুরোনোর অবস্থা। ১৭০ জনের মধ্যে তিনজন বাছতে গিয়ে প্রথম ভাবতে হয়েছে টাকার কথাই। আর এই একটা কারণেই বাতিল হয়ে গেছেন জাভির মতো কিংবদন্তি। তার থেকেও বড় কথা, চেপেচুপে রাখার চেষ্টা হলেও হঠাৎই জানা গিয়েছে যে এই আবেদনকারী ১৭০ জনের মধ্যে রবি ফাউলার, হ্যারি কেওয়েলদের পাশাপাশি ছিলেন বার্সার প্রাক্তন ফুটবলার ও কোচ জাভিও। শুধু তাই নয়, নিজের ই-মেল আইডি থেকেই আবেদন করেন তিনি। শুধু আবেদনপত্রে তাঁর যোগাযোগের ফোন নম্বরের জায়গাটা ফাঁকা রেখে গিয়েছিলেন বলে খবর। তাঁর এই আবেদনের বিষয়টি স্বীকার করে নেন জাতীয় দলের ডিরেক্টর সুব্রত পালও। তিনি সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদের জানান, 'হ্যাঁ, আমরা যত আবেদনপত্র পেয়েছিলাম তার মধ্যে জাভি ছিলেন।' কিন্তু শেষমেশ তাঁর আবেদনপত্র খারিজ করে

দেওয়া হয়েছে বাছাই তালিকা তৈরির সময়েই।

বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই হইচই শুরু হলেও এক্ষেত্রে ফেডারেশনের খুব একটা দোষ দেখছেন না কেউই। কারণ তাঁর বেতনের অঙ্ক যে পরিমাণ তা দেওয়ার ক্ষমতা ফেডারেশনের নেই এটাও সুব্রত মেনে নিয়েছেন, 'জাভি যদি সত্যিই আগ্রহী হতেন ভারতের কোচ হওয়ার জন্য তবু তাঁকে আমরা নিতে পারতাম না। কারণ প্রচুর টাকার প্রয়োজন তাঁর মতো কোচকে নিতে গেলে।' ঘটনা হল, আগেই এক সাক্ষাৎকারে জাভি জানিয়েছিলেন, তিনি ভারতীয় ফুটবল দেখেন এবং নিয়মিত খবরাখবর রাখেন এদেশে এবং এশিয়াতে কাজ করা স্প্যানিশ কোচদের মাধ্যমে। আর্থিক বিষয় ছাড়াও ফুটবল ভক্তরা মনে করছেন, এদেশের ফুটবলারদের নিয়ে কাজ করতেও সমস্যায় পড়তেন জাভি। কারণ তাঁর ফুটবল সম্পর্কে ধারণা থেকে এদেশের ফুটবল ও ফুটবলাররা অনেকটা দূরে। ফলে দায়িত্ব নিলেও তিনি হয় সফল হতেন না বা বেশিদিন কাজ করতে পারতেন না।

জাভি তাঁর পাসিং এবং ফুটবলকে নিয়ে আবেগের জন্য বিখ্যাত। বার্সার হেড কোচ হিসাবেও তিনি ২০২২-'২৩ মরশুমে লা লিগা ও ২০২৩ সালে সুপারকোপা জেতেন। নিজে ফুটবলার হিসাবে ৭৬৭টা সরকারি ম্যাচ খেলেছেন বার্সেলোনার হয়ে। মূলত সের্জিও বুস্কেটস ও আন্দ্রেস ইনিয়েস্তার সঙ্গে তাঁর বোঝাপড়া একসময়ে বিশ্ব ফুটবলকেই মাতিয়েছে। বার্সেলোনার হয়ে একাধিক ট্রফি ছাড়াও তিনি ২০০৮, ২০১২ ইউরো কাপ ও ২০১০ সালের বিশ্বকাপ জেতেন স্পেনের হয়ে।

ইস্টবেঙ্গল আক্রমণকে ভরসা দিতে তৈরি হচ্ছেন ডেভিড লালহালানসাঙ্গা। ছবি : ডি মণ্ডল

সিনিয়ারদের নিয়ে মহড়া লাল-হলুদে

সমর্থকদের জন্য এই ম্যাচ জিততেই হবে। -বিনো জর্জ (ইস্টবেঙ্গল কোচ)

মোহনবাগানের জন্য হৃদয় দিয়ে খেলো। -ডেগি কার্ডোজো (মোহনবাগান কোচ)

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ জুলাই : মরশুমের প্রথম ডার্বি আগে বরুণদেবের ভ্রূকুটি চিন্তায় রাখছে আইএফএ এবং স্থানীয় আয়োজকদের।

যদিও কল্যাণীর মাঠে জল জমেনি এখনও। তবু বৃহস্পতিবার রাত থেকে শুরু হওয়া বৃষ্টি থামা তো দূরের কথা, শুক্রবার সারাদিন ভাসাল কলকাতা ও সংলগ্ন অঞ্চলকে। শুধু তাই নয়, আবহাওয়া দপ্তরের খবর, শনিবার আরও শক্তিশালী হতে পারে তৈরি হওয়া নিম্নচাপ। ফলে আইএফএ কর্তাদের কপালে চিন্তার ভাঁজ। ক্লাব কর্তাদের বা বলা ভালো মোহনবাগান ক্লাব কর্তাদের মধ্যে কল্যাণীতে ডার্বি হওয়া নিয়ে ক্ষোভ থাকলেও সমর্থকদের মধ্যে উন্মাদনা যে আছে তা বোঝা যায় সব টিকিট নিঃশেষিত হয়ে যাওয়ায়। বৃষ্টির মধ্যেও দুই তাঁবুতেই সদস্য কার্ডের বিনিময়ে টিকিট তোলার ভিড়। তবু মোহনবাগান সভাপতি দেবাশিস দত্ত এখনও প্রশ্ন তুলছেন, 'কল্যাণীতে কে যাবে? কেন কিশোর ভারতী ক্রীড়াঙ্গনে করা হল না?' সুর মেলান সচিব সৃঞ্জয় বসুও। তবে ডার্বির আকচা-আকচির নিদর্শন রেখে টিপ্পনি কাটতেও ছাড়েন না দেবাশিস, 'আমাদের দলটাকে এত ভয় যে ছোটদের বিরুদ্ধে জিততে ওরা সব সিনিয়ারদের নামিয়ে দিচ্ছে! জানেই তো, সারা বছরে এই একবারই জিতবে।'

তেতে সবুজ-মেরুন শিবিরও

ডার্বির আগে চাপমুক্ত সুহেল আহমেদ বাট।

কল্যাণীতে ডার্বি না করে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে করলে ভালো হতো, এমনটা বলছেন ইস্টবেঙ্গল কর্তা দেবব্রত সরকারও, 'ডুরান্ড কাপের পর যুবভারতী পাওয়া যেত। ডার্বি তখন ওখানে করলেই ভালো হতো।'

এসব কথায় কান দিচ্ছেন না অবশ্য দুই দলের কোচ-ফুটবলাররা। তাঁরা নিজের নিজের ঘুঁটি সাজাতে ব্যস্ত। ইস্টবেঙ্গল কোচ বিনো জর্জ সিনিয়ার দলের দেবজিৎ মজুমদার, মার্ক জোথানপুইয়া, মার্তন্ড রায়না, প্রভাত লাকড়া, এডমুন্ড লালরিনডিকা, ডেভিড লালহালানসাঙ্গা ও লালরামসাঙ্গার মতো সিনিয়ারদের নথিভুক্ত করিয়ে প্রথম একাদশে রাখার মহড়া শুক্রবারই সেরে নিলেন। সেখানে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট কোচ ডেগি কার্ডোজোর হাতে বড়সড়ো অস্ত্র বলতে দীপেন্দু বিশ্বাস, অভিষেক সূর্যবংশী, কিয়ান নাসিরি, সুহেল আহমেদ বাট ও বহুদিন খেলার মধ্যে না থাকা গ্লেন মার্টিন্স। বিনো নিজের সপক্ষে যুক্তি রাখতে গিয়ে নাম না করে এঁদের প্রসঙ্গই তুললেন, 'সমর্থকদের জন্য এই ম্যাচ জিততেই হবে। আর আমরা না, ওরাও তো কিছু সিনিয়ার খেলাচ্ছে।' সেখানে দেগি তাঁর জুনিয়ার ফুটবলারদের তাতাতে বলেছেন, 'মোহনবাগানের জন্য হৃদয় দিয়ে খেলো।' তবে তাঁর সুবিধা হল, হাতে দীপেন্দু ও কিয়ানের মতো অভিজ্ঞ দুই ভূমিপুত্র থাকা।

সবমিলিয়ে চিরাচরিত উত্তাপ না থাকলেও মাঠে থাকা ১০ হাজার দর্শক যে ডার্বি উন্মাদনায় আবারও মাতোয়ারা হবেন, তা নিয়ে কোনও সন্দেহই নেই। আর এঁদের নিরাপত্তা নিশ্ছিদ্র করতে কোনও ত্রুটি রাখছে না কল্যাণী প্রশাসন। ব্যারিকেড থেকে গোটা মাঠে কোলাপসিবল গেট লাগানো কী গোটা কল্যাণী জুড়ে পুলিশ পেট্রলিং সব ব্যবস্থাই রাখা হয়েছে। আপাতত শুধু বৃষ্টি-দেবতাই যেন শেষ ভালোটা করতে দেন, সেই প্রার্থনায় আইএফএ।

ইংল্যান্ডের ব্যাটারদের দাপটে মাথায় হাত মহম্মদ সিরাজের। ম্যাঞ্চেস্টারে।

আজ কলকাতা লিগে

মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট বনাম ইস্টবেঙ্গল এফসি

সময় : বিকেল ৫.৩০ মিনিট
স্থান : কল্যাণী
সম্প্রচার : এসএসইএন অ্যাপ

পন্থের সাহসকে কুর্নিশ শার্দূলের

ম্যাঞ্চেস্টার, ২৫ জুলাই : পরিস্থিতি ক্রমশ জটিল হচ্ছে। ওল্ড ট্র্যাফোর্ডের মাঠে ক্রমশ চাপ বাড়ছে টিম ইন্ডিয়ার। সৌজন্যে দলের বেহাল বোলিং।

অ্যান্ডারসন-তেন্ডুলকার সিরিজে পিছিয়ে থাকা টিম ইন্ডিয়া ম্যাঞ্চেস্টারেই সিরিজ হারবে কি না, সময় বলবে। কিন্তু তার আগে দলের অন্দরে ঋষভ পন্থকে নিয়ে বন্দনা, আবেগ যেমন রয়েছে। তেমনই অধিনায়ক শুভমান গিলের স্ট্র্যাটেজি নিয়েও রয়েছে বিরক্তি। যার নেপথ্যে টিম ইন্ডিয়ার অলরাউন্ডার শার্দূল ঠাকুর। গতকাল দ্বিতীয় দিনের খেলার শেষে শার্দূল হাজির হয়েছিলেন সাংবাদিক সম্মেলনে। সেখানে তাঁকে দিয়ে কম বোলিং করানোর অভিযোগ তুলে অধিনায়ক শুভমানকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন তিনি। শার্দূল গতকাল ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংসে পাঁচ ওভার বোলিং করেছিলেন। কিন্তু তাঁর মনে হয়েছিল আরও অন্তত দুই ওভার বোলিং তিনি করে দিতে পারতেন। কিন্তু মাঠে মূল সিদ্ধান্তটা চিরকালই অধিনায়কের। শার্দূলের কথায়, 'নির্দিষ্টভাবে কোনও অভিযোগ করছি না। মাঠে সবসময় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত অধিনায়কেরই। কিন্তু তারপরও আমার মনে হয়েছিল, আরও অন্তত দুই ওভার বোলিং করতে পারতাম।'

কম বোলিংয়ের জন্য বিরক্ত

কম বোলিংয়ের বিরক্তির কথা শুনিয়ে দিলেও শার্দূল তাঁর সতীর্থ ঋষভ পন্থকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন। শার্দূল আউট হয়ে প্যাভিলিয়নে ফেরার সময়ই মাঠে প্রবেশ ঋষভের। পা ভেঙে যাওয়া সতীর্থের জন্য মাঠ ছাড়তে সময় নিয়েছিলেন শার্দূল। বাউন্ডারি লাইনের ধারে ঋষভের মাথাও চাপড়ে দিয়েছিলেন শার্দূল। তাঁর কথায়, 'ঋষভের প্রতিভা নিয়ে আমাদের কারও কোনও সংশয় নেই। ও বাইশ গজে কী করতে পারে, আমরা সবাই জানি। কিন্তু বিশ্বাস করুন, পা ভেঙে যাওয়ার পর ভাবতেই পারিনি ও মাঠে নামবে। ব্যাটও করবে। আমাদের দলের রানটা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পথে ঋষভের বড় ভূমিকা রয়েছে।' গতকাল শার্দূল যখন ব্যাট করতে নেমেছিলেন, তাঁর মনের মধ্যে সন্দেহ ছিল পরের ব্যাটার কে হবেন। ঋষভ কি আদৌ মাঠে নামতে পারবেন? বাস্তবে ঋষভ নেমেছিলেন। অপরাজিত ৩৭ থেকে নিজের স্কোরটা ৫৪-তে নিয়ে যান। জোফ্রা আর্চারকে ছক্কাও মারেন। বেন স্টোকসের বলে বাউন্ডারি মেরে অর্ধশতরান পূর্ণ করেছিলেন ঋষভ। এহেন সতীর্থকে নিয়ে আবেগে ভেসে শার্দূল বলেছেন, 'ঋষভ যা করে দেখিয়েছে, খুব বেশি ক্রিকেটার সেটা পারবে না। তাছাড়া ওর মধ্যে বরাবরই একটা পজিটিভ ব্যাপার রয়েছে। ঋষভ বাকিদের চেয়ে আলাদা।'

ফের হার মহমেডানের

কলকাতা, ২৫ জুলাই : আরও একবার এগিয়ে গিয়েও হার মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের। শুক্রবার কলকাতা লিগের ম্যাচে আসুস রেনবো এসি-র কাছে ২-১ গোলে হেরে গেল সাদা-কালো ব্রিগেড।

শুক্রবার নৈহাটির বঙ্কিমাঞ্জলি স্টেডিয়ামে শুরুর দিকে নেহাত খারাপ খেলেনি মেহরাজউদ্দিন ওয়াডুর মহমেডান। পালটা রেনবো আক্রমণে ঝড় তোলার চেষ্টায় থাকলেও প্রথমার্ধে কোনও পক্ষই গোল করতে পারেনি। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই মহমেডানকে এগিয়ে দেন পরিবর্ত নামা শিবা মান্ডি। সজল বাগের ক্রস জালে পাঠান শিবা। এরপর বেশ কিছু সুযোগ পেলেও আর গোলমুখ খুলতে পারেনি মহমেডান। ম্যাচের শেষদিকে ৫ মিনিটের ব্যবধানে দুইটি গোল তুলে নেয় রেনবো। ৭৭ মিনিটে সৌভিক ঘোষাল ও ৮২ মিনিটে অমরনাথ বাস্কে গোল করেন। লিগের অন্য ম্যাচে সাদার্ন সমিতিকে ৩-১ গোলে হারাল এরিয়ান ক্লাব।

অশান্তির আঁচ ইস্টবেঙ্গলে

ডার্বিতে বিনোর অস্ত্র এডমুন্ড-মার্তন্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ জুলাই : মহারণের মহড়ার মাঝেও অশান্তির আঁচ ইস্টবেঙ্গলে।

মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের বিরুদ্ধে মর্যাদার লড়াই জিততে শনিবার সিনিয়ার ফুটবলাররাই ভরসা লাল-হলুদে। কলকাতা ফুটবল লিগে শেষ কয়েক বছর রিজার্ভ দল খেলাচ্ছে দুই প্রধানই। তবে ডার্বিতে গত বছরও সিনিয়ার দলের কয়েকজন ফুটবলারকে খেলিয়েছিল ইস্টবেঙ্গল। এবারও পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে সেই পথেই হাঁটছেন লাল-হলুদ রিজার্ভ দলের কোচ বিনো জর্জ।

প্রভাত লাকড়া তো ছিলেনই। সেই সঙ্গে বড় ম্যাচের আগে দেবজিৎ মজুমদার, মার্তন্ড রায়না, মার্ক জোথানপুইয়া, লালরামসাঙ্গা, এডমুন্ড লালরিনডিকা ও ডেভিড লালহালানসাঙ্গাদের কলকাতা লিগের জন্য নথিভুক্ত করা হয়েছে। এরপরও শুক্রবার রাতের দিকে গুজব ছড়িয়ে পড়ে, শেষমুহূর্তে আনোয়ার আলিকেও নাকি নথিভুক্ত করেছে ইস্টবেঙ্গল। সব ঠিকঠাক থাকলে শনিবার ডার্বিতে ইস্টবেঙ্গলের গোলের নীচে দেখা যাবে দেবজিৎকে। ম্যানেজমেন্টের এই সিদ্ধান্তেই অসন্তুষ্ট রিজার্ভ দলের এক নম্বর গোলরক্ষক আদিত্য পাত্র। ঘরোয়া লিগে এবার শুরু থেকে গোলরক্ষকের দায়িত্ব সামলাচ্ছেন আদিত্য। কিন্তু ডার্বিতে সুযোগ পাবেন না জেনেই শুক্রবার অনুশীলনে আসেননি। গতবারও শুরুর দিকের ম্যাচগুলোয় নিয়মিত খেললেও বড় ম্যাচে সুযোগ পাননি। শোনা যাচ্ছে টিম ম্যানেজমেন্টের কাছে যা নিয়ে অসন্তোষও প্রকাশ করেছেন তিনি।

এদিকে লিগে এখনও ছন্দ খুঁজে পায়নি ইস্টবেঙ্গল। ৪ ম্যাচে ঝুলিতে ৫ পয়েন্ট। তুলনায় বেশ খানিকটা এগিয়ে মোহনবাগান। যদিও তা নিয়ে বিশেষ চিন্তিত নন বিনো। শরীরী ভাষায় চিন্তার ছাপ থাকলেও মুখে অন্তত তেমনটাই বললেন। লাল-হলুদ কোচ বলেছেন, 'চারটি ম্যাচের মধ্যে আমরা হেরেছি মাত্র একটা। দুইটি ড্র। পয়েন্টের নিরিখে আমরা পিছিয়ে ঠিকই। তবে দলের পরিস্থিতি এই মুহূর্তে অনেকটাই ভালো। ডার্বির জন্য আমরা তৈরি।' আসলে সিনিয়ার ফুটবলারদের যোগ দেওয়া কিছুটা হলেও স্বস্তি দিচ্ছে বিনোকে।

মহারণের চূড়ান্ত মহড়ায় যা ইঙ্গিত মিলল তাতে রক্ষণে সম্ভবত মার্তন্ডের সঙ্গে জুটি বাঁধবেন প্রভাত। দুই সাইডব্যাক সুমন দে ও বিক্রম প্রধান। মাঝমাঠে তন্ময় দাস-নসিব রহমান জুটিতেই হয়তো আস্থা রাখবেন বিনো। দুই প্রান্তে এডমুন্ড ও সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায় একপ্রকার নিশ্চিত। এছাড়া ডেভিডকে সামনে রেখে জেসিন টিকে-কে একটু পিছন থেকে ব্যবহার করার সম্ভাবনাই উজ্জ্বল। সবমিলিয়ে সিনিয়ার ফুটবলারদের পেয়ে যাওয়ায় খানিকটা হলেও শক্তি বাড়বে ইস্টবেঙ্গলের। তা সত্ত্বেও মোহনবাগানকে কোনও অংশে খাটো করে দেখতে নারাজ বিনো।

বিনো বলেছেন, 'দলের স্বার্থে আমাদের কয়েকজন সিনিয়ার ফুটবলার এগিয়ে এসেছে। তেমন মোহনবাগানেও অভিজ্ঞ ফুটবলার রয়েছে। আসলে দুই দলের জন্যই ম্যাচটা সমান গুরুত্বপূর্ণ। ডার্বি একটা যুদ্ধ। যে কোনও মূল্যে এই যুদ্ধটা জিততে হবে আমাদের।' বিনো বললেও তাঁর ছেলেরা বড় ম্যাচের মাহাত্ম্য বুঝলেন কি? ডার্বি যেহেতু কল্যাণীতে তাই কলকাতায় তেমন উত্তেজনা নেই। এমনকি এদিন ইস্টবেঙ্গলের অনুশীলনে একজনও সমর্থকের দেখা মিলল না যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে।

প্রথম কলকাতা ডার্বির প্রস্তুতিতে এডমুন্ড লালরিনডিকা। -ডি মণ্ডল

মহারণের আগে কল্যাণী স্টেডিয়ামে প্রস্তুতিতে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। শুক্রবার ডি মণ্ডলের তোলা ছবি।

বিপক্ষকে নিয়ে ভাবছেন না ডেগি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ জুলাই : মেঘলা আকাশ। প্রবল বৃষ্টি।

তারই মাঝে ডার্বির মহড়া সারল মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। কলকাতা লিগ ডার্বির শেষ অনুশীলনে উপস্থিত হাতেগোনা কয়েকজন সমর্থক। কিন্তু তাতে কী? সিনিয়ারদের মতো বাগানের জুনিয়ার ফুটবলাররা ডার্বির আগে ফুরফুরে মেজাজে। নিজেদের মধ্যে হাসিঠাট্টায় মাতলেন সন্দীপ মালিকরা। দেখে বোঝার উপায় নেই, এই দলের অনেক খেলোয়াড় প্রথমবার ডার্বি খেলতে নামছে। চোখেমুখে চিন্তার লেশমাত্র নেই। বরং আত্মবিশ্বাসের ছাপ স্পষ্ট।

শনিবার কলকাতা লিগের বড় ম্যাচ। যে ম্যাচ নিয়ে উত্তাল বাংলার ফুটবল মহল। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গল যেখানে সাতজন সিনিয়ারকে ডার্বিতে দলে রাখছে, সেখানে মোহনবাগানের মাত্র তিনজন।

আসলে প্রথম ম্যাচে হারের ধাক্কা সামলে দারুণ ছন্দে রয়েছে মোহনবাগান। তাই কোচ ডেগি কার্ডোজো প্রতিপক্ষ দলে কতজন সিনিয়ার রয়েছে, সেইসব নিয়ে ভাবতে রাজি নন। বরং নিজের দলেই মনঃসংযোগ করছেন তিনি। কার্ডোজো বলেছেন, 'ইস্টবেঙ্গল কতজন সিনিয়ার খেলাচ্ছে, তাই নিয়ে ভাবতে চাই না। আমরা নিজেদের খেলা নিয়েই মনঃসংযোগ করছি। ছেলেরা ডার্বির জন্য প্রস্তুত রয়েছে। আমরা নিজেদের পরিকল্পনা অনুযায়ী খেলব।' তিনি আরও যোগ করেছেন, 'আমাদের তিন সিনিয়ার ফুটবলার রিজার্ভ দল থেকে উঠে এসেছে। ওদের সঙ্গে বাকিদের ভালো বোঝাপড়া তৈরি হয়ে গিয়েছে। সবাই এই ম্যাচের গুরুত্ব জানে। আমাদের জিততে হবে।'

প্রবল বৃষ্টির কারণে মাঠ নিয়ে চিন্তিত বাগান ম্যানেজমেন্ট। আইএফএ-কে কটাক্ষ করে বাগান কোচ বলেছেন, '২০২৫ সালে আইএফএ-র ভাবা উচিত, কোন মাঠে ডার্বি হওয়া দরকার।' বাগান শিবির থেকে বারংবার কল্যাণীর স্টেডিয়ামের মাঠের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে খোঁজখবর করা হয়েছে।

কোচের সুরে সুর মিলিয়ে দীপেন্দু বিশ্বাসও বলে গেলেন, 'আমরা কোচের পরিকল্পনা অনুযায়ী খেলব। নিজেদের খেলার দিকেই মনঃসংযোগ করছি। দলের নতুন ফুটবলারদেরকে আমরা এই ম্যাচের গুরুত্ব বুঝিয়েছি।'

শনিবাসরীয় ডার্বিতে মোহনবাগানের বাজি কিন্তু জুনিয়ার ব্রিগেড। তাই সিনিয়ার ফুটবলার অভিষেক সূর্যবংশীকে রেজিস্ট্রেশন করা হলেও ডার্বিতে তিনি নেই। তিন সিনিয়ার ফুটবলার সুহেল আহমেদ বাট, কিয়ান নাসিরি ও দীপেন্দুকে প্রথম একাদশে রেখেই দল সাজাচ্ছেন ডেগি কার্ডোজো। গোলে দ্বীপ্রভাত ঘোষ খেলবেন। সেন্ট্রাল ডিফেন্সে বিলাল সিভির সঙ্গে দীপেন্দু থাকবেন। রাইট ব্যাকে লিওয়ান কাসতানা নিশ্চিত। তবে লেফট ব্যাকে মার্শাল কিসকু না রোশন সিং, তা নিয়ে ধোঁয়াশা থেকে গেল। মাঝমাঠে অধিনায়ক সন্দীপের সঙ্গে কালিম্পংয়ের মিংমা শেরপার খেলা নিশ্চিত। দুই উইংয়ে সালাউদ্দিন আদনানের সঙ্গে কিয়ানকে খেলানোর পরিকল্পনা রয়েছে। আপফ্রন্টে মোহনবাগানের বাজি সুহেল ও শিলিগুড়ির করণ রাই।

কলকাতা লিগের ডার্বি

ম্যাচ ১৫৬। ইস্টবেঙ্গল জয়ী ৫২
মোহনবাগান জয়ী ৪৪। ড্র ৬০

লিগের বৃহত্তম ব্যবধান

ইস্টবেঙ্গল ৪-০ (১৯৩৬ ও ২০১৫)।
মোহনবাগান ৩-০ (১৯৪৮, ১৯৫১ ও ১৯৬৩)।

শতাধিক বছরের লিগ ডার্বিতে আজ পর্যন্ত কেউ হ্যাটট্রিক করতে পারেননি।

শেষ পাঁচ বছরে দুই প্রধানের সাক্ষাৎকার

ম্যাচ ১৮। মোহনবাগান ১৩
ইস্টবেঙ্গল ৪। ড্র ১
(এই ১৮ ম্যাচের ১০টি ম্যাচই খেলা হয়েছে আইএসএলে)

মোট ডার্বি ৩৮৬

ইস্টবেঙ্গল ১৩৩। মোহনবাগান ১৩১। ড্র ১২২

-হরিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

☺ শুভ জন্মদিন ত্রিজয়, প্রিয় ত্রিজয়, তোর মুখে থাক চিরকাল হাসি, সাফল্য আর আনন্দে ভরে উঠুক তোর জীবন। –**দিদি, মামু আর মিমি'র** পক্ষ থেকে রইল ভালোবাসা আর অনেক আশীর্বাদ।

বিবাহবার্ষিকী

☺ **শ্রী রতন কাঞ্জিলাল ও শ্রীমতী পিয়ালী কাঞ্জিলাল (ভারতনগর) :** শুভ ৩৬তম বিবাহবার্ষিকীর শুভেচ্ছা রইল। শুভকামনায় **"মাতঙ্গিনী ক্যাটারার ও চলো বাংলায় ফ্যামিলি রেস্টুরেন্ট"**, রবীন্দ্রনগর, শিলিগুড়ি।

রুট প্রাচীরে ধাক্কা বুমরাহদের

ভারত : ৩৫৮
ইংল্যান্ড : ৫৪৪/৭
(তৃতীয় দিনের শেষে)

ম্যাঞ্চেস্টার, ২৫ জুলাই : টেস্টে শচীন তেন্ডুলকারের ১৫,৯২১ রানের শিখর আদৌ কি নিরাপদ? প্রশ্নটা বেশ কিছুদিন ধরেই ঘুরপাক খাচ্ছে। ওল্ড ট্র্যাফোর্ড টেস্টের তৃতীয় দিনে প্রশ্নটা আরও বড় আকার নিল।

সৌজন্যে জো রুট। অ্যালিস্টার কুককে পেরিয়ে আগেই ইংল্যান্ডের সর্বাধিক টেস্ট রানের মালিকানা দখলে নিয়েছেন। আজ রুট ক্লাসিক উসকে দিল শচীনের প্রায় অলঙ্ঘনীয় রেকর্ড ভাঙার সম্ভাবনা।

৩৮তম টেস্ট সেঞ্চুরি, ১৫০ রানের ইনিংসে রিকি পন্টিংকে পিছনে ফেলে সর্বাধিক টেস্ট রানে দ্বিতীয় স্থানে পৌঁছে গেলেন রুট। সামনে শুধু ভারতীয় ক্রিকেট ভগবান। দীর্ঘদিন শচীনের শ্রেষ্ঠত্বকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেওয়া পন্টিং (১৩,৩৭৮) থামেন ১৪ হাজার রানের আগেই। বছর

পন্টিংকে টপকে সামনে শুধু শচীন

চৌত্রিশের রুট কোথায় থামবেন?

ভবিষ্যদ্বাণী করা মুশকিল। ১৫৭তম টেস্টে তালিকায় সেকেন্ড বয় রুট (১৩,৪০৯)। আরও বছর তিন-চারেক ধারাবাহিকতা বজায় থাকলে শচীনের সঙ্গে ২৫১২ রানের ব্যবধানও মুছে ফেলা অসম্ভব নয়। উত্তর অবশ্য সময়ের হাতে, ভবিষ্যতের গর্ভে।

চলতি টেস্টের তৃতীয় দিনের হালহকিকতে ভারত অবশ্য আটকে সেই অতীতেই! ১৯৯০ সালে ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে শচীন প্রথম আন্তর্জাতিক সেঞ্চুরি করেছিলেন। ওই ম্যাচেই অভিষেক হয় অনিল কুম্বলের। যদিও ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে দলগত সাফল্যের ঝুলিটা শূন্য (৯টি টেস্টে জয় নেই) ভারতের।

ভাগ্যের চাকা এবারও বদলানোর সম্ভাবনা ক্রমশ ক্ষীণ। গতকাল বেন ডাকেট (৯৪), জ্যাক ক্রলি (৮৪) বাজবলের পর আজ ওলি পোপ (৭১), বেন স্টোকসের (অপরাজিত ৭৭) দাপট, রুট (১৫০) স্পেশালে ফের হারের আশঙ্কা। ভারতের ৩৫৮ রানের জবাবে তৃতীয় দিনের শেষে ইংল্যান্ড ৫৪৪/৭। লিড ১৮৬। ক্রিজে স্টোকসের (হ্যামস্ট্রিংয়ের সমস্যায় একবার মাঠও ছাড়েন) সঙ্গে লিয়াম ডসন (২১)। বাকি দুইদিনে ইংল্যান্ডের যে দাপটে রাশ টানার কঠিন চ্যালেঞ্জ ভারতের সামনে।

২২৫/২ থেকে এদিন শুরু করে ইংল্যান্ড। ভারত তখনও ১৩৩ রানে এগিয়ে। ম্যাচে ফিরতে দ্রুত কয়েকটা উইকেট দরকার। যদিও প্রত্যাঘাতের পরিবর্তে পোপ-রুটের সহজ খাদ্যে পরিণত হওয়া। প্রথম সেশনে ২৮ ওভারের ১০৭ রান দিয়ে উইকেটহীন!

ভাগ্যও সঙ্গ দেয়নি জসপ্রীত বুমরাহ-মহম্মদ সিরাজদের। প্রথম দুইদিনে মাথার ওপর মেঘলা আকাশ। ইংরেজ বোলাররা যার সুবিধা পেয়েছে। আজ প্রথম দুই সেশনে পরিষ্কার আকাশ, ঝলমলে রোদ। বুমরাহ, সিরাজদের চ্যালেঞ্জ আরও কঠিন করে দেয়। ব্যাটিং সহায়ক পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে লাঞ্চে রাশ শক্ত করে নেয় ইংল্যান্ড (৩৩২/২)।

বিক্ষিপ্ত কিছু বলে অস্বস্তিটুকু সরিয়ে রাখলে প্রায় নিখুঁত ব্যাটিংয়ে গম্ভীরদের রক্তচাপ বাড়িয়ে দেন দুজনে। ক্রিকেটীয় শটের সঙ্গে রবীন্দ্র জাদেজাদের স্পিন ভোঁতা করতে অনায়াসে রিভার্স সুইপ করলেন রুট। পোপ আগাগোড়া দাপুটে মেজাজে। যার সামনে অসহায় লাগছিল বুমরাহকেও! লম্বা প্রতীক্ষার পর মাঝের সেশনে সাফল্য ওয়াশিংটন সুন্দরের হাত ধরে। জোড়া ধাক্কা। ১৪৪ রানের জুটিতে ব্রেক লাগিয়ে প্রথমে ফেরান পোপকে (৭১)। নীচু ক্যাচ স্লিপে লোকেশ রাহুলের হাতে।

কয়েক ওভার পর সুন্দরের ঝোলায় হ্যারি ব্রুক (৩)। ক্রিজ থেকে বেরিয়ে খেলতে গিয়ে বলের লাইন মিস। বাকি কাজটা সারেন ঋষভ পন্থের পরিবর্ত ধ্রুব জুরেল। ৩৪১/২ থেকে ৩৪৯/৪। জোড়া অক্সিজেনে প্রত্যাবর্তনের আশা উঁকি মারছিল। কিন্তু আশায় সার। রুটের সঙ্গে সংগতে স্টোকসও।

ব্যাটিং, বোলিং, ফিল্ডিং- সিরিজজুড়ে স্টোকসের অলরাউন্ড শো। গতকাল ৫ উইকেট নিয়ে ফিরেছিলেন। আজ ফিরলেন অপরাজিত ৭৭ রানে ভারতকে কোণঠাসা করে। ৯১ ওভারের মাথায় দ্বিতীয় নতুন বল নিয়েও রুটের রেকর্ড ভাঙাগড়া খেলায় ব্রেক লাগানো যায়নি।

১৭৮ বলে ১২টি চারের সাহায্যে ৩৮তম সেঞ্চুরি পূরণ। ১২০-র মাথায় সর্বাধিক রানে টপকে যান পন্টিংকে। কমেন্ট্রি বক্সে তখন স্বয়ং পন্টিং। প্রশংসায় বলেছেন, 'গত ৪-৫ বছরে রুটের খেলা বিশাল পরিবর্তন এসেছে। ৫০ স্কোরগুলিকে শতরানে নিয়ে যাচ্ছে, তারপর বড় সেঞ্চুরি। যা গ্রেট ক্রিকেটারের লক্ষণ।' শেষপর্যন্ত রুটের ম্যারাথন ইনিংস থামে ১৫০-তে। জাদেজাকে এগিয়ে এসে মারতে গিয়ে বল ফসকান। জুরেল যখন উইকেট ভাঙেন, রুটের পা ক্রিজের বাইরে।

২৪৮ বলের মহাকাব্যিক ইনিংস শেষে গোটা মাঠের কুর্নিশ নিতে নিতে ফিরলেন সাজঘরের পথে। প্রতিপক্ষের যে কীর্তিকে সম্মান জানালেন সিরাজও। রুটের দিকে বাড়িয়ে দিলেন অভিনন্দনের হাত। পরিসংখ্যান বলছে, ২০২১ থেকে গত চার বছরেই শুধু ২১টি সেঞ্চুরি করেছেন রুট। আরও ৪-৫ বছর খেললে? উত্তরের মধ্যেই লুকিয়ে আরও বড় রেকর্ড, শচীন শিখরে পা রাখার হাতছানি।

নজরে রুট

১৩৪০৯ সর্বাধিক টেস্ট রানসংখ্যায় রাহুল দ্রাবিড় (১৩২৮৮), জ্যাক কালিস (১৩২৮৯) ও রিকি পন্টিংকে (১৩৩৭৮) টপকে দুই নম্বরে উঠে এসেছেন জো রুট (১৩৪০৯)। সামনে শুধু শচীন তেন্ডুলকার (১৫৯২১)।

৩৮ টেস্ট শতরানের সংখ্যায় চার নম্বরে আছেন রুট (৩৮)। সামনে পন্টিং (৪১), কালিস (৪৫) ও তেন্ডুলকার (৫১)।

১২ ভারতের বিরুদ্ধে রুটের শতরান সংখ্যা। যা টেস্টে ভারতের বিরুদ্ধে কোনও ব্যাটারের সর্বাধিক শতরান। পেছনে ফেলে দিলেন স্টিভেন স্মিথকে (১১)।

৩ কোনও একটি দেশের বিরুদ্ধে টেস্টে সর্বাধিক শতরানের নিরিখে রুটের স্থান তৃতীয়। ভারতের বিরুদ্ধে রুটের ১২ শতরানের আগে রয়েছেন সুনীল গাভাসকার (ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ১৩) ও স্যর ডন ব্র্যাডম্যান (ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ১৯)।

টেস্ট কেরিয়ারের ৩৮তম শতরানের পর জো রুট। ম্যাঞ্চেস্টারে শুক্রবার।

উনিশের দিব্যার অস্ত্র নিখুঁত কৌশল

আজ শুরু ফাইনালে সামনে অভিজ্ঞ হাম্পি

কোনেরু হাম্পি

দিব্যা দেশমুখ

বাতুমি, ২৫ জুলাই : প্রথমবারের জন্য মেয়েদের দাবা বিশ্বকাপ ফাইনালে দুই ভারতীয়। মুখোমুখি দিব্যা দেশমুখ-কোনেরু হাম্পি। অর্থাৎ খেতাব আসছে ভারতেই।

ফাইনালের প্রথম রাউন্ড শনিবার। দ্বিতীয় রাউন্ড রবিবার। দুই দিনে নিষ্পত্তি না হলে ম্যাচ গড়াবে টাইব্রেকারে। যা অনুষ্ঠিত হবে সোমবার। ভারতীয় মহিলা দাবার মুখ দীর্ঘদিন ধরেই হাম্পি। তিনিই দেশের একনম্বর। উলটোদিকে মহিলা গ্র্যান্ডমাস্টার তথা আন্তর্জাতিক মাস্টার দিব্যা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সাফল্য পেয়েছেন আগেও। তবে সেই অর্থে শিরোনামে আসেননি। অভিজ্ঞ হাম্পির বিরুদ্ধে ফাইনালে অনেকেই বাজি ধরছেন নাগপুরের ১৯ বছরের দাবাড়ুর ওপর। দেশ-বিদেশে বহু লড়াই জয়ের অভিজ্ঞতা নিয়েই বিশ্বজয়ের স্বপ্ন দেখছেন দিব্যা। তাঁর অস্ত্র নিখুঁত কৌশল, সঙ্গে ঠান্ডা মাথায় হিসেব কষে খেলা।

সেমিফাইনালে নিজের পারফরমেন্সে অবশ্য সন্তুষ্ট হতে পারেননি বছর উনিশের দিব্যা। বলছিলেন, 'আরও ভালো খেলতে পারতাম। মাঝের দিকে নিজেই ম্যাচটা কঠিন করে ফেলি। নাহলে জয় আরও মসৃণ হত। ভাগ্যও সহায় ছিল আমার।' সমাজমাধ্যমে লেখেন, 'সহজ উপায় ফাইনালে যাওয়ার মধ্যে আনন্দ কই? ম্যাচটা নাটকীয় না হলে আমি জিততাম না।'

উলটোদিকে ফাইনালে পৌঁছে হাম্পি বলেছেন, 'অসম্ভব কঠিন একটা ম্যাচ খেলেছি। বিশেষ করে শুরুতে কিছুটা নড়বড়ে ছিলাম। পরের দিকে সমস্যা হয়নি।' ফাইনালে স্বদেশি এবং একইসঙ্গে বয়সে অনেক ছোট দিব্যার মুখোমুখি হওয়া প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, 'ভারতীয় দাবা সবচেয়ে আনন্দের মুহূর্তের সাক্ষী হতে চলেছে সম্ভবত। আর দিব্যার বিরুদ্ধে ম্যাচটা কঠিনও হতে চলেছে। চলতি বিশ্বকাপে ও দারুণ ছন্দে রয়েছে।'

দিব্যার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন বিশ্বনাথন আনন্দও। সরাসরি না বললেও বুঝিয়ে দিয়েছেন তাঁর চোখে ফাইনালে ফেভারিট দিব্যাই। আনন্দ বলেছেন, 'নিঃসন্দেহে বড় সাফল্য দিব্যার। ও একের পর এক প্রতিপক্ষকে যেভাবে হারিয়েছে তাতে কখনওই বলা যায় না এটা অপ্রত্যাশিত। দিব্যা যথেষ্ট সম্ভাবনাময়।'

ভারতীয় বোলারদের তুলোধোনা শাস্ত্রীর

ম্যাঞ্চেস্টার, ২৫ জুলাই : ইংল্যান্ডের বাজবলের মুখে দিশাহীন বোলিং। শৃঙ্খলার অভাব। অনিয়ন্ত্রিত লাইং-লেংথ। ভারতীয় বোলারদের যে দশা দেখে বেজায় চটেছেন রবি শাস্ত্রী। প্রাক্তন হেডকোচের মতে, বেন ডাকেট, জ্যাক ক্রলিরা আক্রমণাত্মক ক্রিকেট খেলেছেন। তবে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন জসপ্রীত বুমরাহ, মহম্মদ সিরাজরাও।

সুযোগের সদ্ব্যবহারে ওডিআই ক্রিকেট সুলভ মেজাজে রানের গতি বাড়িয়েছে ইংল্যান্ডের ব্যাটাররা। বিরক্ত রবি শাস্ত্রী বলেছেন, 'বোলিয়ে ধারাবাহিকতা দেখাতে ব্যর্থ ভারত। অত্যন্ত বাজে বোলিং। খারাপ লাইন-লেংথে বল করার ফলে এত বাউন্ডারি হজম করতে হয়েছে।' শাস্ত্রীর মতে, জসপ্রীত বুমরাহরা যখন নিজেদের বোলিং দেখবে, নিজেরাই লজ্জা পাবে। সাজঘরে ওদের সেটা বুঝিয়ে দেওয়া দরকার। জানান, তিনি যদি কোচ হতেন, বোলারদের কড়া ভাষায় সমঝে দিতেন। বর্তমান ভারতীয় দলের হেডকোচ ও বোলিং কোচেরও সেটাই করা উচিত।

সেমিতে বাংলা

চণ্ডীগড়, ২৫ জুলাই : ডাঃ বিসি রায় ট্রফি অনূর্ধ্ব-১৬ জাতীয় জুনিয়ার ফুটবলে সেমিফাইনালে উঠল বাংলা। গ্রুপ লিগের শেষ ম্যাচে কেরলকে ৪-১ গোলে বাংলার ছেলেরা। হ্যাটট্রিক করে জয়ের নায়ক রাজদীপ পাল। অন্য গোলটি দুর্গেশ তিওয়ারির। এই জয়ের সুবাদে তিন ম্যাচে ৯ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ শীর্ষে থেকে সেমিফাইনালে পৌঁছাল ফাল্গুনী দত্তর বাংলা দল।

'টাইমড আউট' নিয়ে ঋষভকে খোঁচা লয়েডের

ম্যাঞ্চেস্টার, ২৫ জুলাই : আপাত নিরীহ ইয়র্কারে পা ভাঙা।

প্রথমদিন রক্তাক্ত হয়ে মাঠ ছাড়তে হয়। সেই ভাঙা পা নিয়েই দ্বিতীয় দিনে লড়াইয়ে দুরন্ত নজির তৈরি। ভারত, ইংল্যান্ড নির্বিশেষে প্রত্যেকেই ঋষভ পন্থের যে প্রয়াসকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছে। তবে ফুলের সঙ্গে থাকছে কাঁটাও।

খোঁড়াতে খোঁড়াতে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে ক্রিজে পৌঁছোতে দেরি। যা নিয়ে খোঁচা দিতে ছাড়ছেন না ইংল্যান্ড ক্রিকেট মহলও। যুক্তি, শার্দূল আউটের পর ক্রিজে পৌঁছোতে ২ মিনিটের বেশি সময় নেন ঋষভ। যে দেরির জন্য ইংল্যান্ড টিম কিন্তু 'টাইমড আউট'-এর দাবি জানাতেই পারত। কিন্তু ক্রিকেটীয় স্পিরিট দেখিয়েই সেই পথে হাঁটেনি বেন স্টোকসরা।

প্রাক্তন ক্রিকেটার ডেভিড লয়েড বলেছেন, 'কখনও পন্থের মতো এই রকম চোট পাইনি। ভাঙা আঙুল নিয়ে একবার অবশ্য ব্যাট করেছিলাম। পন্থ সেখানে দাঁড়াতেই পারছিল না। তারপরও যন্ত্রণা নিয়েই বীরের মতো ব্যাট করতে নেমেছে। তবে আমার আশপাশে থাকা দুই-একজন প্রাক্তন বলছিল, 'পন্থ যতটা দেখাচ্ছে, চোট ততটা গুরুতর নয়।' চোটের ফায়দা নিচ্ছে। দেরিতে ক্রিজে পৌঁছোনোর জন্য টাইমড আউট দেওয়া উচিত ছিল ঋষভকে।'

লয়েডের মতে, এরকম গুরুতর চোটের ক্ষেত্রে পরিবর্ত ক্রিকেটার নামানোর নিয়ম চালু হওয়া উচিত। প্রাথমিকভাবে ৬ সপ্তাহ মাঠের বাইরে কাটাতে হবে বলা হচ্ছে। যা বুঝিয়ে দিচ্ছে ঋষভ পন্থের চোট কতটা গুরুতর। ফলে 'লাইক ফর লাইক' প্রয়োজন এরকম পরিস্থিতিতে। পরিবর্ত হিসেবে ঋষভের বদলে একজন উইকেটকিপার-ব্যাটার খেলানো যেতে পারত। আইসিসি-র উচিত এনিয়ে ভাবনা চিন্তা করার।

সিঁড়ির রেলিং ধরে নামতে ঋষভ পন্থের দেরি হওয়ায় টাইম আউটের কথা ভাবতে পারত ইংল্যান্ড।

পন্থকেই দুষছেন বয়কট

জিওফ্রে বয়কট চোটের জন্য অবশ্য দুষছেন ঋষভকেই। কিংবদন্তি ওপেনারের মতে, ইনিংসের গুরুত্বপূর্ণ সময়ে ক্রিস ওকসের ইয়র্কারে ওরকম 'আনঅর্থডক্স' শট (রিভার্স সুইপ) খেলার কোনও প্রয়োজন ছিল না। বলেছেন, 'এভাবে যখন কোনও ক্রিকেটার চোট পায়, খারাপ লাগে। বিশেষত, ঋষভের মতো প্রতিভাবান ক্রিকেটার। তবে চোটের জন্য ও নিজেই দায়ী থাকবে। চিরাচরিত শটেই ইনিংস এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ করে ওই রকম শট খেলার প্রয়োজন ছিল না।'

'নিরাপদ' নয় চিন্নাস্বামী

বেঙ্গালুরু, ২৫ জুলাই : প্রথমবার আইপিএল জয়ের উৎসব পালন করতে গিয়ে এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামের বাইরে পদপিষ্ট হয়ে ১১ জনের মৃত্যু হয়। সেজন্য রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুকেই দায়ী করেছিল কর্ণাটক সরকার। দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখতে গঠিত তদন্ত কমিশন চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামকে বড় অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য অনুপযুক্ত ঘোষণা করেছে। বিচারপতি জন মাইকেল কুনিয়ার নেতৃত্বাধীন তদন্ত কমিশনের প্রস্তাব অনুযায়ী কর্ণাটক সরকার পদক্ষেপ নিলে আগামী আইপিএলে চিন্নাস্বামীতে খেলা হবে না বিরাট কোহলিদের।

দোশির নামে ইডেনে সাজঘর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ জুলাই : দিলীপ দোশির স্মরণে এবার ইডেন গার্ডেন্সের সাজঘরের নামকরণ হচ্ছে বলে খবর। সিএবি-র শীর্ষ কর্তারা ইতিমধ্যেই দোশির নামে ইডেনের সাজঘরের নামকরণের সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন। খুব দ্রুত সরকারিভাবে তার ঘোষণা হওয়ার কথা। জানা গিয়েছে, ইডেনের হোম টিমের সাজঘরের নাম হবে প্রয়াত দোশির নামে। অতীতে সৌরাষ্ট্রের পাশে বাংলা দলের হয়েও দীর্ঘসময় খেলেছেন দোশি। বাংলা ক্রিকেটে তাঁর অবদানের কথা ভেবেই এমন সিদ্ধান্ত সিএবি-র।

নীরজ-নাদিম সাক্ষাৎ অনিশ্চিত

ওয়ারশ, ২৫ জুলাই : আবারও অনিশ্চিত নীরজ চোপড়া-আর্শাদ নাদিম সাক্ষাৎ। ২০২৪ প্যারিস অলিম্পিকের পর ১৬ অগাস্ট আসন্ন পোল্যান্ড ডায়মন্ড লিগে নীরজ ও নাদিমের মুখোমুখি হওয়ার কথা ছিল। তবে সম্প্রতি ইংল্যান্ডে গিয়ে পায়ের পেশিতে অস্ত্রোপচার করিয়েছেন পাকিস্তানের জ্যাভলিন থ্রোয়ার আর্শাদ। তাঁর কোচ সলমন বাট বলেছেন, 'নাদিম এখন বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপেই মনোনিবেশ করছে। মনে হয় না তার আগে নীরজ-আর্শাদ একে অপরের বিরুদ্ধে খেলবে।'

পাকিস্তান দলে ফিরলেন শাহিন

লাহোর, ২৫ জুলাই : পাকিস্তানের টি২০ দলে ফিরলেন জোরে বোলার শাহিন শা আফ্রিদি। ২০২৪ সালে টি২০ বিশ্বকাপে ব্যর্থতার পর শাহিন পাকিস্তানের টি২০ দল থেকে বাদ পড়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে বাবর আজম ও মহম্মদ রিজওয়ানও বাদ পড়েছিলেন।

আশ্চর্যজনকভাবে শাহিন আফ্রিদিকে টি২০-র দলে ফেরানো হলেও বাবর-রিজওয়ানদের সেই দলে রাখা হয়নি। ফলে মনে করা হচ্ছে, বাবর-রিজওয়ানের টি২০ কেরিয়ার কার্যত শেষ।

কুড়ির ক্রিকেটে সুযোগ না পেলেও বাবর-রিজওয়ানরা পাকিস্তানের একদিনের দলে রয়েছেন। আগামী অগাস্ট মাসে পাকিস্তান ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে যাবে। সেখানে শাহিনদের তিনটি টি২০ ও তিনটি একদিনের ম্যাচের সিরিজ রয়েছে। আজ পাকিস্তানের জাতীয় নির্বাচকরা সেই সিরিজের দল ঘোষণা করেছেন। যেখানে শাহিন সাদা বলের ক্রিকেটে প্রত্যাবর্তন করলেও বাবর-রিজওয়ানরা টি২০-র স্কোয়াডে সুযোগ না পাওয়ার কারণে তাঁদের টি২০ ভবিষ্যৎ নিয়ে শুরু হয়েছে জল্পনা।

টি২০ স্কোয়াড : সলমন আলি আঘা (অধিনায়ক), আবরার আহমেদ, ফাহিম আশরফ, ফখর জামান, হ্যারিস রউফ, হাসান আলি, হাসান নওয়াজ, খুশদিল শা, মহম্মদ হ্যারিস, মহম্মদ নওয়াজ, শাহিবজাদা ফারহান, সাইম আয়ুব, শাহিন শা আফ্রিদি ও সুফিয়ান মোকিম।

ওডিআই স্কোয়াড : মহম্মদ রিজওয়ান (অধিনায়ক), সলমন আলি আঘা, আব্দুল্লাহ শফিক, আবরার আহমেদ, বাবর আজম, ফাহিম আশরফ, হাসান আলি, হাসান নওয়াজ, হুসেন তালাত, মহম্মদ হ্যারিস, মহম্মদ নওয়াজ, নাসিম শা, সাইম আয়ুব, শাহিন শা আফ্রিদি ও সুফিয়ান মোকিম।

যশ ফের ধর্ষণের অভিযোগে বিদ্ধ

জয়পুর, ২৫ জুলাই : উত্তরপ্রদেশের গাজিয়াবাদের পর এবার রাজস্থানের জয়পুর। ফের ধর্ষণের অভিযোগে বিদ্ধ ক্রিকেটার যশ দয়াল। তাঁর বিরুদ্ধে নয়া অভিযোগ জমা পড়েছে জয়পুরের সাঙ্গান থানায়। অভিযোগ, ক্রিকেট জীবন গড়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাস করেছেন যশ। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর পেসারের বিরুদ্ধে পকসো ধারায় মামলা রুজু করেছে জয়পুর পুলিশ। পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগে নির্যাতিতা জানিয়েছেন, বছর দুয়েক আগে ক্রিকেটের সূত্রেই যশের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়েছিল। অভিযোগকারিণী সেই সময় নাবালিকা ছিলেন। আইপিএলের ম্যাচ খেলতে যশ সেই সময় জয়পুরে হাজির হয়ে তাঁকে হোটেলে ডেকেছিলেন ক্রিকেট নিয়ে পরামর্শ দেওয়ার লক্ষ্যে। সেখানেই প্রথমবার ধর্ষিত হন অভিযোগকারিণী।

আরসিবি ক্রিকেটারের বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ, পরবর্তী সময়ে আরও কয়েকবার তাঁর সঙ্গে একই কাণ্ড করেছেন যশ। বাস্তব যাই হোক না কেন, অল্প সময়ের মধ্যে দেশের দুই প্রান্তে জোড়া ধর্ষণের অভিযোগে বিদ্ধ যশ নিশ্চিতভাবেই বড় সমস্যায়। যার শেষ কোথায়, সেটাই দেখার।

চিন ওপেনে শেষ চারে সাত্ত্বিক-চিরাগ

বেজিং, ২৫ জুলাই : চিন ওপেন ব্যাডমিন্টনে পুরুষদের ডাবলসে সেমিফাইনালে উঠেছেন সাত্ত্বিক সাইরাজ রাঙ্কিরেড্ডি-চিরাগ শেট্টি। কোয়ার্টার ফাইনালে তাঁরা ২১-১৮, ২১-১৪ পয়েন্টে হারিয়েছেন মালয়েশিয়ার ওং ইউ সিন-টিও ইয়ে ই-কে। শেষ চারে সাত্ত্বিক-চিরাগদের সামনে মালয়েশিয়ার অ্যারন চিয়া ও সো উয়ো ইক।

শোকসভা

ꞌকাজল সান্যাল
প্রয়াণ : ৩০/০৬/২০২৫

ꞌজয়দীপ চ্যাটার্জী
প্রয়াণ : ১২/০৫/২০২৫

আমাদের সকলের প্রিয় ꞌকাজল সান্যাল এবং ꞌজয়দীপ চ্যাটার্জী-এর অকাল প্রয়াণে আমরা শোকাহত ও মর্মাহত। তাঁদের আত্মার শান্তি কামনার্থে ২৭শে জুলাই ২০২৫ (রবিবার) সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় ক্লাবগৃহে শোকসভা অনুষ্ঠিত হবে। ক্লাবের সকল সদস্য এবং শুভাকাঙ্ক্ষীদের উপস্থিতি একান্তভাবে কাম্য।

সম্পাদক
বিবেকানন্দ ক্লাব
শিলিগুড়ি

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়িনী হলেন উত্তর ২৪ পরগণা-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর ২৪ পরগণা - এর একজন বাসিন্দা ববিতা ঘোষ - কে 04.05.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 68E 16321 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়িনী বললেন "আমি একজন মহিলা হিসেবে নিজের এবং নিজের পরিবারের উন্নত জীবনের জন্য আমি সবসময় বড় স্বপ্ন দেখতাম। আমি আমার হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে ধন্যবাদ জানাই আমার জীবন পরিবর্তন করার জন্য এবং আমার অপূর্ণ সমস্ত স্বপ্নগুলিকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজ্ঞাপির তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

বাঘা যতীনের দৌড়ের প্রচারে আজ সাইনি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৫ জুলাই : বাঘা যতীন অ্যাথলেটিক ক্লাবের ৪১ তম বর্ষের মহালয়া দৌড়ের ঢাকে শনিবারই কাঠি পড়ে যাচ্ছে। শিলিগুড়ির হিলকার্ট রোডের একটি বেসরকারি হোটেলে আগামীকাল দুপুরে বাঘা যতীনের রোড রেসের প্রচারে আসছেন এশিয়ান গেমসে সোনা জয়ী অ্যাথলিট সাইনি উইলসন। বাঘা যতীনের সচিব প্রসূন দাসগুপ্ত বলেছেন, 'আমাদের মহালয়া দৌড়ের আইকন করা হচ্ছে সাইনি উইলসনকে। তাঁর স্বামী তথা প্রাক্তন সাঁতারু চেরিয়ান উইলসনকেও এবারের রোড রেসের সঙ্গে যুক্ত করা হবে। মেয়র গৌতম দেবের উপস্থিতিতে মহালয়া দৌড়ে বেশ কিছু চমকের কথাও ঘোষণা করা হবে আগামীকাল।' সঙ্গে প্রসূন আরও জানিয়েছেন, এবার ৫ ও ১০ কিলোমিটার দৌড়ের জন্য থাকছে পাঁচটি বিভাগ। অনূর্ধ্ব-৩৫ বছরের পুরুষ ও মহিলা, ৩৫-৫০ বছর পর্যন্ত পুরুষ ও মহিলা এবং ৫০ ঊর্ধ্ব পুরুষদের জন্য আলাদা আলাদা বিভাগ রাখা হয়েছে।

ইউনিকের ফুটবল আজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৫ জুলাই : ইউনিক ফাউন্ডেশনের ৪ দলীয় একদিনের ফুটবল শনিবার উইনার্স ক্লাবের মাঠে হবে। ফাউন্ডেশনের প্রধান শক্তি পাল জানিয়েছেন, প্রতিযোগিতায় বিশেষভাবে সক্ষমদের সঙ্গে সাধারণ ফুটবলারও নামতে পারবে। খেলবে বেঙ্গল ওয়ান, বেঙ্গল টু, উইনার্স কোচিং ক্যাম্প ও মনজিৎ ইলেভেন।

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছেন বাঘা যতীন অ্যাথলেটিক ক্লাবের কৈলাশ তামাং।

লিগ জয়ের কাছে বাঘা যতীন

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৫ জুলাই : সুপার ফোরে টানা দ্বিতীয় জয়ে মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের গৌরচন্দ্র দত্ত, অমৃতকুমার চৌধুরী ও বিমলা পাল ট্রফি প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগ বাঘা যতীন অ্যাথলেটিক ক্লাব ঘরে তোলা প্রায় নিশ্চিত করে ফেলেছে। শুক্রবার কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে তারা ২-১ গোলে হারিয়েছে শিলিগুড়ি কিশোর সংঘকে। ৫৭ মিনিটে প্রাণেশ প্রধানের গোলে কিশোর এগিয়ে যায়। ৬৯ মিনিটে সমতা ফেরান কৈলাশ তামাং। ৭৬ মিনিটে বাঘা যতীনের জয়সূচক গোলটি লাকপা শেরপার। ম্যাচের সেরা হয়ে কৈলাশ পেয়েছেন দেবলকৃষ্ণ মজুমদার ট্রফি। শনিবার খেলবে নবীন সংঘ ও রবীন্দ্র সংঘ।

ফাইনালে শাস্ত্রীজি, তরাই স্কুল

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৫ জুলাই : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ব্যবস্থাপনায় আইএফএ-র অনূর্ধ্ব-১৪ রাজ্য স্কুল সুপ্রিম কাপ ফুটবলে ফাইনালে উঠল বাতাসি শাস্ত্রীজি হাইস্কুল ও তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয়। শুক্রবার প্রথম সেমিফাইনালে শাস্ত্রীজি সাডেন ডেথে ৬-৫ গোলে কবি সুকান্ত হাইস্কুলকে হারিয়েছে। চাঁদমণি ট্রাইবাল স্পোর্টিং ক্লাবের মাঠে নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ ২-২ ছিল। ম্যাচের সেরা কবি সুকান্তর আয়ুষ দাস। দ্বিতীয় সেমিফাইনালে তরাই টাইব্রেকারে ৫-৪ গোলে শ্রীগুরু বিদ্যামন্দিরের বিরুদ্ধে জয় পায়। নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ গোলশূন্য ছিল। ম্যাচের সেরা তরাইয়ের শুভরাজ সিংহ।

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছে আয়ুষ দাস ও শুভরাজ সিংহ। শুক্রবার।